ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 21September 2021 ■ আগরতলা ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২১ ইং ■ ৫ আশ্বিন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজনৈতিক অপরাধে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে শীর্ষে রয়েছে ত্রিপুরা ঃ এনসিআরবি

বিজেপির বিরুদ্ধে বিরোধী দমনের অভিযোগ সীতারামের পাল্টা বাম জমানার সন্ত্রাস মনে করালেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর।। রাজনৈতিক অপরাধে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে শীর্ষে রয়েছে ত্রিপুরা। এনসিআরবি-র ওই রিপোর্ট টেনে এনে ত্রিপুরায় অপশাসন এবং জনপ্রিয়তা হ্রাস ঢাকার জন্য বিজেপি সরকার ফ্যাসিস্ট কায়দায় বিরোধী দমন করছে বলে অভিযোগ করেন সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি। এই অভিযোগের খন্ডন করে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বাম জমানায় রাজ্যে সন্ত্রাসের হার মনে করিয়ে দেন।

ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর(এনসিআরবি) রিপোর্ট অনুযায়ী ২০২০ সালে অসম, মেঘালয়, মণিপুর এবং সিকিমে একটিও রাজনৈতিক অপরাধ হয়নি। সেই তুলনায় অরুণাচল প্রদেশে ১টি, মণিপুরে ১টি এবং ত্রিপুরায় ২২টি রাজনৈতিক অপরাধ জনিত ঘটনা ঘটেছে। অরুনাচল প্রদেশে রাজনৈতিক অপরাধে একজন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। অপরাধের হার ০.১ শতাংশ। তেমনি, মণিপুরে রাজনৈতিক অপরাধে ১ জন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। অপরাধের হার ০.০ শতাংশ। সেই তুলনায় ত্রিপুরায় রাজনৈতিক অপরাধে ৫১ জন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। অপরাধের হার ০.৫ শতাংশ।

সিপিএম সাধারণ সম্পাদক সীতারম ইয়েচুরি

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব

এনসিআরবি-র ওই রিপোর্টকে নিশানা করে ত্রিপুরায় বিজেপি সরকারকে বিঁধেছেন সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি। এক টুইট বার্তায় তিনি লেখেন, এনসিআরবি-র রিপোর্ট নিশ্চিত করেছে অপশাসন এবং জনপ্রিয়তায় ভাটা ঢাকার জন্য ত্রিপুরায় ফ্যাসিস্ট কায়দায় বিরোধীদের দমন-পীড়ন চালিয়েছে বিজেপি সরকার। ওই অভিযোগ খন্ডন করে ত্রিপুরা মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বাম জমানায় ত্রিপুরায় অপরাধের হার সীতারাম ইয়েচুরিকে মনে করিয়ে দিলেন। মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, ত্রিপুরায় সহিংসতা সিপিএমের উত্তরাধিকার ছিল। সিপিএমের জমানায় ২০১৭ সালে ৭৫টি রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনায় ১৭৫ জন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। অপরাধের হার ১.৯ শতাংশ। সাথে তিনি আরও মনে করিয়ে দেন, গত তিন বছরে ওই অপরাধ প্রচন্ডভাবে হ্রাস পেয়েছে। অপরাধের হার এক তৃতীয়াংশে নেমে এসেছে। তাঁর বার্তা, ত্রিপুরা থেকে অপরাধ সরাতে হলে সিপিএমকে হটাতে হবে।

রাজ্যে বনদস্যুদের তৎপরতা বেড়েছে

পানিসাগরে বনকর্মীদের লরি চাপা দিয়ে হত্যার চেষ্টা, আহত চারজন তেলিয়ামুড়াতেও আক্রান্ত বনরক্ষীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ তেলিয়ামুড়া, ২০ সেপ্টেম্বর।। কাঠ বোঝাই গাড়ি আটক করতে গিয়ে আক্রান্ত হলেন বন দফতরের কর্মীরা।ঘটনা মুঙ্গিয়াকামী থানাধীন ৪৭মাইল এলাকায়।ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।অবশ্য কাঠ বোঝাই গাড়ি আটক করতে সক্ষম হয়েছে বনদপ্তর এর কর্মীরা।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তেলিয়ামুড়া বনদপ্তরের কর্মীরা রবিবার রাতে মুঙ্গিয়াকামী থানাধীন ৪৭মাইল এলাকায় অভিযান চালান। তারা প্রত্যক্ষ করেন একটি মারুতি ভ্যান গাড়িতে অবৈধ চোরাই কাঠ লোডিং হচ্ছে। বনদপ্তরের কর্মীরা গাড়িটিকে আটক করার জন্য এগিয়ে আসতেই গাড়ির চালক ও সহ চালক গাড়িটি জোর গতিতে চালিয়ে পালিয়ে যেতে চায়।

বনদপ্তরের কর্মীরা ওই অবৈধ কাঠ বোঝাই গাড়িটির পিছু ধাওয়া করে। পরে মুঙ্গিয়াকামী থানাধীন ৪৩ মাইল এলাকায় এসে টিআর০১সি ০৩৯০ নম্বরের একটি মারুতি ভ্যান সহ অবৈধ চোরাই কাঠ আটক করে তেলিয়ামুড়াস্থিত গামাই বাড়ি ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসে নিয়ে আসে বনদপ্তর এর কর্মীরা।

আসার পথে ৪১মাইল এলাকায় আসা মাত্রই বনদস্যুরা বন কর্মীদের উপর ইট পাথর ছুড়তে থাকে। ফলে অবৈধ কাঠ বোঝাই মারুতি ভ্যান গাড়িটির সামনের কাচ ভেঙে ছিটকে পড়ে অল্পবিস্তর আহত হয় তেলিয়ামুড়া ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসের ফরেস্ট অফিসার রাজু দেব। অবৈধ চোরাই কাঠ সহ গাড়িটির আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় এক লক্ষাধিক টাকা। অন্যদিকে বনের বহুমূল্যবান গাছপালা কেটে বনাঞ্চল ফাকা করে দিচ্ছে বনদস্যুরা।

গোপন খবরের ভিত্তিতে অবৈধ কাঠ বোঝাই লরি আটকাতে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার উত্তর জেলার বনদপ্তরের কর্মীরা। চোরা কাঠ কারবারিদের লরির ধাক্কায় অল্পেতে রক্ষা পেল এসডিএফও সহ বনদপ্তরের কর্মীরা।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় গত ১৮ সেপ্টেম্বর রাত প্রায় ৩ টা নাগাদ খবর আসে চোরাকারবারিরা একটি লরিতে অবৈধ কাঠ বোঝাই করে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছে। সে মোতাবেক এসডিএফও সহ বন দপ্তরের কর্মীরা ধর্মনগর তিলথৈ এলাকায় অপেক্ষারত অবস্থায় একটি কাঠ বোঝাই মারুতি অল্টু গাড়ি আটক করে। এর ঘন্টা খানেক পরেই আবারো খবর আসে আরো একটি টিআর-০৫-১৫০৯ নম্বরের বুলেরো পিকআপ লরিতে চোরাই কাঠ বোঝাই করে পানিসাগর চামটিলা এলাকার দিকে আসছে।

সে মোতাবেক ঐ লরিটি আটক করার উদ্দেশ্যে এসডিএফও বনকর্মীদের নিয়ে পানিসাগর চামটিলা পেরিয়ে জলেবাসা রাস্তার দিকে এগোতেই অবৈধ কাঠবোঝাই লরিটি করার চেষ্টা করেন। কাঠ বোঝাই লরিটি বনদপ্তরের গাড়ির মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়ে পরে। সঙ্গে সঙ্গে বনদপ্তরের কর্মীরা গাড়িটি আটক করার চেষ্টা করতেই অবৈধ কাঠ বোঝাই লরিটি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা বনদপ্তরের গাড়িটিকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে ঘটনা স্থল থেকে পালিয়ে যায়। এতে বনদপ্তরের গাড়িটির সামনের চাক্কাটি খুলে যায়।

আহত হয় বনদপ্তরের চালক সহ বেশ কয়েকজন বনকর্মী। সঙ্গে সঙ্গে খবর পেয়ে পানিসাগর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ঘটনা স্থলে ছুটে আসেন। পরবর্তীতে ধর্মনগর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ও বনদপ্তরের যৌথ সহযোগিতায় শনিবার বিকেলে চুড়াইবাড়ি বেতাঙ্গি এলাকা থেকে বনদপ্তরের গাড়িতে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যাওয়া বুলেরো পিকআপ গাড়িটিকে অবৈধ কাঠ সহ আটক করা হয়। এসডিএফও জানিয়েছেন উদ্ধার করা গাড়িটি পানিসাগর মহকুমার তিলথৈ এলাকার হুসানা বেগমের।পূর্বেও এই গাড়িটি অবৈধ কাঠ পাচারের দায়ে আটক করা হয়েছিল।

প্রায় এক বছর যাবত বনদপ্তরের আটক ছিল গাড়িটি। পরিবর্তিতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুলিশি কাজে বাধা মামলায় অভিযুক্ত কুণাল ঘোষ, হাজিরা দিতে আসবেন রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরার থানায় ঢুকে সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার অপরাধে পুলিশের দায়েরকৃত সুয়োমোটো মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হাজিরা দেবেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। এছাড়া, তৃণমূলের স্থানীয় নেতা সুবল ভৌমিক পুলিশের কাছে নিরাপত্তা দাবি করে কিছুটা সময় চেয়েছেন। তিনি খোয়াই থানায় তদন্তকারী আধিকারিককে এক চিঠিতে নিরাপত্তার দাবি জানিয়েছেন, সাথে ২২ সেপ্টেম্বরের পর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দিন চূড়ান্ত করার আবেদন রেখেছেন তিনি।

চিঠিতে তিনি আরেক স্থানীয় তৃণমূল নেতা প্রকাশ দাসেরও জিজ্ঞাসাবাদে হাজির হওয়ার জন্য নিরাপত্তার প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেছেন। তবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, দোলা সেন এবং ব্রাত্য বসু এখনও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হাজিরা দেওয়ার বিষয়ে পুলিশকে কিছু জানাননি।

প্রসঙ্গত, তৃণমূল কর্মীদের গ্রেফতারের ঘটনায় গত ৮ আগস্ট খোয়াই থানায় ঢুকে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পত্রিকা ও সিপিএমের পার্টি অফিসে হামলা, হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা, রাজ্যকে নোটিশ উচ্চ আদালতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর।। পত্রিকা অফিস এবং একাধিক সিপিএম পার্টি অফিসে হামলার ঘটনায় পুলিশের নিষ্ক্রিয় ভূমিকায় সিট গঠনের আবেদন নিয়ে ত্রিপুরা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে। ওই মামলায় আজ শুনানির পর ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এএ কুরেশি এবং বিচারপতি এসজি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ ত্রিপুরা সরকারকে নোটিশ দিয়ে আগামী ৪ অক্টোবর পুনরায় শুনানির দিন ধার্য করেছেন।

এ-বিষয়ে আইনজীবী রাজশ্রী পুরকায়স্থ বলেন, গত ৮ সেপ্টেম্বর আগরতলায় বিজেপি যুব মোর্চার মিছিল থেকে পত্রিকা অফিস এবং সিপিএম পার্টি অফিসে হামলা হয়েছে। ওইদিন রাতে এবং ৯ সেপ্টেম্বর সকালে ত্রিপুরায় সিপিএমের একাধিক পার্টি অফিস আক্রান্ত হয়েছে। অথচ, পুলিশ এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করেনি, এমন-কি কোনও ধরনের কঠোর পদক্ষেপও নেয়নি।

তাঁর বক্তব্য, গত ৮ সেপ্টেম্বর হামলার ঘটনায় শাসকদল জড়িত, তাই পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। বরং এখন পর্যন্ত নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। ফলে জনৈক হরিপদ দাস ত্রিপুরা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছেন। রাজশ্রী পুরকায়স্থের কথায়, পুলিশের ভূমিকায় অসন্তোষ প্রকাশ করে ওই ঘটনার তদন্তে স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম (সিট) গঠনের আবেদন জানানো হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে ওই সিট গঠন হোক, আদালতের কাছে সেই আবেদন করা হয়েছে।

তিনি বলেন, ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এএ কুরেশি এবং বিচারপতি এসজি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ আজ ওই মামলার সমস্ত বক্তব্য শুনেছেন এবং ত্রিপুরা সরকারকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পদযাত্রায় অনুমতি মিলছে না হাইকোর্টের দ্বারস্থ তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদযাত্রার অনুমতি এখনই মিলেনি, তাই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। মামলায় পক্ষভুক্তদের নোটিশ দিয়ে আগামীকাল পুনরায় শুনানির দিন ধার্য করেছে আদালত।

এ-বিষয়ে আইনজীবী শংকর লোধ বলেন, গত ১৩ সেপ্টেম্বর তৃণমূল কংগ্রেস ১৫ সেপ্টেম্বর আগরতলায় পদযাত্রার অনুমতি চেয়ে পুলিশের কাছে আবেদন জানিয়েছিল। কিন্তু পুলিশ ওইদিন পদযাত্রার অনুমতি দেয়নি। তাই, পুনরায় ১৬ সেপ্টেম্বর পদযাত্রার অনুমতি চেয়ে আবেদন করেছিল তৃণমূল। সেই আবেদনও পুলিশ খারিজ করে দিয়েছিল। পরে গত ১৪ সেপ্টেম্বর পুনরায় নতুন দিনক্ষণ জানিয়ে তৃণমূল ২২ সেপ্টেম্বর পদযাত্রার আবেদন করেছিল। এখন পর্যন্ত পুলিশ সেই আবেদনের বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। তাঁর দাবি, পুলিশের আইন মোতাবেক আবেদনে সম্মতি কিংবা অসম্মতি ৪৮ ঘণ্ট পূর্বে জানাতেই হবে। কিন্তু ২২ সেপ্টেম্বরের পদযাত্রা সম্পর্কে এখনও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাড়িতে ঢুকে দুস্কৃতিদের আক্রমণ, আহত মহিলা স্বর্ণালঙ্কার লুটপাট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার চালিতাছড়িতে এক বিধবা মহিলার সর্বস্ব লুট করে নিয়ে গেছে দুস্কৃতীকারীরা। দুষ্কৃতিকারীদের আক্রমণে মহিলা আহত হয়েছেন। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। সাব্রুমের চালিতাছড়িতে এক বিধবা মহিলার সর্বস্ব লুট করে নিয়ে গেছে দুস্কৃতীকারীরা।

গতকাল রাত আনুমানিক সাড়ে নয়টা নাগাদ সাব্রুম মহকুমার অন্তর্গত চালিতাছড়ি এডিসি ভিলেজের কেকই মগ পাড়ার বাসিন্দা বিজলি দের বাড়িতে দুই দুষ্কৃতিকারী হানা দেয়। ঘরের আলমারি ভেঙ্গে লুট করে নিয়ে যায় প্রায় দেড় লক্ষ টাকা, একটি দেড় ভরি ওজনের সোনার হার,একটি সোনার আংটি। এছাড়াও ভাঙচুর চালায় বাড়িতে। মহিলাকে মারধর ও শ্লীলতাহানি করে এলাকারই দুই গুণধর ভাই বিষ্ণু ভৌমিক ও রুপন ভৌমিক। ধারালো দায়ের আঘাতে বিজল দে এর হাত কেটে যায়। মারধরের ফলে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত প্রাপ্ত হন। ঘটনার সময় চিৎকার চেঁচামেচি শুনতে পেয়ে পার্শবর্তী এলাকার লোকজন এসে রাতেই উনাকে মনু বাজার গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

মনু বাজার থানায় দুই গুণধর ভাইয়ের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতা বিজলি দে। আক্রান্ত মহিলা জানান, বন্ধন ব্যাংক থেকে তিন লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। তার মধ্যে দেড় লক্ষ টাকা এখন পর্যন্ত খরচ হয়েছে। বাদবাকি দেড় লক্ষ টাকা ঘরের আলমারিতে রাখা ছিল। কলকাতায় পাঠরত উনার নাতির জন্য পাঠানোর জন্য রেখেছিলেন বলে জানান নির্যাতিতা বিধবা বিজলি দে।

স্বদলীয় প্রধান ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের হাতে আক্রান্ত পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২০ সেপ্টেম্বর।। নিজ কার্যালয়ে স্ব-দলীয় পঞ্চায়েত প্রধান ও সাঙ্গ পাঙ্গোর হাতে আক্রান্ত কৈলাসহরের গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন নারায়ণ সিংহ সহ দুই জন। ভাঙচুর করা হয় অফিসের আসবাবপত্র। চাঞ্চল্য গোটা গৌরনগর ব্লক এলাকায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে মাঠে নামেন শাসক দলের জেলা পর্যায়ের নেতারা।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় গৌরনগর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির কার্যালয়ে সোমবার দুপুর দেড়টা নাগাদ পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন নারায়ণ সিংহ ও ভাইস চেয়ারপার্সন শিব শঙ্কর অধিকারী সহ গোলধারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হীরা সিনহা সহ বেশ কয়েকজন সমিতির কার্যালয়ের চেয়ারপার্সনের রুমে বৈঠকে বসেন। মূলত পঞ্চায়েত সমিতির ফান্ড থেকে দশ লক্ষ টাকার উন্নয়নমূলক কাজের দাবি জানানো হয় গোলধারপুর পঞ্চায়েত প্রধানের পক্ষ থেকে। এক্ষেত্রে সমিতির চেয়ারপার্সন স্পষ্টই জানান যে, পঞ্চায়েতের রেজুলেশন ও বৈধ পদ্ধতি ছাড়া কোনভাবেই এই অর্থ কিংবা কাজের মঞ্জুরী প্রদান করা সম্ভব নয়। এই নিয়েই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সোমবার আগরতলায় চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের আন্দোলন প্রতিহত করে দেয় পুলিশ। ছবি নিজস্ব।

বিধানসভার অধিবেশন শুরু ২৪শে অধ্যক্ষ নির্বাচন, পেশ হবে পাঁচটি বিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরা বিধানসভার অধিবেশন স্বল্পকালের জন্য আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে। দুই দিবসীয় ওই অধিবেশন ২৭ সেপ্টেম্বর সমাপ্ত হবে। আজ সোমবার বিধানসভার বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটির বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী রতনলাল নাথ। সাথে তিনি যোগ করেন, আসন্ন বিধানসভা অধিবেশনে প্রথমেই অধ্যক্ষ নির্বাচন পর্ব সম্পন্ন হবে। এর পর অধিবেশন শুরু হবে। এবারের অধিবেশনে চারটি সংশোধনী বিল সহ মোট পাঁচটি বিল উত্থাপন করবে ত্রিপুরা সরকার।

এদিন তিনি বলেন, আজ ত্রিপুরা বিধানসভার বিধানসভার বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে বিধানসভা অধিবেশনের কার্যসূচি নির্ধারিত হয়েছে। তাঁর কথায়, আসন্ন বিধানসভা অধিবেশন স্বল্প সময়ের জন্য অনুষ্ঠিত হবে। ২৪ সেপ্টেম্বর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলায় চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের মিছিল ডেপুটেশন আবারও আটকে দিল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর।। চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের মিছিল ও ডেপুটেশন আটকে দিয়েছে পুলিশ।পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শিক্ষক-শক্ষিকারা মুখ্য সচিবের কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। আগরতলা সিটি সেন্টারের সামনে তাদের আটকে দেওয়া হয়। চাকরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আবারো স্তব্ধ করে দিলো পুলিশ। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী শিক্ষক-শিক্ষিকারা আগরতলা সিটি সেন্টারের সামনে থেকে মিছিল করে সার্কিট হাউজের সামনে সমবেত হওয়ার কথা ছিল। পুলিশের পদস্থ আধিকারিকদের নেতৃত্বে ব্যাপক সংখ্যক পুলিশ নিরাপত্তাকর্মী সিটি সেন্টারের সামনে জমায়েত করা হয়।

চাকরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকারা যখন মিছিল করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তখনই পুলিশের পদস্থ আধিকারিকরা সেখানে উপস্থিত হয়ে মিছিল না করার পরামর্শ দেন।এমনকি সেখানে মিছিল আটকে দিয়েছে পুলিশ। চাকরিচ্যুত শিক্ষক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ পুলিশ কর্মকর্তাদের কাছে অনুরোধ জানান শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল করে সার্কিট হাউজ পর্যন্ত যাওয়ার অনুমতি দেওয়ার জন্য। কিন্তু তাতে সাড়া দেয়নি পুলিশ। স্বাভাবিকভাবেই সিটি সেন্টার এর সামনেই চাকরিচ্যুত শিক্ষক সংগঠনের নেতারা দাস তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি অভিযোগ করেন বেশ কিছুদিন ধরেই তারা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, উপমুখ্যমন্ত্রী ও মুখ্য সচিবের কাছে ডেপুটেশন প্রদানের জন্য অনুমতি চেয়ে আসছিলেন।

কিন্তু সরকার ও প্রশাসনের তরফ থেকে তাদেরকে অনুমতি দেওয়া হয়নি। তাতে তিনি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। চাকরিচ্যুত শিক্ষক সংগঠন জানতে চায় রাজ্যে কি জরুরি অবস্থা চলছে? সিটি সেন্টারের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন কালে চাকুরীরত সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেন, রাজ্য সরকারকে চাকরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের স্থায়ী চাকরির ব্যবস্থা করতে হবে।এখনো পর্যন্ত১০৮ জন শিক্ষক শিক্ষিকার মৃত্যু হয়েছে। প্রত্যেকের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কাশিনাথ দাস ভেন্টিলেশনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর।। প্রবীণ শিক্ষাবিদ ভারতীয় বিদ্যাভবনের অধিকর্তা কাশিনাথ দাসের অবস্থা আশঙ্কাজনক। কলকাতার একটি বেসরকারী হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছে।

গত কিছুদিন যাবৎ তাঁর চিকিৎসা চললেও সম্প্রতি তাঁর অবস্থার অবনতি ঘটেছে। তাঁর ফুসফুসে সংক্রমণ দেখা দিয়েছে। গত কিছুদিন আগে তিনি কোভিড আক্রান্ত হন। তাঁকে আগরতলায় আইএলএস হাসপাতালে ভরতি করানো হয়। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁকে ভেন্টিলেশনে নেয়া হয়েছে।

শিক্ষক বদলীর প্রতিবাদে আমবাসায় জাতীয় সড়ক অবরোধ ছাত্রছাত্রীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর।। ধলাই জেলার আমবাসায় শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক অবরোধ করল ছাত্র ছাত্রীরা। অবরোধের ফলে যানবাহন আটকে পড়ে। তাতে যাত্রীদুর্ভোগ চরম আকার ধারণ করে। আমবাসা চন্দ্রাইপাড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের শিক্ষক জীবনানন্দ দেব ও সুধীর দাসের বদলির প্রতিবাদ জানিয়ে আমবাসায় জাতীয় সড়ক অবরোধ করল ছাত্রছাত্রীরা।

অবরোধের ফলে জাতীয় সড়কে যানবাহন চলাচল পুরোপুরি স্তব্ধ হয়ে পড়ে। জাতীয় সড়ক অবরোধের ফলে যাত্রীদুর্ভোগে চরম আকার ধারণ করে। ঘটনার খবর পেয়ে প্রশাসনের কর্মকর্তারা অবরোধ স্থলে ছুটে আসেন। অবরোধকারীর ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে প্রশাসনের কর্মকর্তারা কথা বলে পথ অবরোধ মুক্ত করেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে ছাত্র-ছাত্রীদের এই অবরোধের পেছনে রয়েছে বদলি হওয়া শিক্ষকদের অঙ্গুলিহেলন। কারণ শিক্ষকদ্বয় দীর্ঘ বছর ধরে আমবাসা চান্দ্রাইপাড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে কর্মরত রয়েছেন।

আমবাসায় রমরমা টিউশন বাণিজ্য রয়েছে তাদের। বদলির আদেশ আসতেই অনেকটা হতভম্ব হয়ে যান টিউশন বাণিজ্যে যুক্ত ওইসব শিক্ষকরা। শিক্ষকদের অঙ্গুলিহেলনেই ছাত্রছাত্রীরা সড়ক অবরোধে শামিল হয়েছে বলে অনেকেই মনে করছেন। দীর্ঘ বছর ধরে একই স্কুলে কর্মরত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৭ ◘ সংখ্যা ২২৮ ◘ ২১ সেপ্টেম্বর ২০২১ ইং ◘ ৫ আশ্বিন ◘ মঙ্গলবার ◘ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

প্রাসঙ্গিকতা নিয়া প্রশ্ন

নির্বাচন এলেই উঁকি ঝুঁকি দেয় সংযুক্ত মোর্চা। নির্বাচন-পর্ব সাঙ্গ হলে সব কিছু যেন তলাইয়া যায়। একরাশ হতাশা দেখা দেয় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে। লক্ষনীয় বিষয় হইল নির্বাচন শেষ মানেই সংযুক্ত মোর্চা শেষ।" অর্থাৎ ভোট শেষ। জোট শেষ। সীতারাম ইয়েচুরির এই ছোট্ট ঘোষণা অনেক কৌতুহলের জন্ম দিয়াছে। ব্রিগেডের ময়দানে বাম, কংগ্রেস ও আইএসএফ নেতাদের হাত ধরাধরির ছবি বার্তা দিয়াছিল কেন্দ্রে বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত কোরিয়াকে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করা। সেই লক্ষ্যকে সামনে রাখিয়াই ঘোষিত হইয়াছিল "সংযুক্ত মোর্চা। যাহার ইন্তেকাল রচিত হইল গত ১৭ সেপ্টেম্বর বার জুম্মাতে ইয়েচুরির ঘোষণায়। কে কাহার সঙ্গে ঘর করিবে, আর কে কাহার সঙ্গে হনিমুনে যাইবে, সেটা যেমন ব্যক্তি স্বাধীনতার বিষয় তেমনই কোন রাজনৈতিক দল কাহার হাত ধরিবে তাহা-ও দলগুলির নিজস্ব ব্যাপার। কিন্তু যেহেতু প্রতিটি রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব নির্ভর করে জন-অনুমোদনের উপর এবং দলগুলিও তাহা আশা করে, তাই কোনও দলের সিদ্ধান্ত জনমানসে কতটা প্রতিক্রিয়া তৈরি করিতেছে, তাহা বিচার্য। বিশেষ করিয়া দলগুলির পলিটিক্যাল অডিটে তাহা গুরুত্ব পায়।

পশ্চিমবঙ্গে অবিশ্বাস্যকে সত্যি করিয়া বিধানসভা ভোটে হাত মিলাইয়াছিল বাম ও কংগ্রেস। কয়েকটি আসনে সমঝোতা না হইলেও অধিকাংশ আসনেই হাতে হাত মিলাইয়াছিল দুইপক্ষই। আর সেই জোটকে ঘিরিয়া রীতিমতো আলোড়ন তৈরি হইয়াছিল রাজনৈতিক মহলে। কলকাতার একটি নির্বাচনী জনসভায় কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী ও বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য একই মালায় গলা ঢোকাইয়াছিলেন। দুই দলের সমবেত কর্মী-সমর্থকদের মুহুর্মুহু করতালিতে বাঁধা রইল সেই বন্ধন। খানিকটা "ধরি মাছ না ছুঁই পানি"র মতো ২০১৬ সালে বাম-কংগ্রেস সমঝোতায় হাবভাব ছিল সিপিএমের। জোট বলিতে নারাজ ছিলেন সিপিআইএম নেতারা। এমনকী, সিঙ্গুরের জনসভায় অধীর চৌধুরী বক্তৃতা করিয়া নামিয়া যাওয়ার পরে মঞ্চে উঠিয়াছিলেন সিপিআইএম সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি। অথচ তিনি আসিয়াছিলেন অধীর চৌধুরী বক্তৃতা করিবার আগেই। এই বসন রাঙানো কমরেডদের নিয়া ঘাটিয়া যাওয়ার জায়গা অনেক। যাই হোক সেই ২০১৬ সালে নির্বাচনে অবশ্য সাফল্যের মুখ দেখেনি জোট। তবে সিপিআইএম ও কংগ্রেস দুই তরফেরই প্রতিশ্রুতি ছিল, ভবিষ্যতে জোট আরও শক্তিশালী হইবে। কিন্তু আমরা দেখিলাম চার মাস কাটিতে না কাটিতেই সবটাই ভাঙিয়া চৌচির। কোনও আলোচনা না করিয়াই তিনটি আসনের উপনির্বাচনে বামেরা তাঁহাদের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করিয়া দিয়াছিল। অনিবার্য ভাবেই জোটের বা সমঝোতার আর সুযোগ রইল না। তবে তাহারপর থেকে পরিষদীয় রাজনীতিতে কাছাকাছি থাকিলেও রাস্তাঘাটের কর্মসূচিতে আর দেখা যায়নি দুই শিবিরের নেতাদের। সংযুক্ত মোর্চার প্রাসঙ্গিকতা আর নাই, এটা ডিজলভ করিয়া দেওয়া হইল। তাহা হইলে মানুষের কাছে এটা ক্লিয়ার হইয়া যাইবে।" রাজনীতিতে নবীন নাওশাদের কথার মধ্যে দুটি জিনিস বাহির হইয়া আসিতেছে। এক, তাঁহারা ওই সব পলিটব্যুরো দেখিয়া মোর্চায় আসেননি। দুই, জোট রাজনীতি ছেলের হাতের মোয়া নয়, তাহার কিছু নৈতিক দিকও রহিয়াছে।

পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী পদের দায়িত্ব নিলেন চান্নি, বললেন অমরিন্দরের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাব

চণ্ডীগড়, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন চরণজিৎ সিং চান্নি। মুখ্যমন্ত্রী পদের দায়িত্ব নিয়ে চান্নি বললেন, দলীয় আদর্শ অনুযায়ী সরকার কাজ করবে। অমরিন্দর সিংয়ের ভূয়সী প্রশংসা করে চান্নি বলেছেন, পঞ্জাবের জনগণের জন্য অনেক ভালো কাজ করেছেন ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং। আমরা তাঁর কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাব।

মুখ্যমন্ত্রী পদের দায়িত্ব নেওয়ার পর চান্নি এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। সেখানে তিনি জানিয়েছেন, 'দলই সুপ্রিম, মুখ্যমন্ত্রী অথবা মন্ত্রিসভা নয়। দলীয় আদর্শ অনুযায়ী সরকার কাজ করবে।....একজন সাধারণ মানুষকে মুখ্যমন্ত্রী করেছে কংগ্রেস।' সদ্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিংয়ের ভূয়সী প্রশংসা করে চান্নি বলেছেন, 'পঞ্জাবের জনগণের জন্য অনেক ভালো কাজ করেছেন ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং। আমরা তাঁর কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাব।' তিনি জানিয়েছেন, 'পঞ্জাব সরকার কৃষকদের পাশে রয়েছে। তিনটি কৃষি আইন প্রত্যাহারের জন্য সরকারের কাছে আমরা অনুরোধ করছি।' চান্নি বলেছেন, 'কৃষকদের জল ও বিদ্যুৎ বিল আমরা মকুব করব।'

এদিন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর চান্নির সঙ্গে দেখা করেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী, পঞ্জাব কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতি নভজ্যোৎ সিং সিধু, কংগ্রেস নেতা হরিশ রাওয়াত প্রমুখ। পঞ্জাবের উপ-মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন সুখজিন্দর সিং রানধাওয়া এবং ও পি সোনি, তাঁরাও এদিন শপথ নেন। এই দু"জনের সঙ্গেও সঙ্গেও দেখা করেছেন রাহুল, সিধুরা।

বিধানসভার সচিবালয়কে চিঠি দিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট

কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স) : এবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সচিবালয়কে চিঠি দিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। সোমবার দুপুরে ইডির এক কনস্টেবল বিধানসভায় আসেন। তিনি সোজা চলে যান বিধানসভার সচিব সুপ্রতিম ভট্টাচার্যের দফতরে। কিন্তু সেই সময় সচিবালয়ে তৃণমূলের রাজ্যসভার প্রার্থী হিসাবে সুস্মিতা দেব মনোনয়ন দাখিল করছিলেন। তাই সচিবালয়ের ব্যস্ততা ছিল তুঙ্গে। ইডির ওই কনস্টেবল সচিবালয়ের দফতরে চিঠিটি দিয়ে তার প্রাপ্তিস্বীকারপত্রটি নিয়ে যান। বিধানসভা সূত্রে খবর, ইডি চিঠি পাঠিয়েছে বিধানসভার সচিবের নামেই। প্রসঙ্গত, ১৩ সেপ্টেম্বর সিবিআইয়ের ডিএসপি সত্যেন্দ্র সিংহ ও ইডির রথীন বিশ্বাসকে হাজিরার চিঠি পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছিলেন স্পিকার। জবাব দিতে ২২ সেপ্টেম্বর বেলা ১টায় বিধানসভায় আসতে বলা হয়েছে সিবিআই ও ইডির আধিকারিকদের। ইডি ও সিবিআইয়ের "প্রিভেনশন অব কোরাপশান অ্যাক্ট ১৯(১)" ধারায় চার্জশিট দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর অনুমতি নেওয়া উচিত ছিল বলেই দাবি করেছিলেন স্পিকার। সেই বিষয়েই স্পিকার তাদের বিধানসভায় তলব করেছেন। মনে করা হচ্ছে সেই তলব সংক্রান্ত বিষয় নিয়েই সচিবালয়কে ওই চিঠিটি পাঠিয়েছে ইডি।

বেদখলমুক্ত করিমগঞ্জের লোয়াইরপোয়া বনাঞ্চলে উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত

বাজারিছড়া (অসম), ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত জবরদখলকৃত বনভূমিতে উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত রয়েছে। বনভূমিকে জবরদখল মুক্ত করতে পাথারকান্দির লোয়াইরপোয়ায় আজও উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছে স্থানীয় বন দফতরের আধাকিকারিক কর্মীরা।

চলমান অভিযানের অঙ্গস্বরূপ আজ সোমবার লোয়াইরপোয়া রেঞ্জের লঙ্গাই ও পাতিয়ালা বিটের অন্তর্গত বনাঞ্চলে ফের অভিযান চালান বনকর্মীরা। করিমগঞ্জের এসিএফ সুখদেব সাহার নেতৃত্বে আজকের অভিযানে একটি অবৈধ সুপারি বাগান কেটে তছনছ করে দেওয়া হয়েছে। অভিযানে প্রায় এক হেক্টর পরিমাণ বনভূমি জবরদখল মুক্ত হয়েছে বলে জানান এসিএফ সুখদেব সাহা। সুখদেব সাহা জানান, সরকারি নির্দেশে গোটা রাজ্যস জুড়ে সংরক্ষিত বনাঞ্চলকে জবরদখল মুক্ত করতে উচ্ছেদ অভিযান চলছে। সরকারি বনাঞ্চলকে বেদখলমু না করা পর্যন্ত অভিযান চালাবেন তাঁরা।

বিশিষ্ট ও বড় মানুষদের চোখে বিদ্যাসাগর

নরেন্দ্রনাথ কুলে

বিদ্যাসাগর নামের সঙ্গে পরিচয় তখনো হয়নি যখন বর্ণের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে। তবে বড় হয় বুঝতে পারলাম এই একটি ছোটো বই 'বর্ণপরিচয়' আমাদের সহজে বড় করার এক বড় সোপান। আর একটি কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বিদ্যাসাগর কোনো বড় বা ভারী বই লিখে বড় হননি, তিনি ছোট বই লিখে আমাদের বড় করার জন্য নিজে বড় হয়েছেন। তাঁর সময়ে ধর্মীয় কুসংস্কার ও শাস্ত্রী আচার আচরণে যখন মানুষের সংস্কৃতির পরিচয় তখন সেই পরিবেশ থেকে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ব্রাহ্মণ হয়েও তিন কখনো তা মানেননি। শুধু তাই নয় কুসংস্কার ও শাস্ত্রে বাঁধন থেকে মানুষকে মুক্ত করার জন্য শিক্ষা সংস্কার করতে আজীবন নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন। শিক্ষা সংস্কার করতে আজবীন নিরসলভাবে কাজ করে গেছেন। শিক্ষা সংস্কারে মধ্যে গড়তে চেয়েছিলেন গোঁড়ামিমুক্ত সমাজ। তিনি বুঝেছিলেন এই সমাজ গড়া ততক্ষণ সম্ভব নয় যদি না নারীরা সচেতন হয়। তাই নারীশিক্ষার ওপর জোর দিয়েছিলেন প্রথমেই। কারণ তদানীন্তন সময়ে কুংস্কার ও শাস্ত্রে বাঁধনে সব থেকে অবহেলিত ছিল নারীরা। নারীদের দুঃখ তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন। সেই অনুভূতি থেকে বাল্যবিবাহ রোধ ও বিধাবা বিবাহ প্রর্বতনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এ বিষয়ে সারা সমাজের বিরুদ্ধে তিনি একা এলেন এগিয়ে। তাঁর তেজোদীপ্ত যুক্তি এমনকী গোঁড়া পণ্ডিতদের শাস্ত্রে বিধানের কথা দিয়ে তাঁদের যুক্তিকে খণ্ডন করলেও সমাজপতিদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনকে জয় করতে পারেননি। তবুও তিনি পিছিয়ে আসেননি। সমাজের বালোর জন্য যা করা উচিত তার জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। তাই তিনি দৃপ্তকণ্ঠে বলেছেন, আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি নিজের বা সমাজের মঙ্গলের জন্য যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবে, তাহা করিব। লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে সঙ্কুচিত হইব না। সমাজের ভালো করার জন্য বিদ্যাসাগর কখনো ভয় পাননি। এই অকুতোভয় মানুষটি মানুষের দুঃখ -কষ্টে অনায়াসে কেঁদে বুক ভাসিয়ে দিতেন এবং যথাসাধ্য সেই অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতেন। আমৃত্যু তিনি এই কাজ করে নিজেকে নিঃশ্ব করেছেন। মানুষের মনে তিনি আজও দয়ার সাগর ও করুণা সাগর।

তাঁর সমকালীন ও পরবর্তী সময়ে বিশিষ্ট মানুষদের কথা উল্লেখ করলে বোঝ যাবে তাঁরা তাঁকে কী চোখে দেখেছেন। বিদ্যাসাগরকে নিয়ে মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিতা আমাদের মনে আজও দাগ কেটে আছে—"বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত বারতে/ করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে/ দীন যে দীনের বন্ধু......../ যে জন আশ্রয় লয় সুবর্ণ চরণে,/ সেই জানে কত গুণ ধরে কত মতে /গিরীশ"

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর এখ কবিতায় বলেছেন

নিঃশ্ব হয়ে বিশ্বে এলে, দয়ার অবতার।

কোথাও তবু নোয়াওনি শির জীবনে একবার।

দয়ার স্নেহে ক্ষুদ্র দেহে বিশাল পারাবার,

সাম্য মূর্তি তেজের স্ফূর্তি চিত্ত মৎকার"।

১৮৯১ সালে ২৯ জুলাই বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পরের দিন কবি ও গল্পকার মানকুমারী বসু লিখেছেন "লোকে যত বিশ্বস করিতে চাইতেছে বিদ্যাসাগর মহাশয় এ জগতে নাই, তিনি ততই যেন অসংখ্য মূর্তি ধরিয়া ভয়ার্তকে অভয় দিতেছেন। শোকার্তকে সান্ত্বনা দিতেছেন, সকল ব্যথিতের হাত দিয়া—সেই স্নেহমাখা হাত দিয়া মুছিয়া দিতেছেন। তাই বলিতেছে,রাম মরিতে জানে, শংকর মরিতে জানে, তাহাদের মতো শত সহস্র প্রাণী নিত্যই মরিয়া থাকে, বুঝি বা কত বিদ্যাবিনোদ, বিদ্যাবাগীশেরাও মরিতে পারেন, কিন্তু আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদের গরিবের দাঁড়াইবার অবলম্বন, দীনহীনের প্রতিপালক, অনাথের ভরসা সত্য ন্যায়ের অবতার, করুণার পূর্ব আদর্শ, জগতের দেবদূর্লভ রত্ন আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়—যিনি চিরদিন আমাদের সকলের মঙ্গলের জন্য খাটিয়াছেন,যিনি মৃত্যুর শেষ মুহূর্তে আমাদের মঙ্গল চিন্তা করিয়াছেন, যিনি অসহনীয় অকৃতজ্ঞতা ও পৈশাচিক কৃতঘ্নতাকে অনায়াসে পদদলিত করিয়াছেন........"।

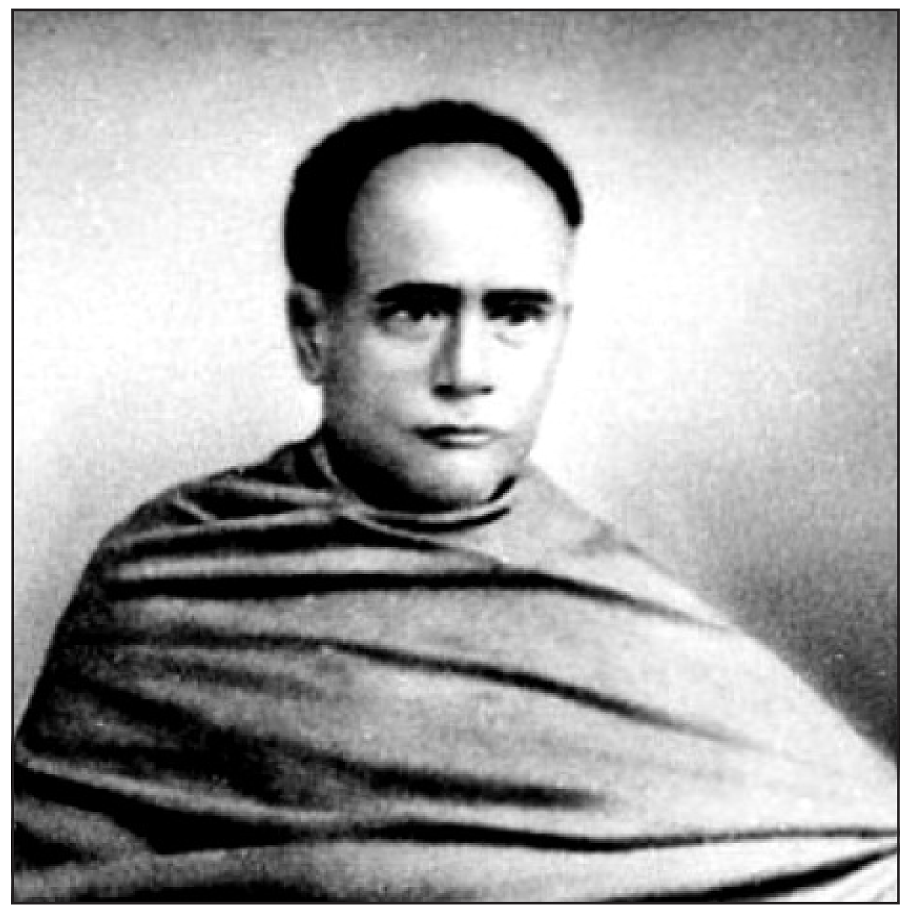

গান্ধিজি বলেছেন, "ঈশ্বচন্দ্র শুধুমাত্র বিদ্যাসাগর ছিলে না তিনি ছিলেন করুণার সাগর, উদারতার সাগর, সেই সঙ্গে আরও অনেক গুণের সাগর। যে সমস্ত বাল কাজ তিনি করেছেন, সেখানে উচ্চ নীচ এমন ভেদাভেদ তিনি করেননি। আদর্শের জন্য বিদ্যাসাগর সারাজীবন কী ঘরে কী বাইরে সবজায়গায় ছিলেন আপসহীন। তদানীন্তন মেট্রোপলিটন কলেজের অধ্যক্ষ নিজের জামাইকে আর্থিক তছরুপের জন্য শুধু ভৎর্সনাই করেননি, তাঁকে কলেজ থেকে বরখাস্ত করে দিয়েছিলেন। এ কাজটি সেই মানুষই করতে পারেন যিনি বলেন, যে ব্যক্তি যে দেশে জন্মগ্রণ করে, সে দেশের হিতসাধনে সাধ্যানুসারে সচেষ্ট ও যত্নবান হওযা তাহার পরমধর্ম ও তাহার জীবনের সর্বপ্রধান কর্ম।

কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মনোমালিন্য হলে তোয়াজ করে পদ আঁকড়ে থাকার চেয়ে ইস্তফা দিতে তিনি চাইবেন তো। এ ব্যাপারে গান্ধিজির এক কথা স্মরণ করা যায়—"স্বাধীনচেতা চরিত্রের মানুষ হওয়ায় তিনি পাবলিক ইনসস্ট্রাকশন বিভাগের ডাইরেক্টরের পদে আপস করতে পারেননি এবং পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন। বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার ফ্রেডেরিক হ্যালিডে তাঁকে ডেকে পদত্যাগপত্র ফিরিয়ে নেওয়ার অনুরোধ করলে বিদ্যাসাগর তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। চাকরি ছেড়ে দেওয়ার পণই তাঁর মহত্ব ও মানবিকতার যথার্থ প্রকাশ ঘটে।

অর্থনীতি ও ইতিহাসের গবেষক রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন বিদ্যাসাগর মহাশয় সামাজিক উন্নতিসাধনে কৃতসংকল্প হইলেন। নির্জীব জাতির সামাজিক উন্নতির সাধন করা কত কষ্টসাধ্য, তাহা আমরা অদ্যাবধি পদে পদে দেখিতে পাইতেছে। অদ্যাবধি যদি কুসংস্কারের এরূপ বল থাকে, তাহা হইলে ত্রিংশৎ বৎসর পূর্বে ইহার কিরুপ বল ছিল সহজেই অনুভব করা যায়। সামান্য লোক এরূপ অবস্থায় হতাশ হইত, কৃতসংসকল্প ঈশ্বরচন্দ্র হতাশ হইবার লোক ছিলেন না। একদিকে স্বার্থপরতা জড়তা, মূর্খতা ও ভণ্ডামি, অন্যদিকে বিদ্যাসাগর। একদিকে বিধবাদিগের উপর সমাজের অত্যাচার পুরুষের হৃদয়শূন্যতা নির্জীব জাতির নিশচয়তা অন্যদিকে বিদ্যাসাগ। একদিকে বিধবাদিগের উপর সমাজের অত্যাচার পুরুষের হৃদয়শূন্যতা, নির্জীব জাতির নিশ্চলতা অন্যদিকে ঈশ্বচন্দ্র বিদ্যাসাগর। একদিকে শত শত বৎসরের কুসংস্কার ও কুকীর্তির বল, উপকর্মের উৎপীড়ন অপ্রকৃত হিন্দু গুণ্ডমূর্খ ও স্বার্থপর ভট্টাচার্যদিকের মত, অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। একদিকে নির্জীব নিশ্চল, তেজহীন বঙ্গসমাজ---অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

বিদ্যাসাগরের আত্মমর্যাদাবোধ ছিল অত্যন্ত গবীর। কার সাহসের সঙ্গে ঘটনাটা আমরা সবাই জানি। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ কার সাহেবের সঙ্গে বিদ্যাসাগর দেখা করতে গিয়ে দেখেন কার সাহেব বুট জুতো পরা পা দু'টি টেবিলের উপর তুলে বসে আছেন। বিদ্যাসাগরকে দেখা পা না নামিয়ে বসতে ইঙ্গিত করলেন পা দিয়েই। সেদিন বিদ্যাসাগর কোনো প্রতিবাদ না করেই কাজ সেরে চলে এলেন। আবার কোনো এক কারণে সংস্কৃত কলেজ বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কার সাহেব দেখা করতে এলেন। কার সাহেব বিদ্যাসাগরের ঘরে প্রবেশ করতেই বিদ্যাসাগর চটিজুতো পরা অবস্থায় পা দু'টি টেবিলে তুলে দিলেন একইভাবে কার সাহেবকে বসতে ইঙ্গিত করলেন। কার সাহেব অপমানিত বোধ করে ওপরমহলে বিদ্যাসগরের নামে নালিশ করেন এবং তদনুসারে বিদ্যাসগরের কাছে ব্যাখ্যা চাওয়া হয়। তার উত্তরে তিনি লেখেন, আমি ভেবেছিলাম যে আমরা নেটিভরা হলাম এক অসভ্য জাতি, একজন ভদ্র অতিথিকে ভালো করে অভ্যর্থনা করতে জানি না। যে ব্যবহারের জন্য মাননীয় কার সাহেব অভিযোগ করেছেন, তা আমি ওই ভদ্রলোকের কাছ থেকেই শিখেছিলাম কিছুদিন আগে,যখন আমি ওঁর কামরায় সাক্ষৎ করতে গিয়েছিলাম। একজন সুশিক্ষিত সুসভ্য ইউরোপিয়ানের কাছে এইভাবে আমি ভদ্র ব্যবহারের ধারণা পেলাম। তিনি যেমন ব্যবহার করেছিলেন আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে সেই ব্যবহারই তাঁর সঙ্গে করেছি।

শিক্ষাবিদ ও সমাজ সংস্কার শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন, তিনি কখনো আত্মমর্যাদা ভোলেন নাই। কখনো সামান্য স্বার্থের অনুরোধে অপমান সহ্য করেন নাই। ধনী বা পদস্থ লোকের তোষামোদ করা তাঁহার কুষ্ঠিতে লেখা নাই। জগদীশ্বর খাঁটি ইস্পাতে তাঁহাকে নির্মাণ করিয়াছেন, তিনি ভাঙবেন তবু নত হইবেন না। ইহাকেই তো বলে মানুষ। নতুনবা ধনীর দ্বারে তোষামোদ দ্বারা জীবনধারণা করা তো শৃগাল কুকুরের কাজ। এই গুণে এই মহাপুরুষকে আমরা এত ভালবাসি। আমাদের ভারতবর্ষে এমন রাজ্য নাই যাহার অপেক্ষা ওই দরিদ্রের সন্তান বিদ্যাসাগর বড়লোক নহের। যে স্ব কর্তব্য সাধনে সাহাসী সেই মানুষকুলের রাজা। আমাদের বিদ্যাসাগর এই হিসাবে একজন বড় রাজা।

নিবেদিতার লেখা বিদ্যাসাগরের প্রতি বিবেকানন্দের শ্রদ্ধা কতটা ছিল তা জানা যায়। মৃত্যুর দুই দিন আগে বিবেকানন্দ বলেছিলেন রামকৃষ্ণের পরে বিদ্যাসাগরকে গুরুদেব বলে তিনি অনুসরণ করতেন।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বাংলার বাঘ বলেসুপরিচিত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কথায় বিদ্যাসাগর মহাশয় অতি সরল ও সাধারণ মানুষ ছিলেন অথচ জীবনের সর্বক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন অসাধাণর। তাঁহার ব্যক্তিত্ব চরিত্র, জ্ঞান, বিদ্যা, শিক্ত, সাহস ও গঠনশক্তি ছিল অসাধারণ। সর্ববিষয়েই তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা তাঁহার জীবনের অতি শুদ্র কার্যটির মধ্য দিয়াও তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি কর্ম ছিলেন, কল্পনাবিলাসী ছিলেন না। তাঁহার দৃষ্টি শুধু সম্মুখেই ছিল না, উহা সুদূর পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। তিনি আরো বলেছেন বিদ্যাসাগর এই কথাটি আমার কাছে একজন মানুষের নামমাত্র নয়, ইহা আমার নিকট একটি মন্ত্রস্বরূপ।বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবন আমার নিকট একটি জ্যোতির্ময় অশোকস্তম্ভ স্বরূপ। মনুষ্যত্বের সাধনায় ইহজীবনে যদি কেহ সিদ্ধিলাভ করিতে চাহে, তাহার পক্ষে এই একটি মাত্র অমোঘ মন্ত্র আছে। বিদ্যাসাগর এই কথাটি উচ্চারণেই পূণ্য। তাঁহারই আদর্শকে অনুসরণ করিয়া আমার জীবন অনেকখানি বিকশিত হইয়াছে। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

মঙ্গলবার থেকে শহরে মিলবে পদ্মার ইলিশ শেখ হাসিনা সরকারের পুজোর উপহার

কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স) : দুর্গাপুজোর আগেই পশ্চিমবঙ্গকে ইলিশ উপহার দিচ্ছে বাংলাদেশের শেখ হাসিনার সরকার। বাংলাদেশ থেকে এ রাজ্যে আসছে দু'হাজার আশি মেট্রিক টন ইলিশ। ধাপে ধাপে ওই ইলিশ এ রাজ্যে এসে পৌঁছবে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রক। এ নিয়ে সোমবার একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে ঢাকার সচিবালয়। আগামী ১০ অক্টোবর পর্যন্ত ইলিশ রফতানি করা যাবে বলে জানিয়েছে হাসিনা সরকার।

বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রকের তরফে ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আসন্ন দুর্গাপুজো উপলক্ষে ভারতে ইলিশ রফতানিতে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ৫২টি বাণিজ্যিক সংস্থা ৪০ মেট্রিক টন করে ইলিশ রফতানির অনুমোদন পেয়েছে। ধাপে ধাপে ওই ইলিশ সীমান্ত পেরিয়ে এ রাজ্যের বাজারে এসে পৌঁছবে। মঙ্গলবার থেকেই ওই ইলিশ পৌঁছতে পারে কলকাতার ক্রেতাদের হাতে।

বাংলাদেশ থেকে পদ্মার ওই বিপুল পরিমাণ ইলিশ এ রাজ্যে আসার খবরে স্বাভাবিক ভাবেই খুশি বাঙালি। তবে ওই ইলিশের দাম নাগালের মধ্যে থাকবে কি না তা নিয়েও প্রশ্ন তৈরি হয়েছে।

বাংলাদেশে পাক গোয়েন্দা সংস্থার তৎপরতা বৃদ্ধি! শঙ্কিত বুদ্ধিজীবী মহল

কিশোর সরকার

ঢাকা, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): খুব বেশি দিন হয়নি আফগানিস্তান নিজেদের দখলে নিয়েছে তালিবানরা। আফগানিস্তান তালিবানের দখলে চলে যাওয়ার পর থেকেই, এবার বাংলাদেশে তৎপরতা বাড়িয়েছে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই, এমনটাই মনে করছেন বাংলাদেশের বিশিষ্টজন, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীদের। বাংলাদেশে আইএসআই-এর তৎপরতা বৃদ্ধিতে শঙ্কিত সকলেই। বিশিষ্টদের মতে, বাংলাদেশ-সহ অন্যান্য প্রতিবেশী দেশে পাকিস্তান নিজেদের প্রভাব বাড়াতে "ইসলামপন্থী" দলগুলিকে কাজে লাগাতে চাইছে। স্বাভাবিকভাবেই নতুন জীবন পেয়েছে বাংলাদেশের বিএনপি, জামাত-সহ ইসলামপন্থী দলগুলি। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, আইএসআই নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করছে। ৭১-এর ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি তথা লেখক ও সাংবাদিক শাহরিয়র কবির বলেছেন, 'আইএসআই সরাসরি বাংলাদেশের জঙ্গি সংগঠনগুলিকে মদত দিচ্ছে। পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই-এর সহায়তায় তালিবান আফগানিস্তান দখলের পরে, এখন বাংলাদেশ দখলের কাজ করছে ইসলামপন্থী দলগুলি।' শাহরিয়র কবিরের মতে, 'ঢাকায় পাকিস্তান হাইকমিশন বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল, নাগরিক সমাজ, শিক্ষাবিদ ও গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদের নিয়ে একাধিক হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ চালু করেছে। ইউটিউবের মাধ্যমে নানা ধরনের মিথ্যে তথ্য প্রচার করছে। মূলত আইএসআই নেপথ্যে থেকে ওই গ্রুপের মাধ্যমে ধর্মকে পুঁজি করে প্রতিনিয়ত নানা প্রচার চালাচ্ছে। পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থাটি কিছু স্বার্থপূরণের উদ্দেশ্যে ভুল তথ্য প্রচার করছে। অতীতেও আইএসআই বাংলাদেশের ভূখণ্ডকে ভারতের বিরুদ্ধে কাজে লাগানোর অপচেষ্টা করেছিল। মুম্বইয়ে তাজ হোটেলে হামলা, সেভেন সিস্টার্সে জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সরবরাহ সব কিছুই আইএসআই বাংলাদেশ থেকে পরিচালনা করেছে। বাংলাদেশের বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের ভিতরে থেকেও আইএসআই-এর হয়ে কাজ করার চেষ্টা চলছে। সরকারের মধ্যে কারা আইএসআই-এর সঙ্গে জড়িত তাদেরকে চিহ্নিত করতে না পারলে ভয়াবহ মূল্য দিতে হবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপক্ষের শক্তিকে।' শাহরিয়র কবির আরও বলেন, 'বিশেষ করে জঙ্গি---সম্পৃক্ততার অভিযোগে ২০১৫ সালে ঢাকায় পাকিস্তান হাইকমিশন থেকে দ্বিতীয় সচিব ফারিনা আরশাদ এবং ২০১৬ সালে জঙ্গি সংগঠন জেএমবি-র সঙ্গে লেনদেনের সময় আটক ভিসা কর্মকর্তা মাযহার খানকে প্রত্যাহারের পর আইএসআই নিজেদের লাগাম টেনে ধরেছিল। কিন্তু করোনাভাইরাস সংক্রমণের সময় আইএসআই এবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকেও কাজে লাগাচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের মতো আইএসআই এবার ঢাকায় বসে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে।'

আইএসআই-এর তৎপরতায় বৃদ্ধি প্রসঙ্গে বাংলাদেশের প্রখ্যাত সাংবাদিক লায়েকুজ্জামান বলেছেন, 'তালিবানকে ক্ষমতায় আনার পর আইএসআই এখন বাংলাদেশের আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে জঙ্গি সংগঠনগুলিকে মাঠে নামানোর তৎপরতা চালাতে চাইছে। বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পাকিস্তানী মানসিকতার লোকজনকে নিয়ে গ্রুপ করে তারা মতবিনিময় ও বার্তা আদান প্রদান করছে। এসব গ্রুপে বর্তমান সরকার বিরোধী লোকজন যুক্ত রয়েছেন। বিপুল পরিমান অর্থ খরচ করা হচ্ছে।' তিনি বলেন, 'আইএসআই সব সময় সক্রিয়। কিন্তু, তালিবান আফগান দখলের পর থেকে আরও বেশি সক্রিয় হয়ে উঠছে। আইএসআই তাদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য এবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের অবদান, পদ্মা সেতুর পিলারে ফেরির ধাক্কা লাগা, বিএসএফ-এর হাতে চোরাচালানীদের হতাহত, বাণিজ্য বৈসম্য, ফারাক্কা-তিস্তা বাঁধ ও ভারতে মুসলিমদের উপরে নির্যাতনের বিষয় নিয়ে মিথ্যে তথ্য প্রচার করছে।'

তিনি বলেন, 'গত মার্চে (২০২১) ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বাংলাদেশ সফরের সময় ইসলামপন্থী বিক্ষোভে মদত ও সংগঠিত করার সঙ্গে পাকিস্তানের নাম জড়িয়েছে। সন্ত্রাসী ও নৈরাজ্যবাদীদের যোগসাজশে রাজধানী ঢাকা-সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে নাশকতা চালানো হয়। ওই নাশকতায় পাকিস্তানের সম্পৃক্ততার বিষয়ে প্রচার রয়েছে। নাশকতার ওই ঘটনার তদন্তে হেফাজতে ইসলামের একাধিক নেতার সঙ্গে পাকিস্তানি জঙ্গি সংগঠনগুলির ঘনিষ্ঠ যোগসাজশের বিষয় প্রকাশ্যে এসেছে।'

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রাক্তন মিডিয়া উপদেষ্টা ইকবাল সোবহান চৌধুরী উদ্বেগ প্রকাশ করে জানিয়েছেন, করোনাভাইরাসের মতো মহামারী মোকাবিলায় গোটা বিশ্ব যখন হিমশিম খাচ্ছে, তখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মিথ্যে প্রচার উদ্বেগের। সম্মিলিতভাবে মহামারির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সময় যে কোনও ধরনের ভুল তথ্য, মিথ্যা তথ্যের প্রচার বন্ধুদেশগুলির মধ্যে দূরত্ব ও বিভাজন তৈরি করতে পারে, যা চূড়ান্তভাবে আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য মঙ্গলজনক নয়।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মহাকরণে মৎস্য দপ্তরের পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি ঃ নিজস্ব।

টিকাকরণ নিয়ে দায়িত্বজ্ঞানহীন ও হাস্যকর মন্তব্য করছে বিরোধীরা : জে পি নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): টিকাকরণ নিয়ে বিরোধীদের বিভিন্ন ধরনের মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। নাড্ডা বললেন, 'কোটি কোটি দেশবাসী যখন প্রধানমন্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে টিকাকরণ অভিযানকে সফল করতে চাইছেন, তখন বিগত এক বছর ধরে বিরোধীরা দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য করে চলেছেন।' নাড্ডার পরামর্শ, আত্ম-আত্মদর্শন করা উচিত বিরোধীদের।

সোমবার সকালে দিল্লি এইমস-এ একটি টিকাকরণ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য। বিরোধীদের তীব্র আক্রমণ করে নাড্ডা এদিন বলেছেন, 'কোটি কোটি দেশবাসী যখন প্রধানমন্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে টিকাকরণ অভিযানকে সফল করতে চাইছেন, তখন বিগত এক বছর ধরে বিরোধীরা দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য করছেন, নিজেদের মর্যাদা নিয়ে তাঁদের চিন্তা করা উচিত, অন্তর্দৃষ্টি এবং মনন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'গত ১৭ সেপ্টেম্বর ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন। ওই দিন টিকাকরণে রেকর্ড গড়েছিল ভারত। একদিনে টিকা দেওয়া হয়েছিল ২.৫ কোটির বেশি প্রাপককে। সে প্রসঙ্গে এদিন নাড্ডা বলেছেন, 'যে দিন ২.৫ কোটির বেশি প্রাপককে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছিল সে দিন বিরোধীরা নীরবতা পালন করেছে, বিগত এক বছর ধরে টিকাকরণ নিয়ে সমস্ত বিরোধী দলগুলি দায়িত্বজ্ঞানহীন ও হাস্যকর মন্তব্য করছে-এই দলগুলির আত্ম-আত্মদর্শন করা উচিত।'

''ভোট পরবর্তী হিংসা'' মামলায় সুপ্রিমকোর্টের রায় ২৮ সেপ্টেম্বর

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স) : ''ভোট পরবর্তী হিংসা'' নিয়ে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আর্জি জানিয়েছে রাজ্য সরকার। এই মামলায় শুনানি ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পিছিয়ে গেল। ওই দিনই মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হবে। আজ সোমবার জানিয়ে দিল সর্বোচ্চ আদালত।

এই মামলায় সিবিআইয়ের তদন্তের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে রাজ্য সরকার। গত ১৯ আগস্ট কলকাতা হাইকোর্টের বৃহত্তর বেঞ্চ ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসে খুন-ধর্ষণের মতো মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয়। চলতি মাসের গোড়ায় সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সর্বোচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয় রাজ্য। সুপ্রিমকোর্টে ''ভোট পরবর্তী হিংসা'' মামলার চূড়ান্ত নিস্পত্তি হবে ২৮ সেপ্টেম্বর।

উল্লেখ্য, ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের বৃহত্তর বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছিল, হত্যা, ধর্ষণ এবং মহিলাদের উপর গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে তদন্ত করবে সিবিআই। অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলির ক্ষেত্রে সিট গঠন করে তদন্ত করা হবে। ছ সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করেই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় রাজ্য।

ভুল করে সীমান্ত পেরোনোয় ১১ মাস বাংলাদেশের জেলে নবালিকা ও বধূ

নদিয়া, ২০ সেপ্টেম্বর(হি. স): ভুল করে দেশের সীমান্ত পেরিয়ে যাওয়ায় নাবালিকা মেয়ে ও গৃহবধূ গ্রেপ্তার হয়ে বাংলাদেশের জেলে। তাদের ফেরানোর জন্য মাসের পর মাস প্রশাসনের দরজায় ঘুরছেন নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জের বানপুর মাটিয়ারি পঞ্চায়েতের কুলোপাড়ার বাসিন্দা মনসুর আলি। রাজ্যের তরফে বিএসএফের মাধ্যমে তাঁদের ফেরানোর চেষ্টাও চলছে বলে জানা গিয়েছে।

কাঁটাতারের ওপারে ভারতের ভূখণ্ডেই রয়েছে কুলোপাড়া গ্রাম। স্থানীয় ও গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই গ্রামে স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে থাকেন পেশায় চাষি মনসুর আলি মন্ডল। চার মেয়ের মধ্যে তিন মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন মনসুর। ছোট মেয়ে শোভা খাতুন বানপুর হাইস্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্রী। প্রায় ১১ মাস আগে এক সন্ধ্যায় শোভা অসুস্থ হয়ে পড়ে। সাধারণত কুলোপাড়ার কেউ অসুস্থ হলে গেটে গিয়ে বিএসএফকে জানানো হয়। তারা কমান্ডারের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে গেট খুলে অসুস্থকে হাসপাতালে নিজেদের গাড়ি করে নিয়ে যায়। কিন্তু ওই ছাত্রীকে ''ভূতে ধরেছে'' বলে স্থানীয়রা ওঝার বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। মনসুরের স্ত্রী গোলে বিবি মন্ডল মেয়েকে নিয়ে পাশের গ্রাম গয়েশপুর সংলগ্ন বেনীপুর গ্রামে ওঝার বাড়িতে নিয়ে যান। কিন্তু তাঁরা খেয়াল করেননি, পাশাপাশি দু''টি গ্রাম হলেও দু''টি দেশ আলাদা। বাংলাদেশে ঢোকার বৈধ কোনও কাগজপত্র না থাকায় বিজিবি তাঁদের গ্রেপ্তার করে। ওই নাবালিকা ও গৃহবধূ বাংলাদেশের জেলে বন্দি। মনসুর কোনওভাবেই স্ত্রী ও মেয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছেন না। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। গত ১১ মাস ধরে প্রশাসনের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরছেন। কিন্তু স্ত্রী ও মেয়েকে ফেরাতে পারেননি।

বছর পঞ্চাশের মনসুর বলেন, ওদের সঙ্গে কোনওভাবে যোগাযোগ করতে পারছি না। কতদিন মেয়েকে দেখিনি।যেভাবেই হোক সরকার আমার মেয়ে ও স্ত্রীকে ফেরানোর ব্যবস্থা করুক। রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তরের এক কর্তা বলেন, এব্যাপারে গত দু''মাস আগে তদন্ত করা হয়েছে। ওই দু''জন ভারতীয় কিনা আমাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল।

আমাদের তরফ থেকে রাজ্যের স্পেশাল সেক্রেটারিকে গোটা বিষয়টি জানিয়ে চিঠি দেওয়া হয়। সেখান থেকে দু''জনকে বাংলাদেশ থেকে ফেরানোর বিষয়ে বলা হয়েছে। গোয়েন্দা সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, মা ও মেয়েকে নিয়ে আসার জন্য বিএসএফের দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের আইজিকে চিঠি দিয়েছে গোয়েন্দা দপ্তর। দ্রুত কাজ করার জন্য ফের চিঠি দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে। এব্যাপারে জেলার পুলিশ সুপার ঈশানী পাল বলেন, এটা আন্তর্জাতিক ব্যাপার। গোটা বিষয়টি ডিআইবি দেখছে। খুব শীঘ্রই যাতে বাংলাদেশ থেকে ওঁদের ফিরিয়ে আনা যায় আমরা সেই চেষ্টাই করছি।

শিশুদের স্কুলে পাঠাতে বাধ্য করতে পারি না'', স্কুল খোলার মামলা খারিজ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স) : দেশজুড়ে টিকাকরণ চলছে। তাই স্কুল খোলার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুক সরকার। সোমবার এই রায় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। দেশব্যাপী করোনাকালে বন্ধ থাকা স্কুল-কলেজ খোলার দাবিতে শীর্ষ আদালতে আবেদন করা হয়েছিল। এদিন সেই আবেদন খারিজ করে এহেন মন্তব্য করেন বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় এবং বিভি নাগারত্নার বেঞ্চ।

তাঁদের মন্তব্য, ''শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার সিদ্ধান্ত খুব জটিল উদ্যোগ। সরকারই সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিক। আমাদের এই বিষয়ে আইনি মতামত দেওয়া উচিত নয়।'' এই পর্যবেক্ষণের দিয়েই আবেদনকারী মামলা প্রত্যাহার করতে পরামর্শ দিয়েছে আদালত। ডিভিশন বেঞ্চের তরফে বিচারপতি চন্দ্রচূড় বলেছেন, ''আমি বলছি না এই আবেদন প্রচারের আলোয় আসার উদ্যোগ। কিন্তু শিশুদের এই বিষয়ে না টানাই ভালো। আমরা শিশুদের স্কুলে পাঠানোর জন্য বাধ্য করতে পারি না। তৃতীয় ঢেউ আসার একটা সম্ভাবনা রয়েছে। দেশব্যাপী টিকাকরণও চলছে।''

স্বাস্থ্যমন্ত্রকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৩০ হাজার ২৫৬ জন। একদিনে দেশে করোনায় মৃত্যু ২৯৫ জনের। স্বস্তি অ্যাক্টিভ কেসে। গত ৬ মাসে সর্বনিম্ন করোনা অ্যাক্টিভ কেস দেশে। স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, আপাতত দেশে করোনা অ্যাক্টিভ কেসের সংখ্যা কমে ৩ লক্ষ ১৮ হাজার।

নবান্নে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক বাবুল সুপ্রিয়র

কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পরদিনই ম্যারাথন সাংবাদিক বৈঠক করেছেন বাবুল সুপ্রিয়। জানিয়েছিলেন, সোমবার ''মমতা দি''র সঙ্গে দেখা হবে তাঁর। আর সেই মতোই কলকাতা শহর যখন জলের তলায় ডুবে রয়েছে, দ্বিতীয় হুগলি সেতু পেরিয়ে বাবুল সুপ্রিয় গেলেন নবান্নে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ডেরেক ও ব্রায়েন। একই সময়ে নবান্নে পৌঁছন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সৌজন্য বৈঠকের পর বাবুল সাংবাদিকদের বলেন, "দিদির সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। কথা বলে আমি খুশি। বাংলার মানুষের জন্য কাজ করব। ভরসা রাখার জন্য কৃতজ্ঞ। মন খুলে কাজ করতে পারব। গানও করতে পারব।"

রবিবার শহরের এক হোটেলের সাংবাদিক বৈঠক থেকে যুক্তি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন, উন্নয়নের স্বার্থে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঝালমুড়ি খেয়েছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবে। এবার একই কারণে দরকার হলে বিজেপি-র কোনও মন্ত্রীর সঙ্গে তিনি ধোকলা খেতেও তৈরি। সোমবার ঝালমুড়ি প্রসঙ্গে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে বাবুল বলেন, "দিদি বলেছেন, সব মুড়ি খেতে না। শহরের সাদা মুড়িতে ইউরিয়া মেশানো থাকে। গ্রামের মুড়ি খেতে বলেছেন।"

তৃণমূলে যোগ দিয়েই বাবুল বলেছিলেন, রাজনীতি থেকে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ভুল ছিল। তৃণমূলের তরফে তিনি যে প্রস্তাব পেয়ে ফের রাজনীতিতে পা রেখেছেন, তা অভাবনীয়। তবে, বাবুলের মতো ''ওজনদার''কে বিজেপির থেকে ছিনিয়ে এনে কোন দায়িত্ব দিতে চলেছে এ রাজ্যের শাসক দল, তা অবশ্য খোলসা করেননি এখনও পর্যন্ত আসানসোলের সাংসদ বাবুল। সোমবার তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য বৈঠকের পরেও বলেন, "আমি কী করব, তা বলার এক্তিয়ার আমার নেই।

দিদি যেভাবে বলবেন, সেভাবেই কাজ করব। যে গান গাইতে বলা হবে, সেই গানই গাইব। আমি তো পেশাদার শিল্পী ছিলাম।"

বুধবারই তিনি লোকসভার সাংসদ পদে ইস্তফা দিতে চলেছেন বলেই খবর। বাবুল নিজেও ইস্তফার কথা জোরের সঙ্গেই বলেছেন। তাই তৃণমূলে তাঁর দায়িত্ব কী হবে, তা নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে এখন প্রবল আলোড়ন।

ছত্তিশগড়ে আত্মঘাতী প্রাক্তন মন্ত্রী পকেট থেকে উদ্ধার সুইসাইড নোট

রায়পুর, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ছত্তিশগড়ের রাজনন্দগাঁও জেলায় অস্বাভাবিক মৃত্যু হল প্রাক্তন মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা রাজিন্দর পাল সিং ভাটিয়ার। রবিবার নিজের বাড়ি থেকেই ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয় প্রাক্তন মন্ত্রীর দেহ। তাঁর পকেট থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি সুইসাইড নোট। পুলিশ জানিয়েছে, ওই সুইসাইড নোটে তিনি উল্লেখ করেন, শারীরিক অসুস্থতার কারণেই আত্মঘাতী হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।

রাজনন্দগাঁও জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রজ্ঞা মেশরাম সোমবার জানিয়েছেন, 'আমরা জানতে পারি নিজের বাড়িতেই গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী রাজিন্দর পাল সিং ভাটিয়া। তাঁর পকেট থেকে একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার হয়েছে। ওই সুইসাইড নোটে তিনি উল্লেখ করেছেন, শারীরিক অসুস্থতার কারণেই আত্মঘাতী হয়েছেন তিনি।'

চলতি বছরের মার্চ মাসে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিলেন খুজ্জি আসনের তিন-বারের বিধায়ক রাজিন্দর পাল সিং ভাটিয়া। তারপর থেকেই শারীরিকভাবে অসুস্থ ছিলেন তিনি। রমন সিং সরকারের সময় মন্ত্রী ছিলেন তিনি। শরীরীক অসুস্থতার জন্যই নিজের জীবন শেষ করে দিলেন এই বিজেপি নেতা।

শাস্তির সর্বোচ্চ মেয়াদ জেলে কাটিয়েছেন এবার মুক্তি চেয়ে আদালতে সুদীপ্ত সেন

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স) : ইডি-র দায়ের করা মামলায় শাস্তির সর্বোচ্চ মেয়াদ এর মধ্যেই জেলে কাটিয়ে দিয়েছেন। এবার তাঁকে মুক্তি দেওয়া হোক। ইডি-র বিশেষ আদালতের দ্বারস্থ হলেন সারদা কর্তা সুদীপ্ত সেন। উল্লেখ্য, তিনি ২০১৩ সালের অক্টোবর নাগাদ গ্রেফতার হন। সেই থেকে তিনি জেলে। সুদীপ্ত সেন জানিয়েছেন, চিটফান্ড কাণ্ডে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। পিএমএলএ আইনের চার নম্বর ধারায় দায়ের হয়েছে মামলা। সেই ধারায় কারও সর্বোচ্চ সাজা হয় সাত বছর। এদিকে সুদীপ্ত সেন এর মধ্যেই সাত বছর ১১ মাস জেলে রয়েছে। তাই এবার মুক্তি চেয়ে আবেদন করলেন।

সারদা কর্তা আরও জানান, গ্রেফতার হওয়ার পরপরই জামিন পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু বন্ডের ৩০ হাজার টাকা তাঁর কাছে ছিল না। ফলে তখন দিতে পারেননি। এবার আদালতে তাঁর আবেদন, সেই অর্থ মুকুব করে তাকে মুক্তি দেওয়া হোক। সুদীপ্ত সেনের আবেদনটি গ্রহণ করেছে আদালত। ৪ অক্টোবর মামলার শুনানি।

২০২০ সালের ১ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে একটি চিঠি লিখেছিলেন তিনি। জানিয়েছিলেন, কোন কোন রাজনীতিক তাঁর থেকে কত কোটি টাকা নিয়েছেন। সেই তালিকায় নাম ছিল শুভেন্দু অধিকারী, মুকুল রায়, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরি, সিপিএম-র প্রাক্তন বিধায়ক সুজন চক্রবর্তী।

হাইলাকান্দিতে ডিএলএড-উত্তীর্ণ সার্টিফিকেট এবং টেট পরীক্ষায় পাশ করিয়ে দেওয়ার নামে সক্রিয় দুষ্টচক্র

হাইলাকান্দি (অসম), ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ফের দালালচক্র সক্রিয় হাইলাকান্দিতে! ডিএলএড-উত্তীর্ণ সার্টিফিকেট পাইয়ে দিতে এবং টেট পরীক্ষায় পাশ করিয়ে দেওয়ার নামে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে একটি দুষ্টচক্র।

সম্প্রতি অসম সরকার প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ রাজ্যের নিম্ন প্রাথমিক (এলপি) এবং উচ্চ প্রাথমিক (ইউপি) স্কুলসমূহে শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞাপন জারি করেছে। শিক্ষক যোগ্যতা পরীক্ষার (টেট) মাধ্যমে করা হবে শিক্ষক নিয়োগ। ইতিমধ্যে টেট পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করেছে শিক্ষা বিভাগ। তবে এলপি এবং ইউপি শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে আবেদনের জন্য আবেদনকারীকে অবশ্যই ডিপ্লোমা-ইন এলিমেনটারি অ্যাডুকেশন (ডিএলএড) উত্তীর্ণ হওয়া বাধ্যতামূলক বলে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন উল্লেখ করা হয়েছে।

এক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, একাংশ আবেদনকারী রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (এসসিইআরটি) থেকে ডিএলএড উত্তীর্ণ হতে পারেননি নতুবা ডিএলএড সার্টিফিকেট নেই। ফলে টেট পরীক্ষার জন্য আবেদন করতে পারছেন না। তবে দুর্নীতি, স্বজনপোষণের পীঠস্থান বলে খ্যাত প্রান্তিক জেলা হাইলাকান্দিতে এক শ্রেণির দালালচক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে এই ইস্যুতে। তথাকথিত শিক্ষার নামধারী এ সব একশ্রেণির দুষ্টচক্র তথা দালালচক্র ডিএলএড উত্তীর্ণ সার্টিফিকেট পাইয়ে দিতে রীতিমতো সক্রিয় হয়ে উঠেছে বলে একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গিয়েছে। আর এক্ষেত্রে নাম জড়িয়ে পড়েছে হাইলাকান্দির জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের (ডায়েট)।

এ সব দালালরা বেকার যুবক-যুবতীদের কাছ থেকে ন্যূনতম পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত সংগ্রহ করছে ডিএলএড উত্তীর্ণ সার্টিফিকেট পাইয়ে দেওয়ার নামে। একেবারে গ্যারান্টি সহকারে। আর এই সার্টিফিকেট নিয়ে টেট পরীক্ষায় আবেদন করা যাবে বলেও রীতিমতো গ্যারান্টি দিচ্ছে এই সকল দালালরা। পাওয়া গিয়েছে এমনও চাঞ্চল্যকর তথ্য।

তবে ঠিক কীভাবে এ সব সার্টিফিকেট ইস্যু করছে দালালরা? নির্ভয়যোগ্য সূত্রটি জানিয়েছে, গত ২০১৭-১৯ শিক্ষা বর্ষে সারা রাজ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছিল মুক্ত ও দূরশিক্ষার মাধ্যমে (ওডিএল) ডিএলএড। অসমের প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের অধীন গুয়াহাটির কাহিলিপাড়ায় অবস্থিত এসসিইআরটি কর্তৃপক্ষ চালু করেছিল দুই বছরের ডিএলএড (ওডিএল) কোর্স। হাইলাকান্দি জেলায়ও ডায়েট এবং বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিটিসি) ছাড়াও ছিল বেশ কয়টি ডিএলএড স্টাডি সেন্টার। ওই সব স্টাডি সেন্টার থেকে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীরা অবশ্যই দু বছরের ডিএলএড সার্টিফিকেট পেয়েছেন। তবে এমনও হয়েছে এ সব স্টাডি সেন্টারে একাংশ উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রী এখনও ডিএলএড সার্টিফিকেট সংগ্রহ করেননি নানা কারণে। তাছাড়া, একাংশ স্টাডি সেন্টারে অনেকটা অব্যবহৃত সার্টিফিকেট পড়েও রয়েছে। যারা কোনও কারণে নিজের সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে পারেননি অথবা অব্যবহৃত সার্টিফিকেট হুবহু স্ক্যান করে টেট পরীক্ষায় যারা আবেদন করছেন তাদের কাছে কমেও ত্রিশ হাজার টাকা থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকায় বিক্রি করছে এ সব দালালচক্র।

চোখ কপালে ওঠার মতো এমন চাঞ্চল্যকর তথ্য জানিয়েছে ওই সূত্রটি। আর এক্ষেত্রে হাইলাকান্দির জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের (ডায়েট) জড়িয়ে পড়ার অভিযোগ উঠেছে। সূত্রটি জানিয়েছে, ডায়েটের এক কর্মী এ কাজ অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে এ ব্যাপারে হাইলাকান্দি ডায়েটের অধ্যক্ষ খলিলুর রহমান বড়ভুইয়াঁ দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়েছেন, তাঁর ডায়েট থেকে কোনও সার্টিফিকেট ইস্যু করা হচ্ছে না। তাঁর ডায়েটে ২০১৭-১৯ শিক্ষাবর্ষে যারা ওডিএল ডিএলএড উত্তীর্ণ হয়েছিলেন তাঁরা সবাই সার্টিফিকেট সমঝে নিয়েছেন। আর হাইলাকান্দি ডায়েটের কোনও কর্মী এমন কাজে লিপ্ত হতে পারেন না বলে স্পষ্ট জানিয়ে অধ্যক্ষ বড়ভুইয়াঁ বলেন, তাঁর ডায়েট নিয়ে অহেতুক অপপ্রচার চালানো হচ্ছে।

তবে বিষয়টি জানতে গুয়াহাটির রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদের (এসসিইআরটি) যুগ্ম অধিকর্তা লক্ষ্মীনারায়ণ সানোয়ালের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করলেও তাঁকে না পাওয়া যায়নি।

এদিকে, শুধু যে ডিএলএড সার্টিফিকেট ইস্যু করেই ক্ষান্ত নন এ সব দালালরা। সূত্রটি জানিয়েছে, প্রাথমিক টেট পরীক্ষায় পাশ করিয়ে দেওয়ার নামেও সংগ্রহ করা হচ্ছে মোটা অঙ্কের টাকা। ন্যূনতম পঞ্চাশ হাজার টাকা থেকে এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত সংগ্রহ করছে এ সব দালালচক্র, টেট পরীক্ষায় পাশ করিয়ে দেওয়ার নামে। আর একাংশ ডিএলএড উত্তীর্ণ সহজসরল যুবক যুবতী এদের ফাঁদে পা ফেলে গাঁটের টাকা খোয়াচ্ছেন বলে জানা গিয়েছে। তবে এ সব দালালচক্রের বিরুদ্ধে জেলাশাসককে কঠোর হওয়ার আর্জি জানিয়েছে সচেতন মহল।

উল্লেখ্য, গত টেট পরীক্ষার আগেও ঠিক একইভাবেই হাইলাকান্দি জেলার দালালচক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছিল ডিএলএড উত্তীর্ণ সার্টিফিকেট পাইয়ে দিতে এবং টেট পরীক্ষায় পাশ করিয়ে দিতে।

হিন্দুস্থান সমাচার / অনীশ / সমীপ

বিধানসভায় গিয়ে মনোনয়ন জমা দিলেন সুস্মিতা দেব

কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : সোমবার সকালেই বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছিলেন রাজ্যসভার নির্বাচনে তাঁরা কোনও প্রার্থী দিচ্ছেন না। ফলে ওই আসনে তৃণমূল প্রার্থী সুস্মিতা দেব কার্যত বিনা লড়াইয়ে জিততে চলেছেন।

সোমবার বেলার দিকে তিনি রাজ্য বিধানসভায় গিয়ে নিজের মনোনয়নপত্র জমা করলেন। যদিও অন কোনও রাজনৈতিক দল ওই আসনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা না করে তবে আর ভোটাভুটি হবে না। আগামী ৪ অক্টোবর মানস ভুঁইয়ার ছেড়ে যাওয়া আসনে ভোট হওয়ার কথা। সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে ওই আসনে তৃণমূলের প্রার্থীই জিতে যাবেন। তাই বিজেপি প্রার্থী দিতে নারাজ।

সোমবারই রাজ্যসভায় মনোনয়ন দিলেন সুস্মিতা দেব। অসমের শিলচরের প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ সুস্মিতা সদ্য তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। তাঁকে দলনেত্রী দিল্লিতে পাঠিয়ে বিশেষ দায়িত্ব দিতে চাইছেন। কেন্দ্রে বিজেপি বিরোধী প্রধান মুখ হিসেবে তৃণমূল নেত্রীই সবচেয়ে এগিয়ে বলে দাবি তৃণমূলের। তাঁর নেতৃত্বে রাজনীতি করতেই অসমের জনপ্রিয় নেত্রী সুস্মিতা দেব তৃণমূলে যোগ দেন। তাঁকেই উত্তর পূর্বে অসম ও ত্রিপুরায় সংগঠন বিস্তারে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এবার রাজ্যসভার সাংসদ করে দলে তাঁর গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

কাছাড় জেলায় শিশুদের ওজন-ভিত্তিক পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রী বণ্টনের সূচনা জেলাশাসক জল্লির

শিলচর (অসম), ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : কাছাড় জেলায় শিশুদের ওজন ভিত্তিক পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রী বণ্টানের সূচনা করেছেন জেলাশাসক কীর্তি জল্লি। আজ সোমবার শিলচর শহরের ইটখোলাঘাটে তিন নম্বর ওয়ার্ডের ২৩ নম্বর ন্যায্যমূল্যের দোকানে পুষ্টিকর আহার সামগ্রী বণ্টনের সূচনা করেন জেলাসাসক।

শহর এলাকার সাতটি অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের সংশ্লিষ্ট কর্মী ও সহায়িকাদের হাতে জেলা সমাজ কল্যাণ বিভাগের ওয়েট বেজ নিউট্রিশন কর্মসূচির অন্তর্গত শিশু ও গর্ভবতী মহিলাদের পুষ্টিকর আহারের জন্য ৪৩ দিনের চাল সহ অন্যান্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। রাজ্য সরকারেরর নতুন করে ওয়েট বেজ নিউট্রিশন কর্মসূচির অন্তর্গত ন্যায্যমূল্যের দোকান থেকে কেজি প্রতি তিন টাকা মূল্যের চাল ক্রয় করার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে এই চাল বণ্টন করা হচ্ছে। ফলে শিশু ও গর্ভবতী মহিলাদের এভাবে চাল বিতরণ করার মাধ্যমে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের অর্থ সাশ্রয় করা সম্ভব। তাছাড়া সাশ্রয়কৃত টাকা দিয়ে শিশু ও গর্ভবতী মহিলাদের অন্যান্য স্থানীয় শাক-সবজি তথা পুষ্টিকর খাদ্যের যোগান দেওয়া সম্ভব হবে।

এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে জেলাশাসক কীর্তি জল্লি বলেন, এই কর্মসূচির মাধ্যমে উন্নতমানের চাল বিতরণ করা হবে। কেন্দ্রীয়ভাবে কেনা এই চাল পোষণ অভিযানের উদ্দেশ্য সফল করে তোলার পাশাপাশি কোভিড পরিস্থিতিতে শিশুদের অপুষ্টি থেকে মুক্তি পেতে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের মাধ্যমে শিশু ও গর্ভবতী মহিলাদের পোষণে যথেষ্ট সহায়ক হবে বলে মনে করেন জেলাশাসক। অনুষ্ঠানে প্রাসঙ্গিক বক্তব্য পেশ করেছেন জেলা সমাজ কল্যাণ আধিকারিক শাশ্বতী সোম।

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

ডেঙ্গু-এর প্রভাব বাড়ছে

ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া কিংবা ক্যান্সার জাতীয় কোন অসুখের উপসর্গ মাত্র। সিংহভাগ জ্বরই ভাইরাস সংক্রামিত এবং তা চিকিৎসা না করালেও ভাল হয়ে যায়। ভাইরাসবাহিত জ্বর সাধারণত ৫ থেকে ৮ দিন স্থায়ী হয়। ব্যাকটেরিয়া সংক্রমিত জ্বর সারাতে অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োজন হয়। সময়মতো কার্যকর অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা না করালে এ জ্বর দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। তবে জ্বর যদি ৩ সপ্তাহের চেয়ে বেশি স্থায়ী হয় তবে তাকে বলা হয় পি. ই উ. ও (পাইরেক্সিয়া অব আননোন অরিজিন)। জ্বরকে ইংরেজিতে পাইরেক্সিয়া বা ফিভার বলা হয়। যক্ষ্মা, কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, হৃদপিণ্ডের ভালভে প্রদাহ, শরীরের কোনো জায়গায় পুঁজ জমে যাওয়া, লিম্ব গ্র্যান্ড বা গ্রন্থির ক্যান্সার, লিউকেমিয়া কিংবা রক্তকণিকার ক্যান্সারের কারণে জ্বর ৩ সপ্তাহের চেয়েও বেশি স্থায়ী হতে পারে।

জ্বরের কোন সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নেই। তবে শরীরের তাপমাত্রা যদি ৯৯.৯ ডিগ্রি ফারেনহাইট (৩৭.৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড) এর বেশি হয় তাকে জ্বর বা ফিভার বলা হয়। সারাদিন রাতে মানুষের শরীরের তাপমাত্রা, কখনও স্থির থাকে না। সকালের দিকে তাপমাত্রা কিছটা কম থাকে এবং বিকাল চারটা থেকে সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে স্বাভাবিক মানুষের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পায়।

জ্বর মাপতে হয় থার্মোমিটার দিয়ে। সাধারণত মুখগহ্বর বা পায়ুপথে থার্মোমিটার রেখে জ্বরের তীব্রতা মাপা হয়। বগলে কখনো তাপমাত্রা মাপা উচিত নয়, কারণ বগলের তাপমাত্রা কখনো অন্তস্থ তাপমাত্রা সঠিকভাবে নির্দেশ করতে পারে না। মুখগহ্বরের তাপমাত্রা পায়ুপথের তাপমাত্রা থেকে ০.৭ ডিগ্রি ফারেনহাইট কম হয়।

জ্বরের কোনো নির্দিষ্ট চিকিৎসা নেই। বেশির ভাগ জ্বরেরই কারণ খুঁজে বের করা কঠিন। কারণ অজ্ঞাত থাকার জন্য চিকিৎসা নিয়েও বিভ্রান্তি । তবে জ্বর দীর্ঘস্থায়ী হলে বিস্তৃত ক্ষমতাসম্পন্ন অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করা যায়। জ্বর এ মাপের ও বেশি স্থায়ী হলে টিবি কিংবা কালাজ্বরের কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

ডেঙ্গু ঃ মাত্র ক'বছর আগেও বাংলাদেশে এই রোগটি ছিল অপরিচিত। কিন্তু এই ভাইরাস পরিবাহিত রোগটি ইদানীং সব মানুষের কাছে একটি আতঙ্ক হয়ে দেখা দিয়েছে। ডেঙ্গু একটি ভাইরাস সংক্রামিত রোগ। এ পর্যন্ত চার প্রকারের ভাইরাস শনাক্ত করা হয়েছে। এগুলো হলো ডেন ১, ২, ৩ ও ৪। এডিস অ্যাজেপটি নামের এক প্রকার মশার কামড় থেকে এ রোগটি বিস্তৃতি লাভ করে। এ রোগের সুপ্তিকাল ২-৭ দিন।

উপসর্গ অনুযায়ী ডেঙ্গুকে তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়। * উপসর্গবিহীন ডেঙ্গু জ্বর, * ডেঙ্গু ফিভার, * ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভার।

এই তিনটি পর্বের মধ্যে ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভার হলো সবচেয়ে মারাত্মক। এর থেকে রোগীর মৃত্যুও ঘটতে পারে। হিমোরেজ কথার অর্থ হলো রক্তক্ষরণ। প্রথম পর্বের ডেঙ্গুতে তেমন কোন উপসর্গই থাকে না। রোগী বুঝতেই পারে না, তখন যে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হলো আর কখনইবা রোগটি ভাল হয়ে গেল।

ডেঙ্গু ফিভার ঃ জ্বর দিয়ে এই পর্বের ডেঙ্গু প্রথম শুরু হয়। জ্বরের সাথে যেসব উপসর্গ দেখা দেয় সেগুলো হলো ঃ * মাথা ব্যথা, * শরীর ব্যথা, * ত্বকের মধ্যে লালচে ফুস্কুরি ওঠা * চোখের পেছনে ব্যথা।

এই অসুখে রক্তের শ্বেতকণিকা এবং প্ল্যাটিলেট বা অণুচক্রিকার সংখ্যা কমে দেয়। তাই অনেক সময় ডেঙ্গুকে ব্রেক বোন ফিভার বা হাড়ভাঙা জ্বর বলা হয়। অনেক সময় ডেঙ্গুতে দুই বার রোগীর জ্বর হতে পারে। দেখা গেল মাঝখানের দু'তিন দিন রোগীর কোন জ্বরই নেই। সাধারণত চতুর্থ এবং পঞ্চম দিন অনেক রোগীর দেহের তাপমাত্রা স্বাভাবিক হয়ে যায়। এরপর ষষ্ঠ কিংবা সপ্তম দিন থেকে দেহের তাপমাত্রা দ্বিতীয় বারের মতো আবার বাড়তে শুরু করে। ডেঙ্গু জ্বর একদম ভাল হয়ে যাওয়ার পরও রোগী পরবর্তী দু'তিন সপ্তাহ অতিরিক্ত অবসাদে ভুগে থাকে।

ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিচার ঃ ডেঙ্গু জ্বরের উপসর্গের সাথে ত্বকের নিচে রক্তপাত, নাক অথবা দাঁতের মাড়ি দিয়ে রক্তপাত অথবা পাকস্থলি থেকে রক্তপাত হলে তাকে হিমোরেজিক ডেঙ্গু বলা হয়। এসব রোগীর হাতে ব্লাড প্রেসার মাপার সময়, যদি প্রেসার বাড়িয়ে বস্তুটি পাঁচ মিনিট যথাস্থানে রেখে দেওয়া হয় তবে ত্বকের নিচে তাৎক্ষণিকভাবে ছোট ছোট রক্তপাত দৃশ্যমান হয়। এটি রোগ শনাক্তকরণের একটি পদ্ধতি। একে বলাহয় পজেটিভ টরনিকুয়েট টেস্ট। এছাড়া ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভারে রক্তে প্ল্যাটিলেট বা অণুচক্রিকার সংখ্যা এক লাখের নিচে নেমে যায়। স্বাভাবিক একজন মানুষের রক্তে দেড় থেকে তিন লাখের মতো অণুচক্রিকা থাকে। ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভারের আরেকটি জটিলতা হলো রক্তনালি থেকে রক্তের জলীয় অংশ বা প্লাজমা টিস্যুতে বের হয়ে আসা। এতে শরীরের বিভিন্ন স্থানে যেমন বুক বা পেটে জল জমে যেতে পারে। প্লাজমা স্বল্পতার জন্য রক্তের ঘনত্ব বেড়ে যায়। রক্তকণিকার আপেক্ষিক ঘনত্ব বেড়ে যাওয়াকে বলা হয় হাই হিমাটোক্রিট। ডেঙ্গু হিমোরেজিক কিভাবে সাধারণত হিমাটোক্রিট স্বাভাবিকের চেয়ে ২০ শতাংশ বেড়ে যায়।

ডেঙ্গু শক সিনড্রোম ঃ ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভারের সাথে রোগীর যদি নিম্নলিখিত উপসর্গগুলো থাকে তবে তাকে বলা হয় ডেঙ্গু শক সিনড্রোম। এটি হলে ডেঙ্গু রোগীর সবচেয়ে মারাত্মক লক্ষণ। যেসব উপসর্গগুলো দেখলে বুঝা যায় রোগীর ডেঙ্গু শক বা অভিঘাত হয়েছে সেগুলো হলো ঃ * অস্থিরতা, * দ্রুত এবং দুর্বল নাড়ি গতি * রক্তচাপের সিস্টোলিপ ও ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেসারের ব্যবধান যদি ২০ মিলিমিটার অব মারকারির চেয়ে কমে যায়। সাধারণত এ ব্যবধান ৪০ মিলিমিটার অব মারকারির মতো হয়ে থাকে। * হাত-পা যদি ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ডেঙ্গু রোগের তিনটি ধাপ রয়েছে। এগুলো হলো ঃ * ফেবরাইল বা জ্বরকালীন সময় --- ১-৭ দিন, * অ্যাফেবরাইল ফেইস বা জ্বর সেরে যাওয়ার অব্যাহতি সময় ২-৩ দিন, * কনভ্যালেসেন্ট ফেইস বা রোগমুক্তিকাল-৭-১০ দিন।এই তিনটি ধাপের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক সময় হলো দ্বিতীয় ধাপ বা অ্যাফেবরাইল ফেইস। জ্বর ভাল হয়ে যাওয়ার পর দুতিনদিন এই স্তরটি স্থায়ী হয়। ডেঙ্গু জ্বরের প্রায় সব রকমের জটিলতা এই সময়টিতে শুরু হয় এবং তা কখনো কখনো রোগীর মৃত্যু ডেকে আনতে পারে। ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভারকে ৪টি গ্রেডে ভাগ করা হয়। গ্রেড-১ ঃ এই পর্যায়ে রোগীর জ্বরের সাথে মাথাব্যথা, শরীর ব্যথা, চোখ ব্যথা এবং শরীরে ফুস্কুরি দেখা দেয়। রক্তে প্ল্যাটিলেটের সংখ্যা এক লাখের নিচে নেমে যায়। গ্রেড -২ ঃ গ্রেড ওয়ানের উপসর্গগুলোর সাথে যদি রক্তপাত দৃশ্যমান হয় তবে তাকে বলা হয় গ্রেড টু ডেঙ্গু জ্বর। গ্রেড -৩ ঃ এ পর্যায়ে রোগীর নাড়ি গতি চঞ্চল হয় এবং ব্লাড প্রেসার কমে যায়।

স্মরণ শক্তি বাড়ানোর কিছু বৈজ্ঞানিক কৌশল

আমরা অনেক সময় অনেক কিছু মনে রাখতে পারি না, ভুলে যাই। বিশেষ করে বাজারে গেলে বা কোনো কিছু কিনতে গেলে এমন ঘটনা প্রায়শই ঘটে থাকে। কারো ক্ষেত্রে কম, কারো ক্ষেত্রে বেশি। সবার মনে রাখার ক্ষমতা বা স্মরণশক্তি এক রকম থাকে না। আমরা গ্রিক বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে এ তথ্য পাই যে মানুষের মস্তিষ্কের ১৪ বিলিয়ন স্নায়ুকোষ একে অপরের সাথে সংযুক্ত হয়ে একটা ইলেকট্রো কেমিক্যাল চক্র তৈরি করে, একে এনগ্রাম বলে। প্রতিটা এনগ্রাম এর পথই হল স্মরণশক্তি। জেনেটিক বিজ্ঞানীরা বলেন, পিতামাতার স্মরণশক্তি বা মেধাশক্তি বেশি থাকলে সন্তানরাও সে রকম হয়। এজন্য স্মরণশক্তির বংশগতির বৈশিষ্ট্যের একক জিনের ওপর শতকরা ৬০ ভাগ নির্ভরশীল। বাকি ৪০ ভাগগ পরিবেশ, পুষ্টিকর খাদ্য ও মস্তিষ্কের চর্চার ওপর নির্ভর করে। গবেষকদের মতে, কোনো শিশু কম বুদ্ধি বা কম স্মরণশক্তিসম্পন্ন জিন বহন করলেও ভালো পরিবেশের কল্যাণে বালো বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পারে। সুতরাং সহায়ক পরিবেশ পেলে এবং মস্তিষ্কের কিছু চর্চা করলে স্মরণশক্তি বাড়ানো সম্ভব। জেনে নিন স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করার কিছু কৌশল।

আয়ুর্বেদিক উপায় —
প্রাচীন আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় স্মরণশক্তি বৃদ্ধির বেশ কিছু উপায় রয়েছে। যেমন কচি বেলপাতা খাঁটি ঘিয়ে ভেজে খেলে স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়। আবার ব্রাহ্মী শাক এমন একটি ভেষজ উপাদান, যা স্মরণশক্তি বৃদ্ধির নানা ওষুধ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
মস্তিষ্ককে সজীব করার একটি আয়ুর্বেদিক উপায় হল দশটি কাঠ বাদাম, দুটি ছোট সাদা এলাচ, দুটি শুকনো খেজুর একটি মাটির পাত্রে আগের দিন জলে ভিজিয়ে রাখুন। পরের দিন সকালে বাদামের খোসা ছাড়িয়ে, এলাচের দানা বের করে শুকনো খেজুরের বিচি বের করে এক সাথে ৩০ গ্রাম চিনির সাথে মিহি করে বেটে নিতে হবে। এি মিশ্রণ ২৫ গ্রাম মাখনের সাথে মিশিয়ে প্রতিদিন খেলে মস্তিষ্ক সজীব থাকে এবং স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়।

ব্যায়াম করুন --- জানেন কি নিয়মিত ব্যায়াম স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে? বিশেষ করে অ্যারোবিকস ব্যায়াম এক্ষেত্রে বেশি সহায়ক। তালে তালে নির্দিষ্টভাবে ব্যায়াম করতে হয় বলে তা মস্তিষ্কের চর্চারও কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পদ্ধতি মেনে রাখতে মস্তিষ্ক চাপ প্রয়োগ হ য়।
ফলে স্মরণশক্তি স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পায়। আবার যোগব্যায়ামও স্মরণশক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। যোগব্যায়ামের কিছু আসনে মস্তিষ্ক পূর্ণ বিশ্রাম পায়। ফলে মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং মনে রাখার ক্ষমতা বেড়ে যায়।

পুষ্টিকর খাবার খান —
পুষ্টিকর খাবার স্মরণশক্তি বৃদ্ধিতে অনেকাংশে সাহায্য করে। মাতৃগর্ভে থাকার সময় শিশুর মস্তিষ্ক গঠনে বিশেষ কিছু উপাদানের প্রয়োজন হয়. গর্ভবতী মা যদি পুষ্টিকর খাবার খান তাহলে মস্তিষ্ক যথাযথভাবে গঠিত হয়। আমিষ ও স্নেহজাতীয় খাবার এব্যাপারে সাহায্য করে। সয়াবিন, দুধ, যকৃত, বাদাম, মাখন ইত্যাদিতে রয়েছে বিশেষ উপাদান কোলিন। সাইনাপসে তথ্য আদান প্রদানের অন্যতম মাধ্যম হচ্চে কোলিন। কাবার থেকে এই উপাদান পাওয়া যায় ব লে স্মরণশক্তি বৃদ্ধিতে পুষ্টিকর খাবারের যথেষ্ট অবদান রয়েছে।

মনোযোগ দিন — কোনো বিষয় মনোযোগ দিয়ে শিখলে বিষয়টি মনে রাখা সহজ হয়। তাই কোনো পড়া বা কাজ শেখার সময় যথেষ্ট মনোযোগ দিন। মনোযোগ একটি মানসিক প্রক্রিয়া। তাই এর চর্চা করলে সহজেই স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করা সম্ভব। মস্তিষ্ককে বিশ্রাম দিন — মস্তিষ্কে চাপ প্রয়োগ করে বা জোর করে মনে করার চেষ্টা করার পরও যদি কিছু মনে না প ড়ে তাহলে মস্তিষ্কে কিছুক্ষণ বিশ্রাম দিন। অন্য কিছু ভাবুন বা ওই প্রসঙ্গ থেকে একেবারেই সরে আসুন। এতে কিছুক্ষণ পর প্রয়োজনীয় বিষয়টি নিজে থেকেই মনে পড়ে যাবে। কোনো কিছু স্মরণ করার জন্য এ পদ্ধতিটি বেশ কার্যকর।

শুনুন, পড়ুন এবং লিখুন --- কোনো কিছু শেখার সময় বিষয়টি অন্যের কাছ থেকে শুনলে মনে রাখা সহজ হয়। এ কারণেই ক্লাসে শিক্ষকের লেকচারশুনলে বি ষয়টি সহজেই আত্মস্থ করা যায় এবং মনে রাখা যায়। তাই কোনো কিছু পড়ার সময় জোরে জোরে কয়েকবার পড়ুন এতে মনে রাখা সহজ হবে। পড়ার পর তা লিখলে আমাদের মস্তিষ্ক তার একটি ছবি তৈরি করে ফেলে। ফলে বিষয়টি তুলনামূলক সহজে মনে পড়ে য তাই কোনো কিছু পড়ার পর তা লেখার অভ্যাস করুন।

রোগ নির্ণয়ে সংকোচ করবেন না

চিকিৎসকের কাছে কিছু গোপন করবেন না। তিনি আপনার প্রয়োজনীয় শারীরিক ও রক্ত পরীক্ষা করে বলে দেবেন এর কারণ। একাধিক রক্ত পরীক্ষার কথা চিকিৎসক বললে ঘাবড়ে যাবেন না। কারণ টেসটোসটেরন মাত্রা দিনভেদে বা একই দিনে সময়ভেদে তারতম্য ঘটে।

চিকিৎসক ও আপনি
চিকিৎসককে সব কিছু বলুন। হতে পারে যা আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে না, সেটাই চিকিৎসকের কাছে একটি জরুরি তথ্য। আপনার অতীত ও বর্তমানের সব রোগের কথা বলুন। শৈশবের কোনো রোগ যেমন মাম্পস আপনার আজকের এ অবস্থার জন্য দায়ী হতে পারে। যে সব ওষুধ যা ইদানীং খেয়েছেন তা জানান। আপনার এ সমস্যা কোনো ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থেকে হতে পারে। পারিবারিক বা অন্তঃসম্পর্কের সমস্যা যেমন যৌন সমস্যা বা খিট খিটে মেজাজ ইত্যাদির কথা চিকিৎসককে বলুন।

জীবনে কোনো বড় পরিবর্তন এসে থাকলে তার কথা জানান। যেমন ডিভোর্স, বিয়ে ইত্যদি।
দাদা / দাদির বা নানা / নানির পরিবারের কোনো সদস্যের জেনেটিক সমস্যা থাকলে তা জানান।

মানসিক সমস্যায় ভুগলে তা খুলে বলুন। শারীরিক পরীক্ষা: লজ্জা পাবেন না। আপনি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন পেশাজীবীর সাহায্য নিচ্ছেন ভয়ের কিছঞ নেই। চিকিৎসকে আপনার দেহে লোম ও চুলের পরিমাণ দেখতে দিন।

স্তন, প্রোস্টেট পরীক্ষায় সহায়তা করুন। শুক্রাশয়ের আকার এবং

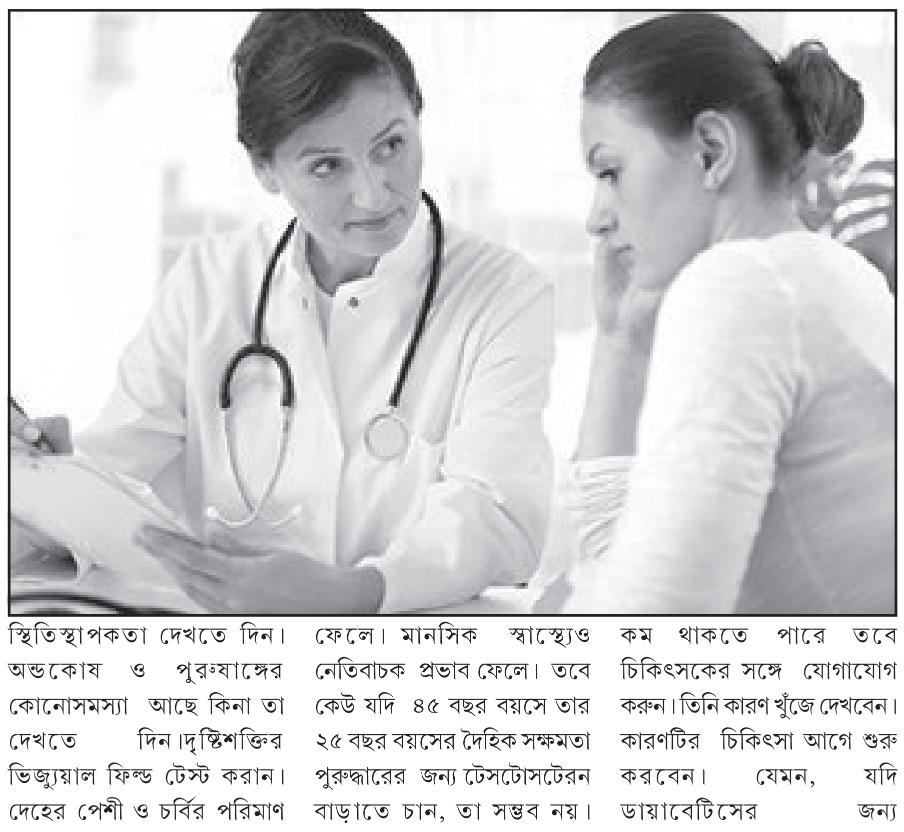

স্থিতিস্থাপকতা দেখতে দিন। অন্ডকোষ ও পুরুষাঙ্গের কোনোসমস্যা আছে কিনা তা দেখতে দিন।দৃষ্টিশক্তির ভিজ্যুয়াল ফিল্ড টেস্ট করান। দেহের পেশী ও চর্বির পরিমাণ দেখতে দিন। অন্যান্য যা যা চিকিৎসক চান সেভাবে তাকে আপনার দেহ পীক্ষা সহায়তা করুন।

চিকিৎসা না করালে যা হবে
সময়মতো উপযুক্ত চিকিৎসা না নিলে বন্ধ্যাত্ব, হৃদরোগের ঝুঁকি ও হাড়ের ক্ষয় হতে পারে। সেই সঙ্গে লক্ষ্মণসমুহের স্থায়ীত্ব তো বোনাস পাওনা। স্বাভাবিক টেসটোসটেরন যুক্ত পুরুষের তুলনায় কম টেসটোসটেরন যুক্ত পুরুষ ৩৩ শতাংশ বেশি মৃত্যু ঝুঁকির সম্মুখীন হন।
কম টেসটোসটেরনজনিত যৌন ইচ্ছা কমে যাওয়া, যৌন দুর্বলতা ও মানসিক পরিবর্তনগুলো বুঝতে পারেন না। যা পরবর্তীতে তাদের পেশীর পরিমাণ হ্রাস , হাড়ের ঘনত্ব কমিয়ে সার্বিক দৈহিক শক্তিমত্তায় বিরূপ প্রভাব ফেলে। মানসিক স্বাস্থ্যেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তবে কেউ যদি ৪৫ বছর বয়সে তার ২৫ বছর বয়সের দৈহিক সক্ষমতা পুরুদ্ধারের জন্য টেসটোসটেরন বাড়াতে চান, তা সম্ভব নয়। একইসঙ্গে রক্তে টেসটোসটেরন বাড়াবার ওষুধ প্রয়োজন ছাড়া ব্যবহার করা বিপদজ নক।

রক্তে কম টেসটোসটেরন, ঠিক কতটা কম? সমাজে এমন বহু পুরুষ আছেন যারা জানেন না তাদের রক্তে টেসটোসটেরন মাত্রা কম। এমনিতেই বৃদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের টেসটোটেরন মাত্রা কমতে থাকে। ৫০ বছরের ঊর্ধ্বে ৩০ শতাংশের পুরুষের রক্তে ২৫০ ন্যানোগ্রাম/ ডেসিলিটারের কম টেসটোসটেরন পাওয়া গেছে এক গবেষণায়। কম টেসটোসটেরন বলাতে তাই এর উপরের সীমা আছে ৩০০ ন্যানোগ্রাম / ডেসিলিটার। কিন্তু নিচের কোনো সীমা নেই।রক্তে টেসটোসটেরন কমলে যা করবেন উপরের লক্ষণগুলো দেখে যদি সন্দেহ করেন আপনার টেসটোসরেটন কম থাকতে পারে তবে চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তিনি কারণ খুঁজে দেখবেন। কারণটির চিকিৎসা আগে শুরু করবেন। যেমন, যদি ডায়াবেটিসের জন্য টেসটোসটেরন কমে গিয়ে থাকে, তবে প্রথমে ডায়াবেটিসের চিকিৎসাকে গুরুত্ব দেবেন। কাজেই চিকিৎসককে রক্তে টেসটোসটেরন বাড়ানোর ওষুধের জন্য পীড়াপীড়ি করবেন না। টেসটোসটেরন স্বল্পতার চিকিৎসার নীতিমালা প্রথমেই টেসটোসটেরন বাড়ানোর ওষুধ দেওয়া বিরোধী। আপনি চটকদার বিজ্ঞাপন বা বিভিন্ন হারবাল ওষুধের কথা প্রচার মাধ্যমে দেখতে পাবেন। কিন্তু মনে রাখবেন, এসব সহজলভ্য ওষুধের গুণগত মানের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল হয়নি। ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল যেকোনো ওষুধ সেবনকারীর স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। আপনার মূল্যবান যৌন জীবনের নিরাপত্তা ঝুঁকি নেবেন না।

ক্যালোরি গ্রহণ কমালে কি আয়ু বাড়বে?

ক্যালোরি গ্রহণের মাত্রা কমালে তা বার্ধক্যজনিত রোগ ব্যধির ঝুঁকি কমায়। এমনকি তা মানুষের আয়ু বাড়াতেও সহায়ক হতে পারে। সাম্প্রতিক এক গবেষণা থেকে এমন তথ্য জানা যায়।

গবেষকরা জানান, দুই বছরের জন্য দৈনিক ক্যালোরি গ্রহণের পর ১৫ শতাংশ কমিয়ে আনলে মানুষের পরিপাক ক্রিয়াও ধীরগতি লাভ করে। এর ফলে দেশের শক্তি অপচয় এবং অক্সিডেটিভ স্ট্রেস হ্রাস পায়। অক্সিডেটিভ স্ট্রেস প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই মূলত কোষ ধ্বংস হয়। আর এই ধীরগতিতে পরিপাক ক্রিয়া ও অক্সিডেটিভ স্ট্রেসহ হ্রাস ডায়াবেটিস ক্যানসারের মতো বিভিন্ন বার্ধক্যজনিত রোগের ঝুঁকিও কমাতে সহায়ক।

গবেষকরা ৫৩ জন পূর্ণবয়স্ক মানুষের উপর ক্যালোরির প্রভাব পরীক্ষা করেন। এদের প্রথমে দুই দলে ভাগ করা হয়। একদলকে স্বাভাবিক পরিমাণের ক্যালোরিগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়, অপর দলের জন্য ক্যালোরি গ্রহণেণ মাত্রা নির্দিষ্ট করে দেন গবেষকরা।

দুই বছর পর তাদের পরীক্ষাগারে হাজির করা হয়। দেখা যায়, যারা ক্যালোরি কম গ্রহণ করেছেন তারা গড়ে ২০ পাউন্ড করে ওজন হারিয়েছেন। তাছাড়া স্বাভাবিকের তুলনায় তারা দৈনিক ৮০ থেকে ১২০ ক্যালোরি কম খরচ করছেন। পাশাপাশি তাদের অক্সিডেটিভ স্ট্রেসের হার কমে গেছে।

গত দু'বছরে তাদের মধ্যে হজম সংক্রান্ত রোগ কমক দেখা দিয়েছে। রক্তস্বল্পতা বাহাড়ের ক্ষয়রোগও দেখা দেয়নি কারো। নারীদের মধ্যে মাসিকের তেমন কোনো অস্বাভাবিকতা ঘটেনি।

ক্যালোরি গ্রহণের সঙ্গে মানুষের আয়ুর সম্পর্ক বিষয়ক গবেষণাটি পরিচালনা করেন যুক্তরাষ্ট্রের লুসিয়ানা স্টেট ইউনিভার্সিটির বায়োমেডিকেল রিসার্চ সেন্টারের গবেষকরা। 'সেল মেটানোলিজম' শীর্ষক গবেষণাপত্রটি প্রকাশ করে জার্নাল 'সায়েন্স ডাইরেক্ট'।

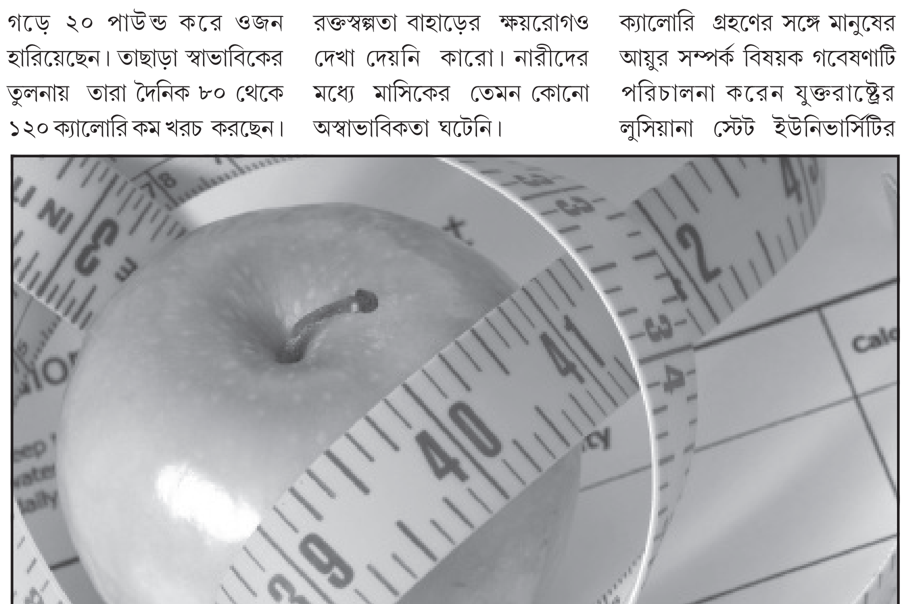

গবেষকদের মতে, ধীরগতির পরিপাকক্রিয়ার কারণেই অন্যদের তুলনায় কার্যকরী উপায়ে তারা ক্যালোরি খরচ করতে পারছেন। গবেষকরা বলেন, তুলনামূলক কম ক্যালোরি গ্রহণ মানুষের মধ্যে রোগ ব্যাধির ঝুঁকি কমিয়েছে এটা সত্যি, কিন্তু মাত্র দুই বছরে প্রাপ্ত তথ্য এ সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য যথেস্ট নয়। ভবিষ্যতে এবিষয়ে আরওঅনেক গবেষণার। প্রয়োজন।

রাশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্দুকবাজের হানা, গুলিবৃষ্টিতে নিহত অন্তত ৮

মস্কো, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স) : ফের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বন্দুকবাজের হামলা। এবার রাশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় বন্দুকবাজের হানা। এলোপাথাড়ি গুলিতে নিহত অন্তত ৮ পড়ুয়া। আহত আরও অন্তত ৬। ইতিমধ্যে বন্দুকবাজকেও খতম করা হয়েছে বলে খবর।

সূত্রের খবর, সোমবার রাশিয়ার পার্ম স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিল্ডিংয়ে আচমকাই হামলা চালায় এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি। কালো মুখোশে মুখ ঢাকা ওই দুষ্কৃতী এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে। ঘটনাস্থলে অন্তত তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। খবর পেয়ে বিস্ববিদ্যালয় চত্বর ঘিরে ফেলে আধা সামরিক বাহিনী। তাঁদের পালটা গুলিতে খতম হয় দুষ্কৃতীও। জখম হয়েছেন আরও অনেকে।

প্রাণ বাঁচাতে অডিটোরিয়ামে আশ্রয় নেন অনেকে। দরজা ভিতর থেকে আটকে দেন তাঁরা। কেউ কেউ আবার বিল্ডিংয়ের ছাদ থেকে ঝাঁপ দেয়। কিন্তু কেন এই হামলা তা এখনও স্পষ্ট নয়। জানা যায়নি হামলাকারীর পরিচয়ও।

দেশের সমস্ত এইমস হাসপাতালের সঙ্গে বৈঠক, সমন্বয়ের আহ্বান জানালেন মনসুখ মান্ডব্য

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): দেশের সমস্ত এইমস হাসপাতালের সঙ্গে পর্যালোচনা বৈঠক করলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য। বৈঠকে সমস্ত এইমস হাসপাতালকে একে-অপরের সঙ্গে সমন্বয়ের আহ্বান জানালেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী। সোমবার সকালে দিল্লির এইমস-এ দেশের ৬টি এইমস হাসপাতালের সঙ্গে পর্যালোচনা বৈঠক করেছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য।

এই পর্যালোচনা বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'আমি সমস্ত এইমস-কে একে-অপরের সঙ্গে সমন্বয় করার আহ্বান জানাচ্ছি, যাতে আমরা জনগণকে সর্বোত্তম স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করতে পারি।' পর্যালোচনা বৈঠকে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

সিবিআই দফতরে যাচ্ছেন না মানস ভূঁইয়া, তলব করা হয়েছিল আইকোর মামলায়

কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বেআইনি অর্থলগ্নি সংস্থা আইকোরের আর্থিক অনিয়মের মামলায় সোমবার সিবিআই দফতরে হাজিরা দিচ্ছেন না প্রাক্তন মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া। সোমবার বেলা এগারোটা নাগাদ সিবিআই দফতরের হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল মানসের, কিন্তু সিবিআই-কে তিনি জানিয়েছেন তাঁর বিধানসভা এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তাই এদিন তিনি হাজিরা দিতে পারবেন না।

সিবিআই সূত্রের খবর, ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পালাবদলের পরে সেচমন্ত্রী থাকাকালীন মানসবাবু আইকোরের একটি অনুষ্ঠানে আমানতকারী ও এজেন্টদের উৎসাহ দিতে বক্তব্য পেশ করেছিলেন। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইকোরের কর্ণধার অনুকূল মাইতি এবং তাঁর স্ত্রী ও সংস্থার অন্যতম কর্তী কণিকা মাইতি। আইকোর সংস্থার সঙ্গে মানসবাবুর কোনও রকম আর্থিক লেনদেন ছিল কি না, তদন্তকারীরা তা-ও খতিয়ে দেখছেন। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সোমবার বেলা এগারোটা নাগাদ সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার আঞ্চলিক দফতরে তদন্তকারীদের মুখোমুখি হতে বলা হয়েছে তাঁকে। কিন্তু এদিন তিনি সিবিআই দফতরে যাচ্ছেন না। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

উত্তরাখণ্ডের চামোলিতে মেঘভাঙা বৃষ্টি, বিআরও শ্রমিকদের আশ্রয়স্থল ক্ষতিগ্রস্ত

দেহরাদূন, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ফের মেঘভাঙা বৃষ্টি উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলায়। এবার কোনও প্রাণহানির ঘটনা না ঘটলেও, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন (বিআরও)-এর শ্রমিকদের অস্থায়ী আশ্রয়স্থল। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি জানিয়েছেন, উদ্ধারকাজ চালিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন। সোমবার চামোলি জেলার নারাইনবাগর ব্লকের অন্তর্গত পানগাতী গ্রামে মেঘভাঙা বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিআরও শ্রমিকদের অস্থায়ী আশ্রয়স্থল।

স্থানীয় জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই ঘটনায় কোনও ঘটনা ঘটেনি। জলের স্রোতে ভেসে গিয়েছে অনেক কিছুই। জল ঢুকে যায় দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকটি গড়িতে। মেঘভাঙা বৃষ্টির ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ চালিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন।

আমফান দুর্নীতি মামলায় রাজ্যকে ভর্তসনা হাইকোর্টের

কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স) : আমফান দুর্নীতির তদন্তের রিপোর্ট ''আইওয়াশ'' ছাড়া আর কিছুই না বলে সোমবার জানাল ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। এমনকি আদালতে জমা দেওয়া তদন্ত রিপোর্ট গ্রহণ করলেন না ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি। পুনরায় রিপোর্ট দাখিলের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। বেঞ্চের কথায়, অভিযোগের ক্ষেত্রে উপযুক্ত ধারা প্রয়োগ করা হয়নি। এমনকি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে তদন্তকারী অফিসার কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না কেন? এদিন এমনও প্রশ্ন তুললেন বিচারপতি। আমফান দুর্নীতি নিয়ে প্রথম থেকেই সরব বিরোধীরা। আমফানের সরঞ্জাম চুরিরও অভিযোগ উঠেছে। সেইসব অভিযোগের ভিত্তিতেই কলকাতা হাইকোর্ট ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দেয়। কিন্তু তদন্তের গতি প্রকৃতিতে সন্তুষ্ট নয় কলকাতা হাইকোর্ট। প্রসঙ্গত, আমফান দুর্নীতির তদন্তের রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে হাইকোর্টে।

উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে আমফানে ক্ষতির জন্য উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসক ও ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে দু''কোটি টাকার আমফানের রুট সরঞ্জাম দেওয়া হয়। আবেদনকারীর অভিযোগ ঘোড়ারাস কুলীন গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য ও উপপ্রধান ওই সরঞ্জাম ব্যক্তিগতভাবে একটি গোডাউনে মজুত করে রাখে। চলতি বছরের ২ জুন ওই সরঞ্জাম ট্রাকে করে পাচার করার চেষ্টা হয়। স্থানীয় মানুষরা ধরে ফেলে। মাটিয়া থানার পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত অভিযোগ দায়ের করে ওই দিন। পরে আরও ৬ জুন সংশ্লিষ্ট ওই প্রাইভেট গোডাউন থেকে ফের আমফানের সরঞ্জাম পাচার করতে যায়। এলাকার মানুষ আবার তিনটি ট্রাককে ধরে ফেলে। স্থানীয়রা ফের মাটিয়া থানায় ৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে। তবে ওই অভিযোগে ৪০৯ ধারা দেওয়া হয় না।বিষয়টিই কলকাতা হাইকোর্টের নজরে এনে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন স্বপন কুমার কর্মকার। ওই মামলায় সোমবার সরকারের পক্ষ থেকে রিপোর্ট জমা দিতে গেলে সেই রিপোর্ট নিতে অস্বীকার করে ডিভিশন বেঞ্চ। তদন্তের গতি প্রকৃতি জানিয়ে আগামী ২৭ সেপ্টেম্বরের মধ্যে পুনরায় তদন্তের রিপোর্ট জমা করার নির্দেশ দেওয়া হয় রাজ্য সরকারকে।

পশ্চিমবঙ্গে করোনা আক্রান্ত ৫২৪ জন

কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর (হি. স.): একটা গোটা বছর পেরিয়ে গেলেও পরিবর্তন হয়নি পরিস্থিতির। করোনা হানায় নাজেহাল শহরবাসী। তারই মাঝে গত ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনা আক্রান্ত ৫২৪ জন। সোমবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে।

স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন একদিনে করোনা আক্রান্ত ৫২৪ জন। যার জেরে আক্রান্তর সংখ্যা বেড়ে ১৫,৬২,১৭৩। করোনা আক্রান্ত হয়ে একদিনে মৃত্যু হয়েছে ১২ জনের। যার ফলে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮,৬৬৪। করোনাকে হারিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ৬০৮। ফলে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে ১৫,৩৫,৬৯৯। অপরদিকে সুস্থতার হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৮.৩১ শতাংশ। একদিনে একদিনে করোনা পরীক্ষা হয়েছে ২৭,৩১৭।

এসএসএ শিক্ষকরা ডেপুটেশন দিয়েছেন প্রকল্প আধিকারিকের কাছে বিভিন্ন দাবিতে। ছবি ঃ নিজস্ব।

সৎ চিন্তা ও দৃঢ় কাজ, যোগী সরকারের সাড়ে চার বছর

লখনউ, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): উত্তর প্রদেশে যোগী আদিত্যনাথ সরকার রবিবার কার্যকালের সাড়ে চার বছর পূর্ণ করল। এই সময়কালকে পরিবর্তনের সময় হিসেবে বিবেচনা করে আগামী ৭ অক্টোবর পর্যন্ত ''বিকাশ উৎসব''-এর আয়োজন করবে বিজেপি ও উত্তর প্রদেশ সরকার। সরকার এই বিকাশ উৎসবের ট্যাগ লাইন রেখেছে ''সৎ চিন্তা, দৃঢ় কাজ, আচ্ছাদিত যোগী সরকার''। একইসঙ্গে এটাও লেখা হয়েছে, ''পরিবর্তনের সাড়ে চার বছর, আসুন উদযাপন করি বিকাশ উৎসব''। মূল অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় লখনউয়ের লোকভবনে, যেখানে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ-সহ উভয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য ও দীনেশ শর্মা এবং বিজেপি রাজ্য সভাপতি স্বতন্ত্রদেব সিং ও রাজ্যের ভারপ্রাপ্ত রাধা মোহন সিং সরকারের সাড়ে চার বছরের সাফল্যে বক্তব্য রাখেন।

সংবাদ মাধ্যমের সামনে সরকারের সাড়ে চার বছরের খতিয়ান তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তিনি বলেন, তাঁর শাসনকালের এই মেয়াদ নিরাপত্তা ও সুশাসনের জন্য নিবেদিত ছিল। তিনি আরও জানান, পূর্ববর্তী সরকারের সময় রাজ্যে দাঙ্গা সাধারণ বিষয় ছিল, কিন্তু বিজেপি সরকারের সাড়ে চার বছরে শাসনে রাজ্যের অভ্যন্তরে একটিও দাঙ্গা হয়নি। আমাদের সরকার দুর্নীতি বন্ধ করেছে, স্থিতিশীলতার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। যোগী বলেন, আগে দুর্নীতির পাশাপাশি নৈরাজ্যও ছিল। যিনি মুখ্যমন্ত্রী অথবা মন্ত্রী হতেন, তাঁদের মধ্যে রাজধানীর অভ্যন্তরে নিজের বাড়ি তৈরির জন্য প্রতিযোগিতা লেগে যেত। কিন্তু বিজেপি সরকার ৪২ লক্ষ দরিদ্রদের বাড়ি তৈরি করে দিয়েছে। যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, 'সাড়ে চার বছরের সময়কালে অনেক সঙ্কট সামনে এসেছে। করোনা মহামারী সমগ্র বিশ্বকে স্তব্ধ করে দিয়েছে, কিন্তু উত্তর প্রদেশ সরকার এই সঙ্কটের সময় সরকারের পাশেই ছিল।' সরকারের বিভিন্ন উপলব্ধির বিষয়ে যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, 'বিগত সাড়ে চার বছরে, কেন্দ্রীয় সরকারের ৪৪টি প্রকল্পের মধ্যে প্রথম স্থান দখল করেছে রাজ্য। তিনি বলেন, ব্যবসা করার সহজতায়, উত্তর প্রদেশ আগে ১৪ তম স্থানে ছিল, এখন দুই নম্বরে। একইভাবে, ২০১৭-র আগে, উত্তরপ্রদেশ ছিল দেশের ষষ্ঠ অর্থনীতি, কিন্তু এখন আমরা দ্বিতীয় স্থানে। তিনি বলেন, উত্তর প্রদেশের করোনা মডেল বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে আলোচনার বিষয়।'

আজ কানাডার নির্বাচন, কে হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী

কানাডা, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স) : আজ কানাডার ৪৪তম পার্লামেন্ট নির্বাচন। আর শেষ মুহূর্তের প্রচারে দলীয় সমর্থকদের বিভক্ত না হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো ও তাঁর প্রধান প্রতিপক্ষ কনজারভেটিভ পার্টির নেতা এরিন ওটুল। এবারের নির্বাচনকে প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর জন্য অগ্নিপরীক্ষা বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। যদিও কানাডার ৪৪তম সংসদীয় নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল ২০২৩ সালের অক্টোবরে। কিন্তু সংসদে নিরঙ্কুশ আধিপত্য না থাকায় প্রধানমন্ত্রী ট্রুডো গত ১৫ আগস্ট আগাম নির্বাচনের ঘোষণা করেন। গত বছর বিরোধীদের সহায়তায় বিশাল আকারের মহামারি মোকাবিলা সংক্রান্ত সহায়তা বিল এবং অন্যান্য আইনসহ কেন্দ্রীয় বাজেট পাশ করার পরেও ২০১৫ থেকে ক্ষমতাসীন ট্রুডো অনুতাপ করে বলেন যে, সংসদ অকার্যকর হয়ে পড়েছে।

তাঁর লিবারেল পার্টির যুক্তি, তারা সংসদে সংখ্যালঘু সরকার এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাবে প্রয়োজনীয় অনেক সিদ্ধান্ত নিতে তাদের সমস্যা হচ্ছে। সংসদে তাদের নীতি-কর্মসূচি বাস্তবায়নে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা দরকার। এই নির্বাচন তাদের সেই সুযোগ করে দেবে। কিন্তু নির্বাচনের আগের বিভিন্ন সমীক্ষা বলছে, কোনও দলেরই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। ভোটপূর্ব সমীক্ষা অনুসারে, লিবারেল বা ডানপন্থী রক্ষণশীলদের কেউই সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য ৩৮ শতাংশ জনসাধারণের সমর্থন এবার পাবে না বলে মনে করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, কানাডা একটি সংসদীয় গণতন্ত্র এবং সোমবারের ভোটে সংসদের নিম্নকক্ষ হাউস অব কমন্সে ৩৩৮টি আসনে ভোট হবে। কানাডা সরকারের তথ্য অনুযায়ী, ২৭ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ এই বছরের সাধারণ নির্বাচনে ভোট দেওয়ার যোগ্য। ইতিমধ্যেই আগাম নির্বাচনে ভোট পড়েছে প্রায় ৫.৭৮ মিলিয়ন।

সফলভাবে সরকার গঠনের জন্য একটি দলকে ১৭০টি আসনের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে হবে।

শিলচর রেলস্টেশনে লক্ষাধিক টাকার আট কেজি গাঁজা সহ ধৃত এক

শিলচর (অসম), ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : শিলচর রেলওয়ে স্টেশনে এক লক্ষাধিক টাকা মূল্যের আট কিলোগ্রাম গাঁজা সহ আটক করা হয়েছে এক ব্যক্তিকে। ধৃতকে বিহারের আড়ারিয়া জেলার অন্তর্গত ফারবাজগঞ্জ থানাধীন লগ্নতলা গ্রামের প্রয়াত জনৈক ভুটান মণ্ডলের বছর ৩৪-এর ছেলে চন্দন কুমার বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

আজ সোমবার এই খবর দিয়ে শিলচরের আরপিএফ ইনস্পেক্টর বনমালি ধর জানান, মূলত আগরতলা-শিলচর প্যাসেঞ্জার ট্রেনে গাঁজা পাচার হচ্ছে বলে এক খবর ছিল তাঁদের কাছে। ওই খবরের ভিত্তিতে গতকাল বিকেলে আরপিএফের এক দল করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বদরপুর জংশনে সংশ্লিষ্ট ট্রেনের জনৈক যাত্রীর গতিবিধি অনুসরণ করছিলেন। ট্রেনটি বদরপুর ছেড়ে সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে ছয়টা নাগাদ শিলচর স্টেশনে ঢোকার পর যাত্রীটিকে বমাল আটক করেন আরপিএফের জওয়ানরা। শিললচরে তার লটবহরে তালাশি চালিয়ে আট কিলোগ্রাম নিষিদ্ধ গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পরবর্তীতে আইনি প্রক্রিয়া শেষে গাঁজা সমেত চন্দন কুমারকে রেলওয়ে স্টেশনে জিআরপি থানা কর্তৃপক্ষের হাতে সমঝে দিয়েছেন তাঁরা, জানান আরপিএফ ইনস্পেক্টর বনমালি ধর। এদিকে জিআরপিএফ থানা সূত্রে জানা গেছে, গাঁজা সহ ধৃত চন্দন কুমারকে বদরপুর জিআরপির হাতে সমঝে দেওয়া হবে। বদরপুর রেলওয়ে স্টেশনে জিআরপি থানায় এ সংক্রান্ত মামলা রুজু করে সম্ভবত আগামীকাল করিমগঞ্জের বিচারবিভাগীয় আদালতে পেশ করা হবে।

জাভেদের মানহানি মামলায় আন্ধেরির আদালতে হাজিরা কঙ্গনার, ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত শুনানি স্থগিত

মুম্বই, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বর্ষীয়ান গীতিকার, কবি জাভেদ আখতারের দায়ের করা মানহানির মামলায় সোমবার আন্ধেরির ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজিরা দিলেন বলিউড অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাউত। আদালতে এদিন হাজিরা দেন জাভেদ আখতারও। এদিন আদালতে কঙ্গনার আইনজীবী রিজওয়ান সিদ্দিকী, এই মামলায় একটি ট্রান্সফারের আবেদন করেছেন, সে বিষয়ে শুনানি হবে আগামী ১ অক্টোবর। পাশাপাশি আগামী ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত এই মামলার শুনানি স্থগিত রেখেছে আদালত। গত সপ্তাহে আদালত নির্দেশ দিয়েছিল, পরবর্তী শুনানির দিন হাজিরা দিতে হবে কঙ্গনাকে, আদালতের নির্দেশ না মানলে দায়ের করা হবে গ্রেফতার পরোয়ানা। আদালতের নির্দেশ মেনেই এদিন হাজিরা দিয়েছেন কঙ্গনা। উল্লেখ্য, গীতিকার জাভেদ আখতারের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক মন্তব্য করার দায়ে অভিযুক্ত কঙ্গনা রানাউত। কঙ্গনার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৯ নম্বর (মানহানি) ও ৫০০ নম্বর (মানহানির শাস্তি) ধারায় মামলা দায়ের করেছিলেন বর্ষীয়ান শিল্পী জাভেদ আখতার। একটি নিউজ চ্যানেলে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জাভেদ আখতারের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছিলেন কঙ্গনা রানাউত। সেই মানহানির মামলাতেই সোমবার আন্ধেরির আদালতে সশরীরে হাজিরা দিয়েছেন কঙ্গনা রানাউত। আগামী ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত এই মামলার শুনানি স্থগিত রেখেছে আদালত।

সিমলা পৌঁছলেন সোনিয়া গান্ধী থাকবেন প্রিয়াঙ্কার বাড়িতে

সিমলা, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : পাঞ্জাবে রাজনৈতিক উত্থান এবং নতুন মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনের পর কংগ্রেস দলের জাতীয় কার্যকরী সভাপতি সোনিয়া গান্ধী ছুটি কাটাতে সোমবার সিমলা পৌঁছেছেন। দিল্লি থেকে বিমানে তিনি চণ্ডীগড় পৌঁছন। চণ্ডীগড় থেকে সিমলা এসেছিলেন সড়ক পথে। সোনিয়া গান্ধীর কনভয় সকাল ১০টা বেজে ৪৫ মিনিটে সিমলা অতিক্রম করে এবং ১১টা ৫ মিনিট নাগাদ ছড়াবড়া পৌঁছায়। এবার তিনি হোটেল ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার হলে থাকার পরিবর্তে, তার মেয়ে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভঢরার বাড়িতে থাকবেন। তিনি এখন সিমলা থেকেই পাঞ্জাবের রাজনৈতিক উন্নয়নের সম্পূর্ণ খোঁজ খবর নেবেন।

সোনিয়া গান্ধীর আগমনের কারণে হিমাচল প্রদেশের পুলিশ প্রশাসনও সতর্ক হয়েছে। এর মধ্যে, ফোরলান কাজের কারণে সোনিয়া গান্ধীর কনভয়ও জ্যামে আটকে ছিল।

প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভঢরা ইতিমধ্যেই স্বামী রবার্ট ভঢরা এবং সন্তানদের নিয়ে সিমলায় উপস্থিত। প্রিয়াঙ্কার তিন দিন সিমলায় থাকার কথা। ভিভিআইপিদের যাওয়াআসার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ ছড়াবড়ায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও কঠোর করেছে। প্রিয়াঙ্কার বাড়ির আশেপাশের নিরাপত্তার জন্য সেনা মোতায়েন করা হয়েছে। গত সপ্তাহ থেকে রাজধানী সিমলায় ভিভিআইপি চলাচল বেড়েছে। রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ চার দিনের সিমলা সফরে ছিলেন। গত রবিবার তিনি দিল্লিতে ফিরে আসেন। এর পরে সোনিয়া গান্ধীও সিমলা পৌঁছেছেন।

পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ চরণজিতের, উপ-মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন সুখজিন্দর

চন্ডীগড়, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন কংগ্রেস বিধায়ক চরণজিৎ সিং চান্নি। সোমবার বেলা এগারোটা নাগাদ রাজভবনে আয়োজিত শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন চরণজিৎ সিং চান্নি, তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন রাজ্যপাল বনওয়ারিলাল পুরোহিত। এছাড়াও পঞ্জাবের মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন কংগ্রেস নেতা ও পি সোনি, কংগ্রেস নেতা সুখজিন্দর সিং রনধাওয়া উপ-মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন পঞ্জাবের। গত শনিবার ক্যাপ্টেন অমরেন্দ্র সিংয়ের পদত্যাগের পর থেকেই পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীর পদপ্রার্থী হিসেবে একাধিক নাম উঠে আসছিল, সেই তালিকায় ছিলেন অম্বিকা সোনির মতো প্রবীণ কংগ্রেস নেত্রীও। মূল ঘোষণার কয়েক ঘণ্টা আগে উঠে আসে সুখজিন্দর সিংহ রনধাওয়ার নামও। যদিও শেষ পর্যন্ত উঠে আসে চরণজিতের নাম। চূড়ান্ত সিলমোহর দেয় পঞ্জাব কংগ্রেস। এরপর সোমবার পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন চরণজিৎ সিং চান্নি। পঞ্জাবের দলিত রাজনীতির পরিচিত মুখ চান্নি। চামকউর সাহিবের কংগ্রেস বিধায়ক চান্নি পঞ্জাবের প্রথম তফসিলি জাতির নেতা। কংগ্রেস নেতা সুখজিন্দর সিং রনধাওয়া এদিন উপ-মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন। চান্নি এদিন পঞ্জাবি ভাষায় মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন।

রাষ্ট্রপতি সকাশে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী, দেখা করলেন নাইডু-শাহের সঙ্গেও

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের সঙ্গে দেখা করলেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল। সোমবার রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করেছেন ভূপেন্দ্র প্যাটেল। রাষ্ট্রপতি ও গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ কথা হয়। এদিন উপ-রাষ্ট্রপতি নিবাসে গিয়ে উপ-রাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডুর সঙ্গেও দেখা করেছেন ভূপেন্দ্র প্যাটেল।

গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর এই প্রথমবার দিল্লিতে এসেছে ভূপেন্দ্র প্যাটেল। তিনি দেখা করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গেও। অমিত শাহকে একটি মূর্তি উপহার দিয়েছেন ভূপেন্দ্র প্যাটেল। তিনি দেখা করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গেও। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

বিএসএফের হাতে পাথারকন্দিতে আটক বাংলাদেশি চোর, বাজেয়াপ্ত কাঁটাতারের বেড়া কাটার সরঞ্জাম

পাথারকান্দি (অসম), ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আন্তর্জাতিক সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া কেটে করিমগঞ্জ জেলার ভারত ভূখণ্ডে ঢুকে সোনাতোলা বিওপির বিএসএফ জওয়ানদের হাতে ধরা পড়েছে এক বাংলাদেশি চোর। ভারতে প্রবেশ করে মহিষ চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে আবুল হুসেন (৩২) নামের এক চোর। বাংলাদেশের মৌলভিবাজার জেলার দক্ষিণ গান্ধাইয়ের বোবারথল গ্রামের বাসিন্দা প্রয়াত জনৈক হাসিদ আলির ছেলে সে।

ইতিমধ্যে বিএসএফ ধৃত বাংলাদেশি চোরকে পাথারকান্দি পুলিশের হাতে সমঝে দিয়েছে। পুলিশি জেরায় ধৃত বাংলাদেশি চোর আবুল হুসেন নাকি স্বীকার করেছে, শুক্রবার গভীর রাতে তাদের তিনজনের একটি দল সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া কেটে ভারতে প্রবেশ করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল, স্থানীয় চোরদের কাছ থেকে মহিষ বাংলাদেশে পাচার। কিন্তু সীমান্তে প্রহরারত বিএসএফ-এর জওয়ানরা আসছেন দেখে সুযোগ বুঝে তার আরও দুই সঙ্গী যথাক্রমে আব্দুল হক ও রমজান আলি পালিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে। কিন্তু সে ধরা পড়ে যায়। আবুলের কাছ খেকে বিএসএফ তার কাটার সরঞ্জাম, একটি লম্বা ধারালো দা এবং একটি মোবাইল হ্যান্ডসেট বাজেয়াপ্ত করেছে। হিন্দুস্থান সমাচার / অমল / সমীপ

প্রার্থী দিচ্ছে না বিজেপি, রাজসভায় জয় নিশ্চিত তৃণমূলের সুস্মিতার

কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স) : আগামী ৪ অক্টোবর রাজ্যসভা নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী সুস্মিতা দেবের জয়ে এবার কার্যত শিলমোহর পড়ল। সোমবার রাজের বিরোধী দলনেতা বিজেপির শুভেন্দু অধিকারী টুইট করে জানালেন রাজসভা সংসদ নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী দিচ্ছে না। শুভেন্দু টুইটে লিখেছেন, ''ফলাফল পুর্বনির্ধারিত, তাই রাজসভা নির্বাচনে কোনও প্রার্থীকে মনোয়নয় দেবে না। তিনি আরও লেখেন, বিজেপির একমাত্র লক্ষ ''অনির্বাচিত'' মুখ্যমন্ত্রীকে আরও একবার হারানো। জয় মা কালী''। মানস ভুঁইয়ার ছেড়ে যাওয়া আসনে ৪ অক্টোবর নির্বাচন হবে। ওইদিনই ফলাফল ঘোষণা করে দেবে কমিশন। তৃণমূলের দখলে থাকা ওই আসনে ইতিমধ্যেই সুস্মিতা দেবকে মনোনয়ন দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। অসমের শিলচরের প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ সদই তৃণমূলে যোগদান করেছেন। প্রয়াত কংগ্রেস নেতা সন্তোষমোহন দেবের কন্যা সুস্মিতা দেব-কে রাজসভায় পাঠিয়ে বিজেপির ওপর চাপ বাড়াতে চাইছে রাজের শাসকদল। ভোটাভুটি হলেও সংখার বিচারে ওই আসনে তৃণমূলের জয় কার্যত নিশ্চিত ছিল। এবার শুভেন্দু অধিকারী জানিয়ে দিলেন বিজেপি কাউকে মনোয়নন দেবে না। ফলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় জিততে চলেছেন তৃণমূল প্রার্থী সুস্মিতা দেব। হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

রাজস্থানে বাস-ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ, উদ্ধার চারটি দগ্ধ দেহ

জয়পুর, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স) : রাজস্থানে বাস ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন চার জন ব্যক্তি। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার রাতে শ্রীগঙ্গানগর জেলায়। সংঘর্ষে প্রাণ হারিয়েছেন ট্রাক ড্রাইভার সহ তিন বাসযাত্রী। সংঘর্ষের জেরে বাসটিতে আগুন লাগার আগেই অন্তত ২১ জন বাসযাত্রী কোনওরকমে বাসের জানলার কাঁচ ভেঙে বাইরে এসে নিজেদের প্রাণ রক্ষা করেন। জানা গিয়েছে, দু''টি গাড়ির গতিবেগই অনেক বেশি ছিল।

অনুপগড় পুলিশ স্টেশন এলাকায় প্রবল সংঘর্ষের পর দু''টি গাড়িতেই আগুন লেগে যায়। স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনাস্থল থেকে চারটি দগ্ধদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, মরিয়া যাত্রীরা বাসের কাঁচ ভেঙে বাইরে আসার সময় অনেকেই আহত হয়েছেন। তাঁদের উদ্ধার করে জেলার সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

প্রাইভেট বাসটি প্রায় ২৫ জন যাত্রী নিয়ে জয়সলমীরের উদ্দেশ্যে ছেড়েছিল। শ্রীগঙ্গানগর জেলায় ঘাদসানা সড়কে বাসটি উল্টো দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা খায়। সংঘর্ষটি এতটাই শক্তিশালী ছিল যে দুর্ঘটনার পর উভয় গাড়িতেই আগুন ধরে যায়।

অবশেষে স্বস্তি, মুম্বইয়ের আদালতে জামিন পেলেন রাজ কুন্দ্রা ও রায়ান

মুম্বই, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): পর্নোগ্রাফি মামলায় মুম্বইয়ের আদালতে জামিন পেয়ে গেলেন বলিউড অভিনেত্রী শিল্পা শেট্টির স্বামী রাজ কুন্দ্রা। জামিন পেয়েছেন পর্নোগ্রাফি মামলায় ধৃত রায়ান থোর্পেও। সোমবার মুম্বইয়ের আদালতে তাঁদের জামিন মঞ্জুর করেছে। ৫০ হাজার টাকার বন্ডে ব্যবসায়ী রাজ কুন্দ্রাকে জামিন দিয়েছে মুম্বইয়ের আদালত।

পর্নোগ্রাফি মামলায় গত ১৯ জুলাই থেকে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে ছিলেন রাজ কুন্দ্রা। প্রায় দু'মাস পর জামিন পেলেন অভিনেত্রী শিল্পা শেট্টির স্বামী রাজ কুন্দ্রা। পর্ন-কাণ্ডে ধৃত রাজ ছাড়াও, তাঁর সহযোগী রায়ান থোর্পকেও জামিন দেওয়া হল।

চাষীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে বিজ্ঞানসম্মতভাবে মৎস্যচাষে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যে মাছের উৎপাদন ব'দ্ধি পেয়েছে। বায়োফ্লক পদ্ধতিতে ও ক্যাজ কালচারের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন আরও বাড়াতে হবে। পাশাপাশি মৎস্য চাষীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে বি'ানসম্মতভাবে মৎস্যচাষে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। সেই ক্ষেত্রে মৎস্য দপ্তরকে মাছ চাষে যুক্তদের সুদক্ষ করে তোলার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। এতে রাজ্যের মাছের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি আর্থসামাজিক অবস্থারও উন্নতি সাধন হবে। আজ সচিবালয়ের ১ নং সভাকক্ষে মৎস্য দপ্তরের পর্যালোচনাসভায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। পর্যালোচনাসভায় মৎস্য দপ্তরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজকর্মের সার্বিক আলোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। সভায় মৎস্য দপ্তরের মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া, মুখ্যসচিব কুমার অলক, মৎস্য দপ্তরের সচিব দীপা ডি. নায়ার, সচিব পি কে গোয়েল, মৎস্য দপ্তরের অধিকর্তা দিলীপ কুমার চাকমা সহ দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত থেকে আলোচনায় অংশ নেন।

সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের মৎস্য চাষীদের কল্যাণে সরকারের গৃহীত পরিকল্পনাগুলি যথাযথ রূপায়নের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন আরো বাড়াতে হবে। এজন্য সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা রেখে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে কাজ করার পরামর্শ দেন। তিনি মৎস্য চাষে আগ্রহী জনগণকে উৎসাহ প্রদানের জন্য দপ্তরকে মিশন মুডে প্রচার করার জন্য পরামর্শ দেন। এক্ষেত্রে তিনি বাংলা ও ককবরক দুই ভাষাতেই প্রচার করা যেতে পারে বলে অভিমত ব্যাক্ত করেন। তিনি বলেন, এতে জাতি-জনজাতি উভয় সম্পদায়ের মানুষের মধ্যেই মৎস্য চাষের সুফল সম্পর্কে অবগত করানো যাবে এবং মৎস্য চাষে আগ্রহ বাড়ানো সম্ভব হবে। তিনি সুখসাগর জলাকে মাছচাষের উপযুক্ত করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে দপ্তরের সচিবকে নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, সংশ্লিষ্ট জায়গাতে বিশাল মৎস্যচাষের সুযোগ রয়েছে। এই ক্ষেত্রে দপ্তরকে এই প্রকল্প বাস্তবায়নে সদর্থক ভূমিকা নেওয়া প্রয়োজন। এতে মাছ উৎপাদনের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট এলাকার মৎস্যচাষীদের অর্থসামাজিক অবস্থারও উন্নতি ঘটবে। তিনি বায়োফ্লক পদ্ধতির মাধ্যমে আরও বেশী পরিমানে মৎস্য চাষ ব'দ্ধির কথা উল্লেখ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বি'ান সম্মতভাবে সঠিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মৎস্য চাষীদের আরো দক্ষ করে তোলার প্রয়োজন। তিনি বায়োফ্লক প্রকল্পকে মিশন মুডের আওতায় এনে কাজ করার জন্য দপ্তরকে পরামর্শ দেন। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে অর্ণামেন্টাল মাছ চাষের ক্ষেত্রে পেশাদারিত্ব থাকা এবং উৎপাদন বাড়ানো দরকার বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। এই বিষয়ে দপ্তরকে আরো সক্রিয় উদ্যোগ নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। তিনি রাজ্যে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত একটি মডেল মাছ বাজার নির্মাণের জন্য দপ্তরকে পরামর্শ দেন। এই প্রসঙ্গে তিনি নাবার্ডের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে প্রকল্প বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী মৎস্য সখীদেরকে প্রশিক্ষনের মাধ্যমে আরো বেশী সুদক্ষ করে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এতে মৎস্য চাষে তাদের আরো বেশি 'ান সম'দ্ধ হবে পাশাপাশি মাছের উৎপাদনও ব'দ্ধি করা যাবে। এক্ষেত্রে তিনি বলেন, প্রথমত দপ্তরকে একটি লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা উচিৎ কি পরিমাণ মৎস্য সখীর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং তার একটি তালিকা প্রস্তুত করা। এই বিষয়ে তিনি দপ্তরের সচিবকে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। তিনি মাছ উৎপাদন বাড়ানোর পাশাপাশি বাজারজাত করনের উপরও মনোযোগি হওয়ার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি ক্যাজকালচার বাড়ানোর জন্যও গুরুত্ব আরোপ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি সাবম এলাকায় জলাশয় ব'দ্ধির মাধ্যমে মৎস্য চাষ বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে বলেন। তিনি বলেন, সাবম এলাকায়ও মৎস্য চাষের বিশাল সুযোগ রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী তেলাপোয়া মাছ চাষে উদ্যোগী হওয়ার জন্য দপ্তরের সচিবকে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার জন্য বলেন। তিনি বলেন, খব কম সময়েই এই মাছ চাষে লাভবান হওয়া যায়। তিনি ডম্বর এলাকায় মৎস্য চাষ ব'দ্ধির উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন। সভায় মৎস্য দপ্তরের সচিব দিপা ডি নায়ার পর্যালোচনা সভায় দপ্তরের গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে নেওয়া পদক্ষেপগুলি সচিত্র প্রতিবেদনের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন।

পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী হস্ততাঁত, হস্তকারু ও রেশম শিল্প দপ্তরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা নিয়েও আলোচনা করেন। তিনি ত্রিপুরার উৎপাদিত আনারস গাছের পাতা থেকে সিল্ক প্রস্তুত করণের উপর দপ্তরের সচিবকে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের উদ্যোগ নিতে বলেন। তিনি দপ্তরের উদ্যোগে নিত্য নতুন পণ্য তৈরীর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, এমন কিছু নিত্য নতুন জিনিস বানানো প্রয়োজন যার মাধ্যমে রাজ্যের নাম বর্হিরাজ্যে সমাদ'ত হয়। এই জন্য তিনি ক্লাস্টার তৈরী করে কাজ করার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, যে পণ্যের অধিক চাহিদা রয়েছে দপ্তরকে সেই পণ্য বানানোর উপর জোর দেওয়া উচিৎ। এই প্রসঙ্গে তিনি ত্রিপুরার ঐতিহ্যবাহী রিসা, বসার জন্য মুড়া বানানোর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। মুখ্যমন্ত্রী পণ্য দ্রব্যের প্যাকেটিং-এর মানউন্নয়নের দপ্তরের সচিবকে নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, রাজ্যে প্রচুর উদ্যোগী লোক রয়েছে। তাদের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে দল ভিত্তিক ভাবে নিত্য নতুন পণ্য তৈরির স'জনশীল চিন্তা দপ্তরকে করতে হবে। তিনি, স'জনশীল কারীগরদের ও এফ পি-তে অন্তর্ভক্ত করার পরামর্শ দেন। এই বিষয়ে তিনি দপ্তরের সচিবকে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য বলেন। পর্যালোচনাসভায় এছাড়াও দপ্তরের মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া, মুখ্যসচিব কুমার অলক, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সচিব পি কে গোয়েল সহ দপ্তরের আধিকারিকগণ আলোচনায় অংশ গ্রহন করেন।

ভারতে সক্রিয় রোগী কমে ০.৯৫ শতাংশ ২৯৫ বেড়ে মৃত্যু ৪.৪৫-লক্ষাধিক

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ভারতে দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ফের কমে গেল, সক্রিয় রোগীর সংখ্যা কমতে কমতে ০.৯৫ শতাংশে পৌঁছেছে। বিগত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ভারতে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩০ হাজার ২৫৬ জন। গত ২৪ ঘন্টায় কোভিডে মৃত্যু হয়েছে ২৯৫ জনের। রবিবার সারাদিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ৪৩,৯৩৮ জন, ফলে ভারতে এই মুহূর্তে মোট সুস্থতার হার ৯৭.৭২ শতাংশ। ভারতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৩,১৮,১৮১ জন, বিগত ২৪ ঘন্টায় রোগীর সংখ্যা কমেছে ১৩,৯৭৭ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে কোভিড টেস্টের সংখ্যা ১১,৭৭,৬০৭।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ৩০,২৫৬ জন সংক্রমিত হওয়ার পর দেশে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩ কোটি ৩৪ লক্ষ ৭৮ হাজার ৪১৯ জন। ভারতে ৮০.৮৫-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল কোভিড-টিকাকরণ, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৮০,৮৫,৬৮,১৪৪ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে ৩৭ লক্ষ ৭৮ হাজার ২৯৬ জনকে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ২৯৫ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৪৫,১৩৩ জন (১.৩৩ শতাংশ)।

ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়েই চলেছে, রবিবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৪৩,৯৩৮ জন। ফলে সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,২৭,১৫,১০৫ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৭.৭২ শতাংশ। কেরলে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েই চলছে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা।

অরুণাচল প্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ বালিপাড়া-চারিদুয়ার-তাওয়াং সড়কের ২০টি স্থানে ব্যাপক ধস, প্রভাবিত যান চলাচল

ইটানগর, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অরুণাচল প্রদেশের প্রায় ২০টি স্থানে ভূমিধসের ফলে ব্যাপক প্রভাবিত হয়েছে যানবান চলাচলে। তবে রাস্তা থেকে ধস সাফাই করতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করছে বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন।

জানা গেছে, পশ্চিম কামেং জেলার ভালুকপং-বমডিলা সড়কে জামিরি গেটের ওপর প্রায় কুড়িটি জায়গায় পাহাড়ের ধস পড়েছে। গত কয়েকদিন ধরে, বিশেষ করে শুক্র, শনি ও রবিবারের লাগাতার ভারী বৃষ্টিপাত হচ্ছে। এমতাবস্থায় গত শনিবার সন্ধ্যা থেকে ধস পড়া শুরু হয়েছে। সব থেকে প্রভাবিত হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ বালিপাড়া-চারিদুয়ার- তাওয়াং (বিসিটি, বিসিটি সড়কটি তিন জেলা যথাক্রমে পূর্ব কামেং, পশ্চিম কামেং এবং তাওয়াংকে সংযুক্ত করেছে) সড়ক। এতে যানবাহন চলাচলে মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে।

বর্ডার রোড অর্গানাইজেশনের (বিআরও) কমান্ডার কর্নেল অনিল কটিয়াল জানান, সেসা এবং নেচিপু এলাকার মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ রাস্তা ভূমিধসের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যার দরুন উভয় প্রান্তে অসংখ্য যাত্রী ও পণ্যবাহী গাড়ী আটকে পড়ে। কমান্ডার কর্নেল অনিল কটিয়াল জানান, ভূমিধসের খবর পেয়ে ধসের মাটি সাফাইয়ের সরঞ্জাম সহ বিআরও জওয়ানদের কয়েকটি দল ধস-বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলিতে পাঠানো হয়েছে। ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার করে পুনঃসংযোগের জন্য যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ চলছে। তবে তিনি জানান, ইতিমধ্যে কয়েকটি জায়গায় আটকে পড়া ছোট ছোট যানবাহন গত রাত থেকে ধস-বিধ্বস্ত এলাকা দিয়ে চলাচল শুরু করেছে। আজকের মধ্যে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা সাফাই হয়ে যাবে বলে আশা করছেন বিআরও কমান্ডার কর্নেল অনিল কটিয়াল।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সাড়ে চার বছরের সরকার, নিরাপত্তা ও সুশাসনের মডেল দিয়েছে উত্তর প্রদেশ

লখনউ, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): দেখতে দেখতে উত্তর প্রদেশে যোগী আদিত্যনাথ সরকারের সাড়ে বছর হয়ে গেল। রবিবার কার্যকালের সাড়ে চার বছর পূর্ণ করেছে যোগী সরকার। এই সময়কালে যোগী আদিত্যনাথ জানিয়েছেন, সাড়ে চার বছরে নিরাপত্তা ও সুশাসনের মডেল দিয়েছে উত্তর প্রদেশ। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, এটা সেই উত্তর প্রদেশ, সেখানে ২০১৭ সালের আগে অপরাধী ও মাফিয়ারা রাজ্যে ভয়, দুর্নীতি ও নৈরাজ্যের পরিবেশ তৈরি করেছিল। কিন্তু, এখন অপরাধী ও মাফিয়াদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গোটা দেশে একটি মডেল উপস্থাপিত করেছে।

সাড়ে চার বছরের শাসনকাল পূর্ণ হওয়ায় রবিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন যোগী আদিত্যনাথ। তিনি বলেন, আগে যিনি মুখ্যমন্ত্রী অথবা মন্ত্রী হতেন, তাঁদের মধ্যে নিজের ভবন তৈরির জন্য প্রতিযোগিতা লেগে যেত। কিন্তু বিজেপি সরকার ৪২ লক্ষ দরিদ্রদের বাড়ি তৈরি করে দিয়েছে। জনগণ, সংগঠন ও সরকারের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার কারণে জাতীয় মঞ্চে উত্তর প্রদেশ সম্পর্কে ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে। শাসনের প্রতি মানুষের বিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এই বিশ্বাস ২০২২ সালের নির্বাচনে ৩৫০টি আসনের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার সঙ্গে আমাদের জয় নিশ্চিত করবে।

সাড়ে চার বছরে একটিও দাঙ্গা নয়, প্রত্যেকের নিরাপত্তা-প্রত্যেকের স্বনির্ভরতা-যোগী আদিত্যনাথ জানিয়েছেন, পূর্ববর্তী সরকারের সময় রাজ্যে দাঙ্গা সাধারণ বিষয় ছিল, কিন্তু বিজেপি সরকারের সাড়ে চার বছরে শাসনে রাজ্যের অভ্যন্তরে একটিও দাঙ্গা হয়নি। আমাদের সরকার দুর্নীতি বন্ধ করেছে, স্থিতিশীলতার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। প্রত্যেকের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হয়েছে, প্রত্যেককে স্বনির্ভর করে তোলা হয়েছে। উত্তর প্রদেশের করোনা মডেল বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে আলোচ্য- সাড়ে চার বছরের সময়কালে সরকারের বিভিন্ন উপলব্ধির বিষয়ে যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন।

তৃণমূল

● **প্রথম পাতার পর**

কিছুই জানায়নি, তাই আজ তৃণমূল কংগ্রেস আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে।

তিনি বলেন, উচ্চ আদালতের বিচারপতি অরিন্দম লোধ সমস্ত বক্তব্য শুনে এ-বিষয়ে আগামীকালের মধ্যে জানানোর জন্য সরকারি আইনজীবীকে নির্দেশ দিয়েছেন। শংকর লোধের দাবি, ওই মামলায় ত্রিপুরা পুলিশের মহানির্দেশক, পশ্চিম জেলা পুলিশ সুপার, সদর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এবং পশ্চিম ও পূর্ব আগরতলা থানার ওসি-দের পক্ষভুক্ত করা হয়েছে। আগামীকালের মধ্যে প্রস্তাবিত পদযাত্রা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত আদালতে জানাতে হবে। তিনি বলেন, আগামীকাল সকালে এই মামলার শুনানির দিন ধার্য করেছে উচ্চ আদালত।

উদয়পুরে তিন নেশা কারবারি আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২০ সেপ্টেম্বর।। উদয়পুরে তিন নেশা কারবারি আটক। একই থানার অন্তর্গত একই ব্যক্তিকে নেশা সামগ্রী বিক্রি করার দায়ে কয়েক দিন পরপরই আটক করে রাধাকিশোরপুর থানা। এই একই ব্যক্তির সাথে প্রায়শই নতুন নতুন লোকের সমাবেশ দেখা যায়। রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ ঐ নেশা কারবারিকে কয়েক বারই আটক করতে সক্ষম হলেও কোন এক অজ্ঞাত কারণে কয়েক ঘন্টা আটকে রেখে ছেড়ে দেয়। এই নিয়ে সংশ্লিষ্ট মহলে নানা গুঞ্জন শুনা যায়। আজ সকালে আবারও গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রমেশ চৌমুহনী এন কে দত্ত লেন এলাকার এক বাড়িতে রাখা একটি অল্টো গাড়ি থেকে আর.কে পুর থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে নেশা সামগ্রীসহ ৩ যুবককে আটক করতে সক্ষম হয়। আটক হওয়া নেশা কারবারিরা হলো বাপ্পা দাস(৩৯), অভিজিৎ বিশ্বাস(৩১), লিটন লোধ(৩৭)। তাদের মধ্যে লিটন লোধ দীর্ঘ দিন ধরে নেশা কারবারি হিসেবে পুলিশের নিকট পরিচিত।গত দশ-বারো দিন আগেও লিটন লোধকে নেশা দ্রব্য সহ আরো তিনজনের সাথে রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ আটক করে। তারা প্রত্যেকেই রমেশ চৌমুহনী এলাকায় নেশা কারবারে জড়িত। জানা গেছে ধৃত ৩ যুবক শুধু নেশায় আসক্ত এমন নয় দীর্ঘ বছর ধরে নেশা বাণিজ্যের সঙ্গেও সরাসরি যুক্ত বলে পুলিশের কাছে খবর রয়েছে। ইয়াবা ট্যাবলেট, ব্রাউন সুগার থেকে শুরু করে বিভিন্ন নেশা সামগ্রী বিক্রির সাথে ওরা দীর্ঘ বছর ধরে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে।

চারদিনের মাথায় তৃতীয় ভূমিকম্প উত্তরপূর্বে, ফের কেঁপেছে মণিপুর ও অসম

ইমফল, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : চারদিনের মাথায় আবারও কেঁপে উঠেছে উত্তর-পূর্বাঞ্চল। গত ১৬ তারিখের পর সোমবার রাত ১২টা ৫৪ মিনিট ০৩ সেকেন্ডে ফের ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছে মণিপুরে। খানিকটা কেঁপেছে অসমের রাজধানী গুয়াহাটি সহ সংলগ্ন অঞ্চল। মণিপুরে গতরাতে সংঘটিত ভূমিকম্পের তীব্রতা রিখটার স্ক্যালে ৫.০ ধরা পড়েছে। এই খবর লেখা পর্যন্ত সংঘটিত ভূমিকম্পে কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। মধ্যরাতে ভূকম্পন, ফলে অধিকাংশ মানুষই তা টেরই পাননি। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজির তথ্য অনুযায়ী, ভূমিকম্পের উৎসস্থল রাজ্যের সিরুইয়ের পূর্ব-উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ভূগর্ভের ৮০ কিলোমিটার গভীরে ২৫.২৬ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯৪.৭০ দ্রাঘিমাংশে ছিল। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত ১৬ সেপ্টেম্বর মণিপুরের মইরাঙেও ৪.৩ প্রাবল্যের ভূমিকম্পের ঝটকা লেগেছে।

বনরক্ষীরা

● **প্রথম পাতার পর**

জরিমানার ভিত্তিতে গাড়িটি ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।এছাড়া গাড়িটির সমনের অংশে লাগানো দুটি রড দেখে আন্দাজ করা যায় উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবেই পরিকল্পনা মাফিক সামনে থেকে বণদপ্তরের গাড়িকে ধাক্কা দেওয়া হয়। এতে দপ্তরের কর্মীদের প্রাণ সংশয়ের সম্ভাবনা ছিল।ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।এ ব্যাপারে পুলিশ একটি মামলা গ্রহণ করে এ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ছাত্রছাত্রীদের

● **প্রথম পাতার পর**

শিক্ষকরা রমরমা টিউশনি বাণিজ্য করে অনেকটাই ফুলে-ফেঁপে উঠেছেন। সোমবার এই দুই শিক্ষকের বদলির প্রতিবাদ জানিয়ে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক অবরোধে বসে।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে আমবাসা থানার পুলিশ। পুলিশ এসে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বললে ছাত্র-ছাত্রীরা জাতীয় সড়ক অবরোধ মুক্ত করে।অবশেষে সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটল।

প্রেসক্লাব

● **আটের পাতার পর**

ভৌমিকের মৃত্যুবার্ষীকি পালন করা হয়। উপস্থিত প্রেস ক্লাবের সভাপতি ভবতোষ ঘোষ, সহসভাপতি সমীর ভৌমিক, সহ সম্পাদক খোকন ঘোষ সহ কার্যকরি কমিটির সদস্য হারাধন দেবনাথ এবং সকল সদস্যগন প্রয়াত সাংবাদিক শান্তনু ভৌমিকের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনায় এক মিনিট নিরবতা পালন করেন। সেই সঙ্গে শান্তনু ভৌমিকের খুনীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহনের দাবি জানান বিশালগড় প্রেস ক্লাবের কতৃপক্ষ।

পুলিশ

● **প্রথম পাতার পর**

পরিবারে ডাই ইন হার্নেস প্রকল্পে চাকরির ব্যবস্থা করতে হবে। মৃতদের পরিবারের দায়ভার সরকারকেই নিতে হবে বলেও চাকরিচ্যুত সংগঠনের নেত্রী ডালিয়া দাস উল্লেখ করেন। প্রায় ১৭ মাস ধরে তারা চাকুরিচ্যুত। ব্যাংকের বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার জন্য প্রতিনিয়ত তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। তিনি অভিযোগ করেন, চাকরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করে জীবিকা অর্জন করতে চাইছে তাদেরকেও ব্যবসা-বাণিজ্য করতে দিচ্ছে না। সর্বত্র সন্ত্রাস চালানো হচ্ছে। বেশ কয়েক জন চাকরীচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকার বাড়িঘরে হামলা অগ্নিসংযোগ ও মারধরের ঘটনা ঘটেছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন।চাকরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকারা গণতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন করতে চায় এবং সরকার ও প্রশাসনের কাছে দাবি সনদ তুলে দিতে চায়। এই সুযোগ টুকু পর্যন্ত দেয়া হচ্ছে না বলে চাকরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে।

আসবেন রাজ্যে

● **প্রথম পাতার পর**

বন্দ্যোপাধ্যায়, সাংসদ দোলা সেন, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, দলের সর্বভারতীয় মুখপাত্র কুণাল ঘোষ এবং স্থানীয় নেতা সুবল ভৌমিক ও প্রকাশ দাস পুলিশের কাজে বাধা দিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। পুলিশ তাঁদের বিরুদ্ধে সুয়োমোটো মামলা নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নোটিশ জারি করেছে।

মামলার তদন্তকারী আধিকারিক সত্যজিত মল্লিক জানিয়েছেন, গত ৫ সেপ্টেম্বর সুবল ভৌমিক এবং প্রকাশ দাসকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, দোলা সেন, ব্রাত্য বসু এবং কুণাল ঘোষকে ৬ সেপ্টেম্বর নোটিশ পাঠানো হয়েছে। তিনি জানান, ইতিমধ্যে কুণাল ঘোষ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হাজিরা দেবেন বলে নিশ্চিত করেছেন। তবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, দোলা সেন এবং ব্রাত্য বসু এখনও জিজ্ঞাসাবাদের বিষয়ে যোগাযোগ করেননি।

এদিকে, ওই মামলায় অভিযুক্ত স্থানীয় তৃণমূল নেতা সুবল ভৌমিক খোয়াই থানায় তদন্তকারী আধিকারিককে এক চিঠিতে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আবেদন জানিয়েছেন। কারণ, গত ৮ আগস্ট খোয়াইতে গাড়ি চেপে আদালতে যাওয়ার পথে তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন। ওই সময় গাড়িতে অপর স্থানীয় নেতা মামলার অভিযুক্ত প্রকাশ দাসও ছিলেন। তাই দুজনেই মনে করছেন, খোয়াইতে আবারও তাঁরা আক্রান্ত হবেন। প্রাণ ভয়ে পুলিশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আবেদন জানিয়েছেন তিনি। সাথে আগামী ২২ সেপ্টেম্বরের পর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দিন স্থির করার অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি।

বিধানসভার

● **প্রথম পাতার পর**

অধিবেশন শুরু হবে এবং ২৭ সেপ্টেম্বর সমাপ্ত হবে। তিনি বলেন, বিধানসভা অধিবেশনের শুরুতেই অধ্যক্ষ নির্বাচিত হবেন। ২৩ সেপ্টেম্বর বেল ২-টা পর্যন্ত অধ্যক্ষ পদে মনোনয়ন জমা দেওয়া যাবে। এক্ষেত্রে মনোয়ন জমা পড়লে ২৪ সেপ্টেম্বর ভোটাভুটি হবে। নয়তো, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অধ্যক্ষ নির্বাচিত হবেন।

তিনি জানান, অধ্যক্ষ নির্বাচিত হওয়ার পর যথারীতি প্রশ্নোত্তর পর্ব এবং দ্বিতীয়ার্ধে বেসরকারি প্রস্তাবের ওপর আলোচনা হবে। সাথে তিনি যোগ করেন, এবারের অধিবেশনে চারটি সংশোধনী বিল সহ মোট পাঁচটি বিল উত্থাপন করবে ত্রিপুরা সরকার। এগুলির মধ্যে নতুন দ্য ত্রিপুরা অ্যাগ্রিকালচারাল ল্যান্ড লিজিং বিল-২০২১ রয়েছে। ত্রিপুরায় বর্গা চাষিদের নানা সুযোগ-সুবিধা প্রদানে এই বিল আনছে ত্রিপুরা সরকার। এছাড়া চারটি সংশোধনী বিলে রয়েছে ত্রিপুরা স্টেট গুডস অ্যান্ড সার্ভিস ট্যাক্স, ত্রিপুরা পুলিশ অ্যাক্ট, ত্রিপুরা রোডস ডেভেলপমেন্ট সেস এবং দ্য ত্রিপুরা ল্যান্ড রেভিনিউ অ্যান্ড ল্যান্ড রিফর্মস বিল।

চেয়ারপার্সন

● **প্রথম পাতার পর**

বচসা বাঁধে। এক সময় উত্তেজিত পঞ্চায়েত প্রধান ও উনার সাঙ্গ পাঙ্গরা চেয়ার টেবিল ভাংচুরসহ নিগৃহীত করেন চেয়ারপার্সন ও বাকি দুইজনকে। স্বদলীয় পঞ্চায়েত প্রধানের এই আচরণে হতভম্ব হয়ে পড়েন অন্যান্যরা। এই গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে ঘটনাস্থলে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন কৈলাসহর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সনের পক্ষ থেকে থানায় মামলা করার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। তবে পরিস্থিতি সামাল দিতে ও ড্যামেজ কন্ট্রোল করতে মাঠে নেমে পড়েছে শাসক দলের নেতৃত্বরা। ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে প্রত্যক্ষদর্শী ভাইস চেয়ারপার্সন শিব শংকর অধিকারী জানান , যে ঘটনাটা ঘটেছে সেটা অপ্রত্যাশিত। এখন দেখার বিষয় দল কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

মুখ্যমন্ত্রী

● **আটের পাতার পর**

অ্যাওয়ার্ড, ড. বি আর আম্বেদকর মেরিট অ্যাওয়ার্ড ইত্যাদি রাজ্যে চালু রয়েছে বলে সচিব জানান। এছাড়াও সামাজিক বিভিন্ন প্রকল্পের কর্মসূচি সমূহের মাধ্যমে ওবিসি শ্রেণীভুক্ত মানুষকে আর্থিকভাবে সহায়তা করা হচ্ছে বলেও সচিব উল্লেখ করেন।

পর্যালোচনা সভায় সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তরের সচিব তাপস রায় সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তরের কাজকর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত করেন। তিনি জানান, রাজ্যে ১৬.৪ শতাংশ সংখ্যালঘু অংশের মানুষ রয়েছেন। রাজ্যে সংখ্যালঘু কেন্দ্রীভূত ১২টি ব্লকে সংখ্যালঘুদের কল্যাণে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে।

সভায় সচিব সংখ্যালঘুদের কল্যাণে ২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা এবং সংখ্যালঘুদের উন্নয়নে রূপায়িত বিভিন্ন কর্মসূচিগুলির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করেন। ওয়াকফ বোর্ডের সম্পত্তির উন্নয়ন এবং তার রক্ষণাবেক্ষণের উপরও সভার আলোচনায় প্রাধান্য পায়।

সভায় সমবায় দপ্তর নিয়ে পর্যালোচনার সময় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে দপ্তরকে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। গ্রামীণ এলাকার মানুষকে সমবায়ের সাথে যুক্ত করার উপরও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। এক্ষেত্রে তিনি সমবায় দপ্তরকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করার পরামর্শ দেন। রাজ্যে ফুল চাষের উন্নয়নেও সমবায় গঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন তিনি। সভায় আলোচনাকালে মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে রাজ্যের বর্গাদার, বায়োফ্লক পদ্ধতি উৎসাহী মাছ চাষী সহ অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঋণ প্রদানে এগিয়ে আসতেও আহ্বান জানান। একই সঙ্গে জেনেটিক মেডিসিনের বিষয়ে সভার আলোচনায় প্রাধান্য পায়। পর্যালোচনা সভায় সমবায় দপ্তরের রূপায়িত বিভিন্ন প্রকল্প কর্মসূচি সমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন সমবায় দপ্তরের বিশেষ সচিব অভিষেক চন্দ্রা। তিনি বলেন, বর্তমানে রাজ্যে ৩,৬৪১টি সমবায় সমিতি রয়েছে। ধলাই, ঊনকোটি এবং উত্তর জেলায় আইসিডি প্রকল্পে পরিকাঠামো উন্নয়নে বর্তমান অবস্থা সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করেন সচিব। তিনি আরও বলেন, ১১০টি সমবায় সমিতিকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে। এছাড়া সমবায় সমিতিগুলির সার্বিক উন্নতিকল্পে সমবায় দপ্তর কর্ত'ক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপগুলি সম্পর্কেও সভায় আলোচনা হয়।

এদিনের সভায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব স্বরাষ্ট্র (জেল এবং অগি ও জরুরি পরিষেবা) দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচিগুলি নিয়েও পর্যালোচনা করেন। সভায় মুখ্যসচিব কুমার অলক, স্বরাষ্ট্র (জেল এবং অগি ও জরুরি পরিষেবা) দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায়, সমবায় দপ্তরের বিশেষ সচিব অভিষেক চন্দ্রা সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির অন্যান্য উচ্চ পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন এবং আলোচনায় অংশ নেন।

আদালতের

● **প্রথম পাতার পর**

নোটিশ দিয়েছেন। আগামী ৪ অক্টোবরের মধ্যে ওই নোটিশের জবাব দিতে হবে। ওইদিনই আদালত পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছে।

াঙ্গন

আইপিএলের দ্বিতীয় পর্বে আরসিবির মুখোমুখি কেকেআর, টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত আরসিবির

দুবাই, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স) : আবু ধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে আর কিছুক্ষণের মধ্যে শুরু হতে চলেছে আইপিএলের দ্বিতীয় পর্বের দ্বিতীয় ম্যাচ। বিরাট কোহলির রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরে মুখোমুখি নামবে ইওন মর্গ্যানের কলকাতা নাইট রাইডার্স। এদিন টস জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে আরসিবি। গতকাল রাতেই বড়সড় ঘোষণা করে দিয়েছেন ভিকে। যে, এই মরসুমের শেষে তিনি আরসিবির ক্যাপ্টেন্সি ছেড়ে দেবেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই দলকে শেষ বার ক্যাপ্টেন হিসেবে প্রথম বার ট্রফি এনে দিতে চান কোহলি। তাই দ্বিতীয় পর্বের একটাও ম্যাচে হারতে চায় না আরসিবি। অন্যদিকে প্রথম পর্বে লাগাতার হারের মুখ দেখার পর দ্বিতীয় পর্বের শুরুতেই হুংকার দিয়ে রেখেছেন, নাইটদের এই মুহূর্তে আর কিছু হারানোর নেই, তাই কেকেআর এখন ভয়ঙ্কর।

এই মুহূর্তে পয়েন্ট টেবলের তিন নম্বরে রয়েছে বিরাটের আরসিবি। সাত নম্বরে রয়েছে মর্গ্যানের কলকাতা। দুটি দলই এখনও পর্যন্ত ৭টি করে ম্যাচে খেলেছে। এ বারের আইপিএলে ৫টি ম্যাচে জিতেছে এবিডিরা। দুটিতে হেরেছে। কিন্তু বেশ ভালো ফর্মেই রয়েছে আরসিবি। অন্যদিকে নাইটরা একেবারে ফর্মে নেই। এখনও পর্যন্ত ৭টি ম্যাচের মাত্র ২টিতে জিতেছে কেকেআর। আজকের ম্যাচে ২ পয়েন্ট পকেটে পুরবে কে মর্গ্যান না বিরাট নজর থাকবে সেদিকেই। হিন্দুস্থান সমাচার

ফের ধাক্কা খেল পাকিস্তান, এবার সফর বাতিল করল ইংল্যান্ডও

লন্ডন, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স) : ফের ধাক্কা খেল পাকিস্তান। অক্টোবরের পাকিস্তান সফর বাতিল করে দিল ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড। সোমবার তাদের টুইটারে এ খবর জানানো হয়েছে। কিছুদিন আগেই নিরাপত্তার কারণে শেষ মুহূর্তে সিরিজ বাতিল করে দেশে ফিরে গিয়েছিল নিউজিল্যান্ড। কয়েক দিনের ব্যবধানে ইংল্যান্ডও একই রাস্তা নিল।

সোমবার ইংল্যান্ডের তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ”টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শুরুতে পাকিস্তানে গিয়ে দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার ব্যাপারে রাজি হয়েছিলাম আমরা। মহিলা দলেরও ম্যাচ খেলার কথা ছিল। কিন্তু এই সপ্তাহে বোর্ডের এক বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাকিস্তানে কোনও দল পাঠানো হবে না।” বিবৃতিতে ইংল্যান্ডের সংযোজন, ”ক্রিকেটারদের শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য আমাদের কাছে সব থেকে আগে। যে সময়ে আমরা বাস করছি তাতে এই বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ওই দেশে যাওয়া এই মুহূর্তে অত্যন্ত চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং আগামী দিনে দলের ক্রিকেটাররা আরও চাপে পড়তে পারতেন। এমনিতেই দীর্ঘদিন বিভিন্ন নিয়মবিধি মেনে খেলতে খেলতে তাঁরা ক্লান্ত।”

লিগ ওয়ানের ম্যাচে দ্বিতীয়ার্ধে তুলে নেওয়ায় ”বিরক্ত” লিওনেল মেসি

প্যারিস, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স) : নতুন ক্লাবে শুরুতেই বিতর্কে জড়াল লিওনেল মেসির নাম। ফরাসি ক্লাবের হয়ে তিন ম্যাচ হয়ে গেলেও এখনও গোল পাননি। আর এবার এই পরিস্থিতিতে পিএসজি কোচ মারিও পোচেত্তিনির সঙ্গেও ঝামেলায় জড়ালেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা।

রবিবার লিগ ওয়ানের ম্যাচে লিয়ঁ-র বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছিল পিএসজি। এদিন নতুন ক্লাবের ঘরের মাঠে প্রথমবার নামেন মেসির। লিয়ঁর বিরুদ্ধে ২-১ ব্যবধানে দল জিতলেও গোল করতে পারেননি মেসি। উলটে দ্বিতীয়ার্ধে মেসিকে তুলে হাকিমিকে নামিয়েছিলেন মৌরিসিও পোচেত্তিনো। যা নিয়েই বলতে গেলে কোচের সঙ্গে দ্বন্দ্ব এলএম টেনের।

নতুন ক্লাবে এসে ছন্দ ফিরে পেতে সমস্যা হলেও আর্জেন্টাইন মহাতারকা গোল করার মতো জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিলেন প্রথমার্ধেই। কিন্তু মেসির দুরন্ত ফ্রিকিক প্রতিপক্ষের গোলপোস্টে লেগে প্রতিহত না হলে এদিনই পিএসজির হয়ে প্রথম গোলটি পেয়ে যেতেন মেসি। এরপর পোচেত্তিনো দ্বিতীয়ার্ধে মেসিকে তুলে রাইট ব্যাক হাকিমিকে নামান। যা নিয়ে কিছুটা হলেও অসন্তোষ প্রকাশ করতে দেখা যায় মেসিকে। এমনকী এরপর রিজার্ভ বেঞ্চে বসে থাকা মেসিকে খুব একটা হাসিখুশিও দেখায়নি। তাহলে কি শুরুতেই কোচের সঙ্গে ঝামেলায় জড়ালেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। সেই নিয়েও জল্পনা শুরু হয়ে যায়। যদিও ম্যাচের শেষে পিএসজি কোচ সাফ জানিয়ে দেন, দ্বিতীয়ার্ধে তুলে নেওয়ার জন্য মেসি কোনওরকম উষ্মা প্রকাশ করেননি। অন্য একটি প্রশ্নে আর্জেন্টাইন মহাতারকার ওই রকম অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন।

মাত্র ৯২ রানে শেষ আরসিবির ব্যাটিং কেকেআর ৫ ওভার বিনা উইকেটে ৪৯ রান

আবুধাবি, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স) : রবিবার শুরু হয়েছে আইপিএলের দ্বিতী পর্বের খেলা। আজ সোমবার সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় পর্বে মাঠে নামছে কলকাতা নাইট রাইডার্সের সামনে বিরাট কোহলির রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর। টস জিতে প্রথমে ব্যাট করে আরসিবি।মাত্র ৯২ রানে শেষ হয়ে যায় আরসিবির ব্যাটিং লাইন আপ।

পয়েন্ট টেবিলে কেকেআরের পরিস্থিতি অবশ্য মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়। সাত ম্যাচের মধ্যে পাঁচটিতেই হেরে গিয়েছেন অইন মর্গ্যান-দীনেশ কার্তিকরা। ঝুলিতে মাত্র ৪ পয়েন্ট নিয়ে আট দলের টুর্নামেন্টে ৭ নম্বরে রয়েছে কেকেআর। তবে প্রতিপক্ষদের সতর্ক করে দিচ্ছেন মর্গ্যান। নতুন করে কিছু হারানোর নেই বলে তাঁরা দল হিসাবে ভয়ঙ্কর, মনে করিয়ে দিচ্ছেন নাইট নেতা।

তবে হাল না ছেড়ে লড়াই চালিয়ে যাবে মর্গ্যানের কেকেআর। মর্গ্যান বলছেন, ”ম্যাচ ধরে ধরে এগচ্ছি। আগে আরসিবি ও মুম্বই ম্যাচে মনঃসংযোগ করছি। ড্রেসিংরুমের আবহ চমতকার। চাপের মুখে তা সাহায্য করে।

ক্রিকেটারদের পারস্পরিক বোঝাপড়া দারুণ। সব দলই গত মরসুমে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে খেলেছে। তাই পরিবেশ-পরিস্থিতি নিয়ে সকলেই ওয়াকিবহাল। এখানকার পরিবেশ আমাদের পক্ষে উপযুক্ত। তরুণ ক্রিকেটারেরা অনেক উন্নতি করেছে। আশা করছি শুরু থেকে ওরা ছন্দে থাকবে।” দ্বিতীয় পর্বে প্রথম চার ম্যাচে তাঁদের প্রতিপক্ষ শক্তিশালী রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর, মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, চেন্নাই সুপার কিংস ও দিল্লি ক্যাপিটালস। যারা পয়েন্ট টেবিলে প্রথম চারে রয়েছে। এদিন শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, কেকেআর,৫ ওভার বিনা উইকেটে ৪৯ রান।

আফগানিস্তানে এবার নিষিদ্ধ আইপিএলও, ব্যথিত রশিদ খান

কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স) : আগামী ২২ সেপ্টেম্বর সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর মাঠে নামবেন আফগান ক্রিকেট তারকা রশিদ খান। গোটা বিশ্ব তাঁকে দেখতে পেলেও, রশিদের দেশেই দেখা যাবে না তাঁর খেলা। ক্ষমতায় আসার পরই আফগানিস্তানে আইপিএল সম্প্রচারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল নতুন আফগান সরকার। আফগানিস্তানে নতুন সরকার ক্ষমতা দখলের পর থেকেই একের পর এক অভাবনীয় সিদ্ধান্ত নিয়ে চলেছে। যেখানে ইতিমধ্যেই মেয়েদের স্কুলে যাওয়া থেকে মহিলাদের খেলাধূলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এবার আরও একধাপ এগিয়ে। আইপিএলও দেখা যাবে না আফগানিস্তানে বসে। ইসলাম বিরোধিতার তকমা দিয়েই, আইপিএল সম্প্রচারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। আর এতেই হতবাক সকলে। রবিবার থেকে সংযুক্ত আরব আমিশাহীর মাঠে শুরু হয়েছে আইপিএলের দ্বিতীয় পর্ব। প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ও চেন্নাই সুপার কিংস। সদ্য শুরু হওয়া আইপিএলে দর্শকও প্রবেশ করছে অল্পবিস্তর। আর তাতেই নাকি সমস্যা। কারণ দর্শানো হয়েছে স্টেডিয়ামে দর্শকদের মধ্যে মহিলারাও থাকছে।তাদের কারোরই মাথা ঢাকা নেই। আর তাতেই নাকি তাদের ধর্মকে অবমামনা করা হচ্ছে। এমনটাই মনে করে আফগানিস্তানের ক্ষমতায় আসা নতুন সরকার।

ক্রীড়া মন্ত্রী বিমল বরাকে সংবর্ধনা হাইলাকান্দি ডিএসএর

হাইলাকান্দি (অসম), ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : রাজ্যের ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী বিমল বরাকে সংবর্ধিত করেছে হাইলাকান্দি জেলা ক্রীড়া সংস্থা (ডিএসএ)। সোমবার একদিনের ঠাসা কর্মসূচি নিয়ে হাইলাকান্দি আসেন রাজ্যের বিদ্যুৎ, ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ, পর্যটন এবং সংস্কৃতি দফতরের মন্ত্রী বিমল বরা।

এদিন বিকেলে তিনি ওঠেন জেলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যালয়ে। এখানে ডিএসএ কর্তৃপক্ষ তাঁকে উষ্ণ সংবর্ধনা জানান। ডিএসএ সচিব শৈবাল সেনগুপ্ত ক্রীড়া মন্ত্রী বিমল বরার হাতে 'ডিএসএ, হাইলাকান্দি' লেখা একটি উত্তরীয়, পুষ্পস্তবক ও একটি স্মারক তুলে দেন। জেলা টাইকোয়ান্ডো সংস্থার সভাপতি বিভাভূষণ চক্রবর্তী মন্ত্রীকে সংবর্ধিত করেন। সময় একেবারেই স্বল্পতার দরুন ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ মন্ত্রী বিমল বরা ডিএসএ কার্যালয়ে বেশিক্ষণ থাকতে পারেননি। তবে সংবর্ধনার জোয়ারে ভেসে প্রথমবারের মতো হাইলাকান্দি জেলা ক্রীড়া সংস্থায় এসে আপ্লুত মন্ত্রী বিমল বরা।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্যে পেশ করতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, হাইলাকান্দি জেলার খেলাধুলোর মানোন্নয়নে তাঁর বিভাগ সচেষ্ট থাকবে। তিনি গুয়াহাটি গিয়ে ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দফতরের অধিকর্তা এবং উপ-অধিকর্তাকে হাইলাকান্দি আসার নির্দেশ দেবেন। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু স্টেডিয়াম (ডিএসএ মাঠ) সংস্কারে ব্যবস্থা নেবেন বলে ডিএসএ কর্তৃপক্ষকে আশ্বস্ত করেছেন ক্রীড়া মন্ত্রী বিমল বরা।

হাইলাকান্দির সংস্কারহীন কর্দমাক্ত খেলার মাঠে মন্ত্রী বিমল বরা, দিলেন সংস্কারের আশ্বাস

হাইলাকান্দি (অসম), ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ক্রীড়া ক্ষেত্রে হাইলাকান্দি শহরের রয়েছে একটি সমৃদ্ধ ইতিহাস। কিন্তু বর্তমানে এই সমৃদ্ধশালী ইতিহাসকার্য তলানিতে এসে ঠেকেছে শহর ও শহরতলির ক্রীড়া চর্চা। বিশেষ করে একটি সঠিক মাঠের অভাব হাঁড়ে হাঁড়ে টের পাচ্ছেন খেলোয়াড়রা। বর্তমানে হাইলাকান্দি জেলা ক্রীড়া সংস্থার মাঠই খেলোয়াড়দের একমাত্র সম্বল। কিন্তু শহরের ঠিক মধ্যবর্তী এলাকায় থাকার জন্য সরকারি বিভিন্ন কাজে এই মাঠ ব্যবহার হয়। এছাড়া ক্রিকেট ও ফুটবল, দুটো এক মাঠে আয়োজন করার ক্ষেত্রেও আসে অনেক বিপত্তি। এই মাঠে জেলা ক্রীড়া সংস্থা, আসাম ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন এবং আসাম ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের রুটিন প্রতিযোগিতার বাইরে অন্য কোনও প্রতিযোগিতা আয়োজন সম্ভবপর হয় না। আর এ জন্যই শহরকেন্দ্রিক কোনও ক্লাব উন্নতমানের কোনও প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে সক্ষম হয় না। এক্ষেত্রে বরাবরই শহরে দ্বিতীয় একটি মাঠের দাবি উঠে আসছে। কিন্তু এ বিষয়ে কাউকেই সচেষ্ট ভূমিকা নিতে দেখা যায়নি। অবশেষে বাধ্য হয়ে এ নিয়ে এগিয়ে এলেন হাইলাকান্দির সাংবাদিকরা। সোমবার ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ মন্ত্রী বিমল বরা হাইলাকান্দি সফরে এলে এ বিষয়ে তাঁকে অবগত করান জেলার ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা।

শহরের লক্ষ্মীশহর এলাকায় অবস্থিত হরোকিশোর হাইস্কুলের খেলার মাঠটি সংস্কার করে খেলাধুলোর উপযোগী করে তোলার দাবি জানান তাঁরা। লক্ষ্মীশহর এলাকার কৃষি ভবনের ঠিক পাশের এই মাঠে আগে অনেক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হতো। এছাড়া স্থানীয় তিনটি ক্লাব যথাক্রমে নবনিকেতন, দ্বীপজ্যোতি ও ত্রিনয়নী ক্লাবের খেলোয়াড়রা এই মাঠে নিয়মিত অনুশীলন করতেন। কিন্তু ২০০৪-০৫ সালে মাঠের পাশে নির্মীয়মাণ একটি পিএইই প্লান্টের পাইপ এনে মজুত করা হয় এই মাঠে। অথচ আজ প্রায় ১৭ বছর পরও নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়নি সেই প্লান্টের। আর বিগত ১৭ বছর থেকে মাঠ জুড়ে পড়ে রয়েছে এই বৃহৎ আকারের পাইপগুলি। স্থানীয়রা এ নিয়ে অনেক নালিশ জানালেও মাথা ঘামাননি জেলায় কর্মরত কোনও আধিকারিক।

সোমবার এ বিষয়ে সাংবাদিকরা মন্ত্রী বরাকে অবগত করালে তিনি জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারকে সঙ্গে নিয়ে ছুটে যান সেই মাঠ পরিদর্শনে। এক হাঁটু কাদায় নেমে মাঠটি পরিদর্শন করেন মন্ত্রী বিমল বরা। পরিদর্শন শেষে আগামী তিন মাসের মধ্যে মাঠটি দখলমুক্ত করে এবং প্রয়োজনীয় সংস্কার করে খেলাধুলোর উপযোগী করে তোলা হবে বলে সাংবাদিকদের আশ্বাস প্রদান করেন মন্ত্রী বিমল।

মন্ত্রী বিমল বরার এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন হাইলাকান্দি জেলা ইলিক্ট্রনিক মিডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। হিন্দুস্থান সমাচার / অনীশ / সমীপ

ঘরোয়া ক্রিকেটারদের পারিশ্রমিকও বাড়াল বিসিসিআই

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর (হি. স) : অবশেষে কথা রাখতে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্টোল বোর্ড(বিসিসিআই)। সোমবার বিসিসিআই সচিব জয় শাহ সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘরোয়া ক্রিকেটারদের ম্যাচ ফি-র ৫০ শতাংশ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। পাশাপাশি ক্রিকেটারদের পারিশ্রমিক বাড়িয়ে দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেন একই সঙ্গে।

করোনা মহামারির পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট শুরু হয়েছে পুরোদস্তুর। ভাইরাস সংক্রমণের বাধা কাটিয়ে আইপিএলও চলছে রমরমিয়ে। তবে ঘরোয়া ক্রিকেট এখনও স্বাভাবিক ছন্দে ফিরতে পারেনি। গত মরশুম কোনও রকমে শেষ করেছে বিসিসিআই। রঞ্জি ট্রফির মতো দেশের সেরা টুর্নামেন্ট আয়োজন করা সম্ভব হয়নি বোর্ডের পক্ষে। স্বাভাবিকভাবেই ঘরোয়া ক্রিকেটাররা আর্থিক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন সবথেকে বেশি। অবশেষে বিসিসিআইয়ের ঘোষণা ডোমেস্টিক ক্রিকেটারদের স্বস্তি দেবে নিশ্চিত। করোনা মহামারির জন্য ২০২০-২১ মরশুমের সব টুর্নামেন্ট আয়োজন করা সম্ভব না হওয়ায় বোর্ডের তরফে ঘরোয়া ক্রিকেটারদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। অবশেষে সোমবার বিসিসিআই সচিব জয় শাহ সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘরোয়া ক্রিকেটারদের ম্যাচ ফি-র ৫০ শতাংশ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন।

তবে ঘরোয়া ক্রিকেটারদের খুশি দ্বিগুন হয় বোর্ড সচিবের অন্য একটি ঘোষণায়। জয় শাহ ঘরোয়া ক্রিকেটারদের পারিশ্রমিক বাড়িয়ে দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেন একই সঙ্গে।

এদিন বোর্ড সচিব টুইট করে জানান, করোনার জন্য ব্যহত ২০২০-২১ মরশুমের জন্য ২০১৯-২০ মরশুমে মাঠে নামা ক্রিকেটাররা বাড়তি ৫০ শতাংশ ম্যাচ ফি ক্ষতিপূরণ পাবেন। তিনি এও জানান, ৪০টির বেশি ম্যাচ খেলা সিনিয়র ক্রিকেটারদের ৬০ হাজার, অনূর্ধ-২৩ ক্রিকেটারদের ২৫ হাজার ও অনূর্ধ-১৯ ক্রিকেটারদের ম্যাচ ফি বাড়িয়ে ২০ হাজার টাকা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিসিসিআই।—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪

ই-মেল : rainbowprintingworks@gmail.com

PNIT NO (e-TENDER) : e-PT-V/EE/RDSD/2021-22
DATED-18/09/2021

The Executive Engineer, RD Store Division invites e-tender for procurement of 151 marked Black Iron pipe, Galvanized Iron pipe and submersible pump upto 3.00 PM of 08/10/2021. For details visit website- **https://tripuratenders.gov.in** and contact at M- 9774488585. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Executive Engineer
RD Store Division
Agartala

ICA-C-2170/2021-22

PNIeT No. 189-195/EEMWSfIWG/2021-22 dated 14/9/2021

The Executive Engineer, DWS Division, Bishalgarh Sepahijala District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura, single bid percentage rate e-tender from eligible bidders up to 15.00 hrs. **07/10/2021** for construction of 84 Nos. SBDTW along with installation of pump set in/c other allied works in Sepahijala Dist. For details please visit https://tripuratenders.gov.in or contact with at the 0/0 the Executive Engineer, DWS Division, Bishalgarh for clarifications. if any.

(Er. M.K. Das)
Executive Engineer
DWS Division, Bishalgarh

ICA-C-2176/2021-22

PNIe-T No. 24/EE/DWS/KD/2021-22 IX 01/09/2021

(1) DNIe-T No_143/SE/DWS/C/KGT/2021-22
Period -f downloading of biding documents at :- **07/09/2021** to **29/09/2021**
Deadline for online Bidding :- **29/09/2021** up to 15.00 Hours
Date & Time of opening Bid :- **30109/2021** up to 12.00 Hours
Place of opening of Bid(s) :- 0/o the Executive Engineer, DWS Division, Kumarghat
For details please contact to the office of the undersigned.
For details please visit:- www.tripuratenders.govin
FOR AND ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA

Executive Engineer,
DWS Division, Kumarghat,
Unakoti Tripura,

ICA-C-2157/2021-22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO. EE-IED/PWD/AGT/43/2021-22 dated 17/09/2021

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD (Building), Agartala, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking /enterprise and eligible Bidders/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTADC/ MES/ CPWD/ Railway/ Other State PWD having valid electrical contractor license issued by Tripura Electrical Licensing Boardup to 3.00 P.M. on **07/10/2021.**

Sl No	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time of completion
1	DNIeT No.EE-IED/AGT/94/2021-22	₹ 14,55,132.00	₹ 14,551.00	90 (ninety) days
1	DNIeT No.EE-IED/AGT/95/2021-22	₹ 5,19,879.00	₹ 5,199.00	90 (ninety) days
1	DRAFT NIT No : SE(Elect.)/Project Unit/PWD(Buildings)/DNIT/33/2021-22	₹ 37,84,119.60	₹ 37,841.00	150 (one five zero) days

Last date and time for document downloading and bidding is on 07/10/2021 upto 3.00 PM and opening of bid at 3.30 PM on 07/10/2021, if possible. For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in

Note:
NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER

For and on behalf of the Governor of Tripura
(DHRUBAPADA DEBNATH)
Executive Engineer,
Internal Electrification Division,
PWD (Buildings), Agartala, West Tripura

ICA-C-2163/2021-22

আসন্ন বিধানসভা অধিবেশন নিয়ে বিএসি'র বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে সোমবার। ছবি নিজস্ব।

সাব্রুমে পরিষেবা না পেয়ে বিদ্যুৎ নিগমের অফিসে হামলা-ভাঙচুর, আক্রান্ত কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর।। সাব্রুম মহকুমার অন্তর্গত কলাছড়া ও শাঁকবাড়ি এলাকাতে বিদ্যুৎ পরিষেবা না পেয়ে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী সংঘবদ্ধভাবে বিদ্যুৎ সাবস্টেশনে হামলা ভাঙচুর চালান। বিদ্যুৎ কর্মীদেরও লাঞ্ছিত করেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। বিদ্যুৎ যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে কলাছড়া এলাকার লোকজনরা ইলেকট্রিকের ৬৬কেভি সাতচাঁদ সাব-স্টেশন অফিসে ভাঙচুর চালায় ও শারীরিক ভাবে নিগৃহীত হন অফিসের কর্মচারীরা।

গতকাল রাত আটটা থেকে সাব্রুম মহকুমার অন্তর্গত কলাছড়া ও শাঁকবাড়ি এলাকাতে বিদ্যুৎ পরিষেবা না পেয়ে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী সংঘবদ্ধভাবে রাত আনুমানিক সাড়ে সাতটা নাগাদ ৬৬কেভি সাতচাঁদ সাব-স্টেশনে এসে ভাঙচুর চালায়। কর্মচারীদের শারীরিকভাবে নিগৃহীত করা হয়। ভেঙে ফেলা হয় দুটি বাইক এবং অফিসের বেশ কিছু আসবাবপত্র সহ বেশ কয়েকটি মেশিনও। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ৬৬কেভি সাতচাঁদ সাব-স্টেশন ম্যানেজার দেবাশিস মজুমদার জানান যে কলাছড়া এলাকাতে বিদ্যুৎ পরিষেবার দায়িত্বে রয়েছে ফেভকো নামক বহির রাজ্যের একটি বেসরকারি সংস্থা।তাদের খামখেয়ালিপনার কারণেই গতকাল রাত থেকে বিদ্যুৎ পরিষেবা থেকে বঞ্চিত ছিল কলাছড়া এলাকার বাসিন্দারা।

উল্লেখ থাকে যে , রবিবার সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত দুর্গা পুজো উপলক্ষে বিদ্যুতের লাইন মেরামতের কাজের জন্য পুরো মহকুমা জুড়ে বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ ছিল।দিন গড়িয়ে রাত পর্যন্ত বিদ্যুৎ না থাকায় এলাকার লোকজন রা বিদ্যুৎ নিগমের স্টেশনে হামলা ও ভাঙচুর চালান। এলাকাবাসী স্পষ্টভাবে জানিয়ে নিয়মিত বিদ্যুৎ পরিষেবা না পেলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন।

ঘর বন্টনে অনিয়মের অভিযোগে পঞ্চায়েত সচিব ও প্রধানকে তালাবন্দি করল গ্রামবাসীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর।। বেনিফিসারীদের ইন্দিরা আবাসন প্রকল্পে ঘর পাওয়া থেকে বঞ্চিত করায় বিজেপি পরিচালিত কমলপুরের হালহালি পঞ্চায়েত অফিসে পঞ্চায়েত প্রধান ঝনু মোসাহর, উপ প্রধান অমরেশ সিং ও পঞ্চায়েত সচিব সন্তোষ দাস সহ পঞ্চায়েতের অন্যান্য কর্মীদের অফিস ঘরে ঢুকিয়ে দুই ঘন্টা দরজায় তালা ঝুলিয়ে দেয় গ্রামের বেনিফিশিয়ারিরা। বাম আমলে ঘরের জন্য মনোনীত সুবিধাভোগীদের তালিকা থেকে বাদ দেয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধলাই জেলার কমলপুরের হালহুলি পঞ্চায়েতে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়। এ ধরনের হঠকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে বঞ্চিতরা বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করে এবং পঞ্চায়েত সচিবের বিরুদ্ধে ডেপুটেশন দেন। ডেপুটেশনে বেনিফিশিয়ারিরা জবাব চান কেন তালিকা ভুক্ত ঘর বাতিল করা হল। পঞ্চায়েত সচিব ধলাই জেলার জেলা শাসককে দোষারোপ করে পার পেতে চেয়েছিল। বেনিফিশিয়ারিরা ক্ষুব্দ হয়ে পঞ্চায়েত অফিসে তালা ঝুলিয়ে দেয়।বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর হালহুলি পঞ্চায়েতের গ্রাম সভায় বেনিফিশিয়ারির ঘরের জন্য ৪৪৬ টি ঘরের তালিকা তৈরি করা হয়। অভিযোগ, এর মধ্যে ৯২ জন বেনিফিশিয়ারির ঘরের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে সরকারি চাকুরিরতদের নাম নথিভুক্ত করা হয়। এর ফলে ক্ষেপে যায় পঞ্চায়েতের মানুষ। তার পরিপ্রেক্ষিতে বিক্ষোভ মিছিল ও ডেপুটেশন। পরে ক্ষিপ্ত হয়ে পঞ্চায়েত অফিসে দুই ঘন্টা তালা বন্দি করে রাখা হয়।

গন্ডাছড়ায় সিপিএম অঞ্চল কমিটির সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর।। ধলাই জেলার গন্ডাছড়া রামনগর কমিউনিটি হলে সিপিআইএমের রামনগর অঞ্চল কমিটির তৃতীয় সম্মেলন সোমবার অনুষ্ঠিত হয়। সোমবার গন্ডাছড়া মহকুমার সিপিআইএম রামনগর অঞ্চল কমিটির তৃ-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এদিন রামনগর কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য তথা বিধায়ক রতন ভৌমিক, সিপিআইএম গন্ডাছড়া মহকুমা সম্পাদক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা, পার্টির রাজ্য কমিটির সদস্য তথা প্রাক্তন বিধায়ক ললিত ত্রিপুরা, সন্তোষ চাকমা, শ্রমিক নেতৃত্ব সুশান্ত হাজারি প্রমুখ।

অগ্নিকান্ডে ভষ্মিভুত গন্ডাছড়ার এক জুমিয়া পরিবারের বসতঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ২০ সেপ্টেম্বর।। অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত এক অসহায় জুমিয়া পরিবারের পাশে বিধায়ক। সোমবার গন্ডাছড়া এডিসি ভিলেজের বধন্যা পাড়ার বাসিন্দা কর্জমোহন ত্রিপুরার বসত ঘরে অগ্নিকান্ডের ঘটনাটি ঘটে। এই সময় কর্জমোহনের স্ত্রী বসত ঘরে রান্না করছিল। আর সেখান থেকেই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত বলে জানা যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা গন্ডাছড়া অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে খবর দিলে অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছার আগেই ছন বাঁশের তৈরি ঘরটি সম্পূর্ণ ভাবে পুড়ে যায়। জানা যায় আগুন লাগার সময় কর্জমোহন বাড়ীতে ছিল না। তাদের চার জনের পরিবার।

জুমিয়া এই পরিবারটি গৃহহীন হয়ে বর্তমানে অসহায় অবস্থায় আছে। এদিকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার খবর পেয়ে এলাকার বিধায়ক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা কর্জমোহন ত্রিপুরার বাড়িতে ছুটে যান এবং অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারটিকে সব ধরনের সরকারী সাহায্য সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

নির্মাণের কয়েকমাসের মধ্যেই মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে রাস্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর।। মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের তুইকর্মা থেকে হাজরাবাড়ি নবজয় পাড়া যাওয়ার মূল রাস্তাটি নির্মাণের কয়েকমাস যেতে না যেতেই মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে। রাস্তাটি সংস্কারের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। তাতে যাতায়াতে মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ।প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা প্রকল্পে নির্মিত তেলিয়ামুড়া মহকুমার মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের তুইকর্মা থেকে হাজরাবাড়ি নবজয় পাড়া যাওয়ার মূল রাস্তাটি নির্মাণের কয়েকমাস যেতে না যেতেই মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে। এলাকাবাসীর তরফ থেকে বারবার আবেদন-নিবেদন জানিয়েও কাজের কাজ কিছুই হয়নি বলে অভিযোগ। প্রত্যন্ত এলাকায়। এই রাস্তাটির নির্মাণ করা হয় মাত্র ২ বছর পূর্বে। কাজের বরাত দেওয়া হয় এন.বি.সি.সি ঠিকাদারী সংস্থাকে। সেই সংস্থা তেলিয়ামুড়ার স্থানীয় ঠিকাদার মনোজ ঘোষকে কাজ করার দায়িত্ব দেয়।অভিযোগ, কাজের শুরু থেকেই নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা সহ নিম্নমানের কাজ করার ফলে ২ বছর যেতে না যেতেই, রাস্তাটি বর্তমানে মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে। যার ফল ভোগ করতে হচ্ছে পথচলতি সাধারন মানুষজন সহ এই রাস্তা দিয়ে প্রতিনিয়ত যাতায়াত করা প্রায় ১০ থেকে ১৫টি প্রত্যন্ত অঞ্চলের উপজাতি অধ্যুষিত গ্রামের মানুষজনদের। তাতে পথদুর্ঘটনা নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনটাই অভিযোগ, এলাকাবাসীদের। রাস্তাটি বেহাল দশায় পরিণত হওয়াতে এলাকাবাসিদের তেলিয়ামুড়া বাজারে আসতে হলে দ্বিগুণ ভাড়া দিয়ে আসতে হয়। এমনকি অসুস্থ রোগীদের তেলিয়ামুড়া মহকুমা মহাকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসতে হলে খুবই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।এই রাস্তাটি সংস্কারের দাবি এলাকাবাসী দীর্ঘদিন ধরে জানিয়ে আসলেও তাদের কথাতে কেউ কর্ণপাত করেনি বলে অভিযোগ। সংশ্লিষ্ট এলাকার এক শাসকদলীয় নেতা জানায় যে ,এই রাস্তাটির নির্মাণ অত্যন্ত নিম্নমানের করা হয়েছে।নামেমাত্র পিজের প্রলেপ দিয়ে এই রাস্তাটির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করে দেওয়া হয়। যার ফলে ২ বছর যেতে না যেতেই রাস্তাটি মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে।এলাকার একজন প্রবীণ ব্যাক্তি জানায় রাস্তাটি খুবই নিম্নমানের করা হয়েছে। রাস্তাটি নির্মাণে তদারকি কি আদৌ সঠিকভাবে করেছে পি.ডব্লিউ.ডি দপ্তর? নাকি পি.ডব্লিউ.ডি দপ্তরের তদারকির অভাবে এই রাস্তাটির মধ্যে এই দুর্নীতির প্রভাব পড়েছে?

রাজ্যে প্রকাশিত জয়েন্টের ফলাফল পিসিএম এবং পিসিবি উভয় গ্রুপে প্রথম ঈশিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরা জয়েন্ট এন্ট্রান্সের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে পিসিএম এবং পিসিবি উভয় বিভাগে ঈশিতা দাস প্রথম হয়েছেন। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরা জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের চেয়ারম্যান ড় জি চেল ফলাফলের ঘোষণা করেছেন।

চেয়ারম্যান ড় চেল জানান, এ বছর জয়েন্ট এন্ট্রান্সে মোট ৩,৭৮৮টি আবেদন জমা পড়েছিল। তাঁদের মধ্যে পিসিএম গ্রুপে ১,৫৬০ জন এবং পিসিবি গ্রুপে ৩,০৮১ জন পরীক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি জানান, পিসিএম এবং পিসিবি উভয় গ্রুপে ঈশিতা দাস প্রথম হয়েছেন। এছাড়া পিসিএম গ্রুপে নবারুণ ভট্টাচার্য দ্বিতীয় এবং মনজিৎ মজুমদার তৃতীয় স্থান দখল করেছেন। তেমনি পিসিবি গ্রুপে সৌরদীপ দাস দ্বিতীয় এবং নবারুণ ভট্টাচার্য তৃতীয় স্থান দখল করতে সক্ষম হয়েছে।

প্রসঙ্গত, এ বছর জয়েন্ট এন্ট্রান্সে সাধারণ শ্রেণির ২,৩৮৪টি, তফশিলি জনজাতি ৭২৬টি এবং তফশিলি জাতি শ্রেণির ৬৭৮টি আবেদন জমা পড়েছিল।

প্রয়াত সাংবাদিক শান্তনু ভৌমিককে স্মরণ করল বিশালগড় প্রেসক্লাব

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২০ সেপ্টেম্বর।। ২০১৭ সালের ২০ সেপ্টেম্বর জীরানিয়ার মান্দাইয়ে খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে একদল দুষ্কৃতির হাতে নৃশংসভাবে খুন হয়েছিলেন উদীয়মান সাংবাদিক শান্তনু ভৌমিক। সোমবার শহীদ সাংবাদিক শান্তনু ভৌমিকের চতুর্থ মৃত্যুবার্ষীকি পালন করে বিশালগড় প্রেস ক্লাব। সন্ধ্যায় প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণে ভাবগম্ভীর পরিবেশে প্রয়াত সাংবাদিক শান্তনু ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাতীয় সড়কে দূর্ঘটনা এড়াতে পদক্ষেপ গ্রহণের দাবীতে অবরোধ আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর।। পথ দুর্ঘটনা রোধে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করার দাবিতে সোমবার বিশ্রামগঞ্জে সিপাহী জলা জেলা পুলিশ সুপারের অফিসের মূল ফটকের পাশে আগরতলা সাব্রুম জাতীয় সড়ক অবরোধ করলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সাব্রুম জাতীয় সড়কের বিশালগড় থানা এলাকায় প্রতিনিয়ত পথদুর্ঘটনা বেড়ে চলেছে। তাতে প্রাণহানি ও পঙ্গুত্বের মাত্রা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। দুর্ঘটনা এড়াতে প্রশাসনের তরফ থেকে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে না বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন জাতীয় সড়কেযেভাবে বিটুমিন দিয়ে ঢালাই দেওয়া হয়েছে তাতে সামান্য বৃষ্টি কিংবা কুয়াশা পড়লেই রাস্তা পিচ্ছিল হয়ে যায়।জাতীয় সড়ক দিয়ে দ্রুত বেগে যানবাহন চলাচল করছে। ফলে প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। এসব বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনা এড়াতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য স্থানীয় বাসিন্দারা বারবার দাবি জানিয়ে আসছেন। কিন্তু প্রশাসনের তরফ থেকে এ বিষয়ে বাস্তবসম্মত কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ। সে কারণে এলাকাবাসী ক্ষুব্দ হয়ে সোমবার বিশ্রামগঞ্জে সিপাহী জলা জেলা পুলিশ সুপারের মূল ফটকের সামনে আগরতলা জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। প্রায় দুই ঘন্টা জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ থাকে। ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত কর্মকর্তাসহ প্রশাসনের কর্মকর্তারা অবরুদ্ধ ছুটে আসেন।

এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার সুনির্দিষ্ট আশ্বাস দেন প্রশাসনের কর্মকর্তারা। প্রশাসনের কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পর আপাতত অবরোধকারীরা আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। আন্দোলনকারীরা জানিয়েছেন প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে তারা অদূর ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন।

বেপরোয়া বাইকের ধাক্কায় গুরুতর আহত স্কুলছাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর।। সোমবার চড়িলাম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের সামনে জাতীয় সড়কে বাইকের ধাক্কায় ছিটকে পড়ে এক ছাত্রী গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। আহত ছাত্রের নাম প্রিয়া দেব। সোমবার বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ চরিলাম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় আগরতলা সাবরুম জাতীয় সড়কে পথদুর্ঘটনায় এক স্কুলছাত্রী গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। আহত ছাত্রের নাম প্রিয়া দেব। প্রত্যক্ষদর্শীরা আহত ছাত্রীকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে যান। অবস্থা সঙ্কটজনক হওয়ায় বিশালগড় হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে হাপানিয়াস্থিত ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করে দেন।অবস্থা সংকটজনক বলে আত্মীয়-পরিজনরা জানিয়েছেন। জানা গেছে প্রিয়া দেব নামে ওই ছাত্রী বাড়ি থেকে স্কুলের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ স্কুল সংলগ্ন এলাকায় একটি দ্রুতগামী বাইক এসে তাকে ধাক্কা দেয়। বাইকের ধাক্কায় ছিটকে পড়ে সে গুরুতর ভাবে আহত হয়। এদিকে স্থানীয় জনতা বাইক সহ চালককে আটক করেছেন। বিশালগড় থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করেছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বিলোনীয়ায় মহিলা মোর্চার বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি বিলোনীয়া, ২০ সেপ্টেম্বর।। সোমবার সকালে ৩৫ বিলোনিয়া মহিলা মোর্চার উদ্যোগে বিলোনিয়া বিজেপি কার্যালয় সংলগ্ন সানাই বিয়ে বাড়িতে কার্যকারিণী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ভারতীয় জনতা পার্টির দলীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন প্রদেশ মহিলা মোর্চা সভানেত্রী ঝর্ণা দেববর্মা, ৩৫ বিলোনিয়া মন্ডল সভাপতি , বিলোনিয়া মহিলা মোর্চা মন্ডল সভানেত্রী শ্যামলী বৈদ্য মজুমদার, ৩৫ বিলোনিয়া মন্ডল সম্পাদিকা সহ বিজেপির নেতৃত্বে।এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক, প্রদেশ ভারতীয় জনতা পার্টির সাধারণ সম্পাদিকা পাপিয়া দত্ত সহ ৩৫ বিলোনিয়া মন্ডল এর অধীনে বিভিন্ন এলাকার দলীয় পদাধিকারীরা। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন ৩৫ বিলোনিয়া মহিলা মোর্চা মন্ডল সভানেত্রী শ্যামল বৈদ্য মজুমদার।বৈঠকে জনগণের সুবিধার্তে কেন্দ্রীয় সরকারের নানান প্রকল্পের সহায়তা এবং রাজ্য সরকারের প্রদেয় সুযোগ সুবিধাগুলি অরাজনৈতিক ভাবনার মধ্যে দিয়ে জনসাধারণের হাতে তুলে দিয়ে, জন সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য আহবান জানানো হয়। পাশাপাশি বিজেপির সকল কার্যকর্তা দেরকে সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে দলীয় কর্মসূচিকে সফলতা দিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি কে শক্তিশালী করে তোলার জন্য আহ্বান জানান নেতৃত্বরা।

শ্মশানের জায়গা দখল মুক্ত করতে কিল্লা-উদয়পুর পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২০ সেপ্টেম্বর।। সপ্তাহের প্রথম দিনে শ্মশানের জমি জবরদখলের অভিযোগে কিল্লা-উদয়পুর প্রধান সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় কিল্লা মোটর স্ট্যান্ড এলাকার জনগণ। ঘটনার বিবরণে জানা যায় সোমবার সকালে বাগমা বিধানসভা নির্বাচন কেন্দ্রের কিল্লা মোটর স্ট্যান্ড এলাকায় প্রাচীন হিন্দু -বাঙালি এবং জনজাতিদের মেলবন্ধন প্রায় শতাধিক বৎসরের পুরানো। ঘটনা শতবর্ষ পুরানো একটি শ্মশানের জমি জবরদখলের কেন্দ্র করে।

শতাধিক বৎসরের পুরানো শ্মশান ঘাটের জায়গা বলপূর্বক দখল করে নেয় বিজয় সাধন জামাতিয়া, যামিনী রঞ্জন জমাতিয়া এবং জয় কিশোর জমাতিয়া নামে জনৈক ব্যক্তি বর্গ। স্থানীয় নেতৃত্ব থেকে শুরু করে প্রশাসনের শীর্ষ অধিকর্তাকে জানিয়েও কোন সুরাহা হয়নি বা
তাদের তরফ থেকে কোন সদুত্তর পাওয়া যায়নি। ফল স্বরূপ একপ্রকার বাধ্য হয়ে শ্মশানের জায়গা মুক্ত করতে এবং জবর দখলকারীদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের দাবিতে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় কিল্লা মোটর স্ট্যান্ড এলাকার স্থানীয় জনগণ। প্রায় দুই ঘন্টা ধরে চলে এই পথ অবরোধ। অবরোধ স্থলের দুই দিকে অনেক যানবাহন আটকে পড়ে। পথ চলতি মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়েন।

রোগী ও জরুরী কাজে আগত পথচারী ও ব্যক্তিবর্গ সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পড়েন। পরবর্তী সময়ে কিল্লা থানার ওসি বিশ্বজিৎ দেববর্মার নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ এবং টিএসআর বাহিনীর জওয়ানরা অবরোধ স্থলে পৌঁছে জবরদখল কারীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। পরে অবরোধকারীরা পথ অবরোধ উঠিয়ে ফেলেন। ঘটনাস্থল স্বাভাবিক হয়। এখন দেখার রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, পুলিশ ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কি ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন শ্মশানে জবরদখল মুক্ত করতে। সংশ্লিষ্ট মহল সে দিকেই তাকিয়ে আছেন।

সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে দপ্তরকে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে, বললেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর।। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ সচিবালয়ের ১ নং সভাকক্ষে অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী কল্যাণ, সংখ্যালঘু কল্যাণ, স্বরাষ্ট্র (কারা, অগি নির্বাপক ও জরুরি পরিষেবা) এবং সমবায় দপ্তরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের পর্যালোচনা করেন। সভায় সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল উপস্থিত ছিলেন।

সভায় অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী কল্যাণ দপ্তরের কাজকর্মের পর্যালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সরকারি ছাত্রাবাসগুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়ন সহ ছাত্রাবাসগুলির আনুষঙ্গিক অন্যান্য ক্ষেত্রগুলির সংস্কারের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে আরও বেশি উদ্যোগী হয়ে কাজ করার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, প্রতি তিন মাস অন্তর ছাত্রাবাসগুলির পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। পাশাপাশি বেসরকারি বিদ্যালয় পরিচালিত ছাত্রাবাসগুলির পর্যালোচনা করার উপর মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ওবিসি ছাত্রছাত্রীদের আগরতলায় থাকার সুবিধার্থে আগরতলা বা আগরতলার আশপাশ এলাকায় একটি বড় প্রকল্প নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট

দপ্তরকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। সভায় আলোচনাকালে মুখ্যমন্ত্রী অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণীভুক্ত মানুষের অর্থনৈতিক বিকাশে স্কিল ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় সেই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে প্রাথমিক ক্ষেত্র সহ আগর চাষের উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়ার কথা উল্লেখ করেন।

পর্যালোচনা সভায় অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী কল্যাণ এবং সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তরের রূপায়িত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচিগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন দপ্তরের সচিব তাপস রায়। তিনি জানান, রাজ্যে ৪৪টি কমিউনিটিকে ওবিসি শ্রেণীভুক্ত হিসেবে ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী কল্যাণ দপ্তরের মাধ্যমে শিক্ষার বিকাশে যে সকল প্রকল্পগুলি রাজ্যে রূপায়িত হচ্ছে তা সচিত্র প্রতিবেদনের মাধ্যমে তুলে ধরেন দপ্তরের সচিব। রাজ্যে ওবিসি ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়নে প্রিমেট্রিক স্কলারশিপ, পোস্ট মেট্রিক স্কলারশিপ, আর্থিকভাবে দুর্বল মেধাবী ওবিসি শিক্ষার্থীদের জন্য এককালীন আর্থিক সহায়তা, ড. বি আর আম্বেদকর গোল্ড মেডেল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।